CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৭২ তম বছর

Founder : J.C.Paul ■ Former Editor : Paritosh Biswas

JAGARAN ■ 72 Years ■ Issue-310 ■ 9 August, 2026 ■ আগরতলা ৯ আগষ্ট, ২০২৬ ইং ■ ২৩ শ্রাবণ, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ, রবিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

CMYK

বিকশিত ভারত-এর যাত্রা গড়বে তরুণরাই ঃ মোদি

নয়াদিল্লি, ৮ আগস্ট (আইএএনএস): ভারতের 'বিকশিত ভারত' হয়ে ওঠার যাত্রাপথে দেশের তরুণ প্রজন্মের জীবন ও সিদ্ধান্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে বলে শনিবার মন্তব্য করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। একইসঙ্গে দ্রুত পরিবর্তনশীল বিশ্বে যাঁরা নিয়মিত নতুন কিছু শেখার চেষ্টা চালিয়ে যাবেন, তাঁরাই সাফল্য পাবেন বলেও পড়ুয়াদের উদ্দেশে বার্তা দেন তিনি। ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি (আইআইটি) দিল্লির সমাবর্তন অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, বিশ্বজুড়ে কৌশলগত সমীকরণ দ্রুত বদলাচ্ছে এবং প্রযুক্তির দ্রুত অগ্রগতি এই পরিবর্তনের অন্যতম প্রধান চালিকাশক্তি। আগামী ২০-৩০ বছরে বিশ্ব ঠিক কোন পথে এগোবে, তা নিশ্চিতভাবে বলা সম্ভব নয়। তবে পরিবর্তনের প্রতিটি পর্যায় যেমন চ্যালেঞ্জ নিয়ে আসে, তেমনই নতুন সুযোগের দরজাও খুলে দেয়। মোদি বলেন, "বিশ্ব বদলাবে, প্রযুক্তির অগ্রগতি হবে, শিল্পের প্রসার ঘটবে এবং

পেশার ধরনও পরিবর্তিত হবে। কিন্তু একটি বিষয় মনে রাখবেনযাঁরা শেখা চালিয়ে যাবেন, তাঁরাই সফল হবেন।"

প্রযুক্তির দ্রুত পরিবর্তনের ফলে আগামী কয়েক দশকে বিভিন্ন শিল্প, পেশা এবং কাজের ধরন বদলে যেতে পারে বলে উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, এই পরিস্থিতিতে ক্রমাগত শেখার অভ্যাসই তরুণদের সবচেয়ে বড় শক্তি হয়ে উঠবে। এদিনের সমাবর্তনে ৫৮৭ জন পিএইচডি গবেষক-সহ ৩ হাজারেরও বেশি পড়ুয়ার হাতে ডিগ্রি তুলে দেওয়া হয়।তরুণদের জাতীয় দায়িত্বের কথাও স্মরণ করিয়ে দিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, প্রতিটি প্রজন্ম তার সময়ের নির্দিষ্ট চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয় এবং দেশের প্রতি তার নিজস্ব দায়িত্বও থাকে। আগামী ৩০-৩৫ বছর তরুণরা যে সিদ্ধান্ত নেবেন এবং যে কাজ করবেন, তা ভারতের 'বিকশিত ভারত' হয়ে ওঠার যাত্রাকে প্রভাবিত করবে।

তিনি বলেন, "আপনারা আগামী ৩০-৩৫ বছরে যা করবেন, তা 'বিকশিত ভারত'-এর যাত্রাকে প্রভাবিত করবে। তাই আপনার প্রতিটি সিদ্ধান্তে এই বিষয়টিও গুরুত্ব পাওয়া উচিত যে, তা দেশের কীভাবে উপকার করবে। দেশের কোন প্রয়োজন আপনার সিদ্ধান্তের মাধ্যমে পূরণ হবে?" তরুণ স্নাতকদের সামনে গবেষণা ও উদ্ভাবনকে পেশাগত ও শিক্ষাগত জীবনের পরবর্তী পর্যায়ে একটি বড় সুযোগ হিসেবে তুলে ধরেন প্রধানমন্ত্রী। দেশের গবেষণা

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জোট বেঁধেই ভিসি নির্বাচনে লড়বে বিজেপি ঃ অভিষেক

আগরতলা, ৮ আগস্ট: আসন্ন ভিলেজ কাউন্সিল, নগর পঞ্চায়েত, পুর পরিষদ ও কর্পোরেশন নির্বাচনকে সামনে রেখে সাংগঠনিক প্রস্তুতি আরও জোরদার করছে ত্রিপুরা প্রদেশ বিজেপি। ভিলেজ কাউন্সিল (ভিসি) নির্বাচন ছাড়াও নগর পঞ্চায়েত, মিউনিসিপ্যাল কাউন্সিল ও কর্পোরেশন নির্বাচনকে সামনে রেখে দলের সাংগঠনিক কর্মকৌশল নিয়ে বৈঠক করেছে বিজেপি নেতৃত্ব। বৈঠক শেষে ত্রিপুরা প্রদেশ বিজেপির সভাপতি তথা বিধায়ক অভিষেক দেবরায় জানান, আসন্ন নির্বাচনের প্রস্তুতি এবং দলের সংগঠনকে আরও শক্তিশালী করার বিষয়েই বৈঠকে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। আগামী ২৮ তারিখের নির্বাচনকে সামনে রেখে দলের নেতৃত্বের সঙ্গে বিভিন্ন সাংগঠনিক বিষয় নিয়ে ফলপ্রসূ আলোচনা হয়েছে বলেও জানান তিনি। অভিষেক দেবরায়

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ছাত্রদের আওয়াজ বদল আনবেই ঃ রাহুল

প্রয়াগরাজ, ৮ আগস্ট : দেশের দুর্নীতিগ্রস্ত ও ভঙ্গুর শিক্ষা ব্যবস্থার বিরুদ্ধে ছাত্ররা এবার সরব হয়েছে। তাদের এই আন্দোলনের আওয়াজই ভবিষ্যতে পরিবর্তন আনবে বলে মন্তব্য করলেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী। তিনি বলেন, ছাত্র ও যুব সমাজের অধিকার রক্ষার লড়াইয়ে তিনি সবসময় তাঁদের পাশে থাকবেন। প্রয়াগরাজের কেপি ইন্টার কলেজে আয়োজিত 'ছাত্রদের আওয়াজ' কর্মসূচিতে যোগ দিয়ে রাহুল গান্ধী বলেন, অনুষ্ঠানে উপস্থিত বিপুল সংখ্যক ছাত্রছাত্রীই প্রমাণ করছে যে দেশের তরুণ প্রজন্ম দুর্নীতি ও দুর্বল শিক্ষা ব্যবস্থার বিরুদ্ধে নিজেদের অবস্থান স্পষ্ট করেছে। রাহুল বলেন, আমরা ছাত্র ও যুবকদের আওয়াজ তুলে ধরছি। আপনাদের অধিকারের লড়াইয়ে আমি সবসময় দাঁড়িয়েছি এবং ভবিষ্যতেও দাঁড়িয়ে থাকব। উত্তরপ্রদেশের শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়েও সরব হন তিনি। তাঁর অভিযোগ, যোগী আদিত্যনাথ মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পর থেকে রাজ্যে একের পর এক প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনা ঘটেছে। চাইলে এমন

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

প্রয়াত গৌরী ভট্টাচার্য

আগরতলা, ৮ আগস্ট: প্রয়াত হলেন প্রবীণ সিপিআই(এম) নেত্রী, প্রাক্তন বিধায়ক এবং নারী অধিকার আন্দোলনের বিশিষ্ট কর্মী গৌরী ভট্টাচার্য্য। শনিবার বয়সজনিত অসুস্থতার কারণে ৯৫ বছর বয়সে তাঁর মৃত্যু হয়। তাঁর প্রয়াণে শোক ব্যক্ত করেছেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডঃ মানিক সাহা। এ ছাড়া শোক ব্যক্ত করেছেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার, বিরোধী দলনেতা জিতেন্দ্র চৌধুরী সহ বামপন্থী নেতা কর্মী রা। ত্রিপুরার বাম আন্দোলন ও নারী আন্দোলনের ক্ষেত্রে একটি দীর্ঘ ও গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ের অবসান হল। দীর্ঘ কয়েক দশক ধরে অল ইন্ডিয়া ডেমোক্রেটিক উইমেন্স অ্যাসোসিয়েশন- এর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন গৌরী ভট্টাচার্য্য। সংগঠনের বিভিন্ন আন্দোলন ও কর্মসূচিতে সক্রিয় ভূমিকা পালন করার পাশাপাশি নারী অধিকার ও সাধারণ মানুষের বিভিন্ন দাবিদাওয়ার আন্দোলনেও তিনি যুক্ত ছিলেন।

ত্রিপুরায় বাম আন্দোলনের প্রাথমিক পর্বের অন্যতম পরিচিত মুখ ছিলেন গৌরী ভট্টাচার্য্য। রাজ্যের অগ্রণী মহিলা বিধায়কদের মধ্যেও তিনি অন্যতম। ১৯৭৭ সালের বিধানসভা নির্বাচনে বরজলা কেন্দ্র থেকে

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

যুব কংগ্রেসের কর্মসূচিতে প্রশাসনের ঘিরে উত্তেজনা প্যারাডাইসে

নিরপেক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন তুললেন সুদীপ

আগরতলা, ৮ আগস্ট: আরক্ষা প্রশাসনের কাছ থেকে আগাম অনুমতি নেওয়ার পরও প্রদেশ যুব কংগ্রেসের কর্মসূচি বানচাল করার চেষ্টা করা হয়েছে। পুলিশের বিরুদ্ধে এমনটাই অভিযোগ তুলেছেন বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মণ। ওই ঘটনাকে কেন্দ্র করে প্যারাডাইস চৌমুহনী এলাকায় কংগ্রেস কর্মী-সমর্থকদের সঙ্গে পুলিশ ও প্রশাসনের আধিকারিকদের মধ্যে উত্তেজনা ছড়ায়।আজ উত্তরপ্রদেশের প্রয়াগরাজে কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধীর 'ছাত্র কি গুঞ্জ" কর্মসূচিতে বক্তব্য রাখার কথা ছিল। বিকেল ৫টা থেকে ছাত্রদের সঙ্গে সরাসরি মতবিনিময়ের পাশাপাশি পরীক্ষা ব্যবস্থার অনিয়ম, প্রশ্নপত্র ফাঁস, শিক্ষা ও চাকরির সমস্যা নিয়ে বক্তব্য রাখার কথা ছিল তাঁর। সেই বক্তব্য রাজ্যের বিভিন্ন এলাকায় এলইডি স্ক্রিনের মাধ্যমে সরাসরি প্রচারের উদ্যোগ নেয় প্রদেশ যুব কংগ্রেস।

আগরতলার প্যারাডাইস চৌমুহনী এলাকায় এলইডি স্ক্রিন বসানোর জন্য আগাম আরক্ষা প্রশাসনের কাছ থেকে অনুমতি নেওয়া হয়েছিল বলে দাবি যুব কংগ্রেসের। শনিবার সকালে শ্রমিকরা স্ক্রিন বসানোর কাজ শুরু করলে পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে বাধা দেয় বলে অভিযোগ। পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়, এর জন্য আগরতলা পুর নিগমের কাছ থেকেও অনুমতি নেওয়া প্রয়োজন।এ ঘটনায় ক্ষোভ প্রকাশ করেন যুব কংগ্রেস কর্মী-সমর্থকরা। তাঁদের দাবি, এর আগে শকুন্তলা রোড এলাকায় একই ধরনের কর্মসূচি করা হলেও পুর নিগমের কাছ থেকে আলাদা কোনও অনুমতি নিতে হয়নি। তাহলে এবার কেন পুর নিগমের অনুমতির প্রয়োজন হচ্ছে, তা

ভিলেজ কমিটি নির্বাচন

নির্বাচনী কৌশল ও রাজনৈতিক অবস্থান নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে ঃ মুখ্যমন্ত্রী

আগরতলা, ৮ আগস্ট: আসন্ন ত্রিপুরা ট্রাইবাল এরিয়া অটোনোমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল (টিটিএএডিসি)-এর ভিলেজ কমিটি নির্বাচনকে সামনে রেখে বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের সঙ্গে বৈঠকে দলের নির্বাচনী কৌশল ও রাজনৈতিক অবস্থান নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে বলে ইঙ্গিত দিলেন মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক (ড.) মানিক সাহা। তবে বৈঠকে কী সিদ্ধান্ত হয়েছে, তা এখনই প্রকাশ করতে রাজি হননি তিনি। দিল্লিতে বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের সঙ্গে বৈঠকে যোগ দেওয়ার পর শনিবার আগরতলায় সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে মুখ্যমন্ত্রী জানান, আসন্ন ভিলেজ কমিটি নির্বাচনকে কেন্দ্র করেই বৈঠকে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা হয়েছে। বৈঠকে বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি নীতিন নবীন, জাতীয় সংগঠন সাধারণ সম্পাদক বি.এল. সন্তোষ-সহ দলের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের অন্যান্য নেতারাও উপস্থিত ছিলেন। বৈঠকের বিষয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আগামী দিনে অনুষ্ঠিত হতে যাওয়া ভিলেজ কমিটি নির্বাচন নিয়ে আলোচনা হয়েছে। দলের কৌশলগত দিকনির্দেশনা কী হবে এবং আগামী দিনে রাজনৈতিক অবস্থান কোথায় থাকবে, সেই সমস্ত বিষয় নিয়েই আলোচনা হয়েছে বলে জানান তিনি।

তবে বৈঠকে গৃহীত সিদ্ধান্তের বিস্তারিত এখনই জানাতে চাননি মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, কয়েক

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জলে ডুবে শিশুর মৃত্যু শোকস্তব্ধ নিদয়া

আগরতলা, ৮ আগস্ট: পুকুরে স্নান করতে গিয়ে জলে ডুবে মর্মান্তিক মৃত্যু হল পাঁচ বছরের শিশু আঁখি রাই আক্তারের। ঘটনাটি ঘটেছে নিদয়া গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার কাচিগাং পাড়ায়। বর্তমানে শিশুটির মৃতদেহ কাঠালিয়া সামাজিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের মর্গে রাখা হয়েছে। জানা গেছে, মৃত শিশুর বাবা প্রয়াত জহির হোসেন। মা পারুল বেগম। প্রায় দুই বছর আগে স্বামীর মৃত্যুর পর দুই ছেলে ও এক মেয়েকে নিয়ে চরম আর্থিক কষ্টের মধ্যে সংসার চালিয়ে আসছিলেন পারুল বেগম। তিন সন্তানই ছোট হওয়ায় সংসার চালানোর পাশাপাশি সন্তানদের দেখভাল করাও ছিল তাঁর কাছে অত্যন্ত কঠিন।

পরিবার সূত্রে জানা যায়, প্রতিদিনের মতো ঘটনার দিনও জীবিকার তাগিদে অন্যের বাড়িতে কাজ করতে বেরিয়ে যান পারুল বেগম। সেই সময় তিন ভাইবোন একসঙ্গে বাড়ির পাশে একটি পুকুরে স্নান করতে যায়। পরে বড় দুই সন্তান বাড়িতে ফিরে এলেও আঁখি রাই আক্তার আর বাড়ি ফেরেনি। বড় দুই সন্তান প্রতিবেশীদের জানায়, আঁখি রাই পুকুর থেকে কোথায় চলে গেছে, তা তারা জানে না। এরপরই প্রতিবেশীরা পুকুরে নেমে তল্লাশি শুরু করেন। পাশাপাশি শিশুটির মাকেও খবর দেওয়া হয়। দীর্ঘক্ষণ খোঁজাখুঁজির পর পুকুরের জলের গভীর অংশ থেকে আঁখি রাই আক্তারের নিথর দেহ উদ্ধার করা হয়। তড়িঘড়ি শিশুটিকে নিদয়া প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

সোনামুড়ায় নেশাপাচারে বাধা দেওয়ায় যুবককে মারধর, মামলা

সোনামুড়া, ৮ আগস্ট: সীমান্ত এলাকায় মাদক পাচারে বাধা দেওয়া এবং বাংলাদেশে মাদক বাজেয়াপ্ত হওয়ার ঘটনাকে কেন্দ্র করে এক যুবকের উপর হামলার অভিযোগ উঠেছে। ঘটনাটি ঘটেছে সোনামুড়া থানাধীন সোনাপুর এলাকায়। আক্রান্ত যুবকের নাম রুবেল বলে জানা গেছে। আহত যুবকের অভিযোগ, সীমান্ত দিয়ে মাদক পাচারের ঘটনায় বাধা দেওয়াকে কেন্দ্র করে তাঁকে সুমন মিয়া, শাহজাম সহ আরও কয়েকজন ঘেরাও করে বেধড়ক মারধর করে। হামলায় রুবেল আহত হন। পাশাপাশি, বাংলাদেশে মাদক বাজেয়াপ্ত হওয়ার ঘটনাকেও কেন্দ্র করে এই হামলা হয়ে থাকতে পারে বলে পরিবারের পক্ষ থেকে অভিযোগ করা হয়েছে। ঘটনার পর রুবেলের

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

প্রকৃত ভোটারের নাম বাদ না পড়ে

ত্রিপুরায় বিদ্যুতের ঘাটতি নেই, তবুও পরিষেবায় দুর্ভোগ ঃ মানিক সরকার

আগরতলা, ৮ আগস্ট: ভোটার তালিকায় বিশেষ নির্বিড় সংশোধনী প্রক্রিয়া শুরু হওয়ার ঘোষণা হতেই সরব হলেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার। তাঁর দাবি, প্রকৃত ভোটারের নাম যেন বাদ না পড়ে। এদিকে, ত্রিপুরায় বিদ্যুতের কোন ঘাটতি নেই দাবি করে মানিকবাবুর অভিযোগ, পরিষেবার কারণেই মানুষের দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে। ত্রিপুরায় বিদ্যুতের কোনও ঘাটতি নেই। পূর্বতন বামফ্রন্ট সরকারের আমলে দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা ও উদ্যোগের ফলে ত্রিপুরা দেশের কয়েকটি বিদ্যুৎ-উদ্বৃত্ত রাজ্যের মধ্যে অন্যতম হয়ে উঠেছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয় বর্তমানে বিদ্যুৎ ক্ষেত্রে অব্যবস্থাপনার ফল ভোক্তাদের উপর চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে। আজ সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়েত্রিপুরার বিদ্যুৎ পরিস্থিতি নিয়ে রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করলেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা প্রাক্তন সিপিআই(এম) পলিটব্যুরো সদস্য মানিক সরকার। শনিবার আগরতলায় বিদ্যুৎ সমস্যা নিয়ে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মানিক সরকার বলেন, বিদ্যুৎ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কর্মসংস্থান, মানুষের ক্রয়ক্ষমতা এবং বেঁচে থাকার মৌলিক বিষয়গুলি বর্তমানে সাধারণ মানুষের কাছে বড় উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিদ্যুৎ ক্ষেত্রে অব্যবস্থাপনার ফল ভোক্তাদের উপর চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে বলেও অভিযোগ করেন তিনি। মানিক সরকারের দাবি, ত্রিপুরায় বিদ্যুতের কোনও ঘাটতি নেই। তাঁর বক্তব্য, পূর্বতন বামফ্রন্ট সরকারের আমলে দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা ও উদ্যোগের ফলে ত্রিপুরা দেশের কয়েকটি বিদ্যুৎ-উদ্বৃত্ত রাজ্যের মধ্যে অন্যতম হয়ে উঠেছিল। তাঁর অভিযোগ, বিদ্যুৎ পরিষেবার বিভিন্ন সমস্যা সমাধানে সরকার কার্যকর পদক্ষেপ নিতে ব্যর্থ হলেও তার খেসারত দিতে হচ্ছে সাধারণ গ্রাহকদের।

তিনি বলেন, ত্রিপুরায় উৎপাদিত বিদ্যুতের একটি অংশ উত্তর-পূর্বাঞ্চলের অন্যান্য রাজ্যেও সরবরাহ করা হচ্ছে। অথচ রাজ্যের অভ্যন্তরেই বিদ্যুৎ সরবরাহ ও পরিকাঠামো নিয়ে একাধিক সমস্যা দেখা দিচ্ছে। বিশেষ করে বিদ্যুৎ বণ্টন ব্যবস্থা শক্তিশালী করা, খুঁটি ও বিদ্যুৎ লাইন স্থাপন এবং সেগুলির নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণে কেন যথাযথ গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে না, তা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন তিনি। মানিক সরকার জানান, বিদ্যুৎ গ্রাহকদের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিদ্যুৎ দপ্তরের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে উচ্চপর্যায়ের বৈঠক পর্যালোচনায় সড়ক সংস্কার ও আগরতলা স্মার্ট সিটির কাজ

আগরতলা, ৮ আগস্ট: রাজ্যের বিদ্যুৎ দপ্তর সংক্রান্ত বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে শনিবার এক উচ্চ পর্যায়ের বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক(ডা.) মানিক সাহার পৌরোহিত্যে বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন বিদ্যুৎমন্ত্রী রতন লাল নাথ, অর্থমন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহ রায়, মুখ্যসচিব জিতেন্দ্র কুমার সিনহা-সহ রাজ্য সরকার এবং ত্রিপুরা স্টেট ইলেকট্রিসিটি কর্পোরেশন লিমিটেড-এর ঊর্ধতন আধিকারিকরা। বৈঠকে বিদ্যুৎ দপ্তরের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা ও পর্যালোচনা করা হয়েছে। বিশেষ করে, বিদ্যুৎ বিল নিয়ে রাজ্যে যে অস্থিরতা

চলছে, আলোচনায় তা গুরুত্ব পেয়েছে। পাশাপাশি আগরতলা স্মার্ট সিটি প্রকল্পের আওতায় চলমান বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজের অগ্রগতিও খতিয়ে দেখা হয়। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কাজগুলি সম্পন্ন করার পাশাপাশি প্রকল্পগুলির গুণগত মান বজায়

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

CMYK

CMYK

Page 1.pmd 1 09-08-2026, 01:01

জাগরণ
আগরতলা ৯ আগস্ট, ২০২৬ ইং
২৩ শ্রাবণ, রবিবার, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ

বাড়িতেছে আত্মহত্যার প্রবণতা

২০২৫ সালে রেকর্ড ৫৯ জন সিআরপিএফ জওয়ানের আত্মহত্যার ঘটনা ঘটিয়াছে, যাহা বিগত ৫ বছরের মধ্যে সর্বোচ্চ।সম্প্রতি প্রকাশিত পরিসংখ্যান অনুযায়ী, কেন্দ্রীয় সংরক্ষিত পুলিশ বলের সদস্যদের মধ্যে আত্মহত্যার সংখ্যা উদ্বেগজনকভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে। আত্মঘাতী সদস্যদের মধ্যে ৮০- শতাংশ ৮৪ শতাংশ -এর বেশি ছিলেন কনস্টেবল ও হেড কনস্টেবল নন-গেজেটেড পদমর্যাদার কর্মী।২০২১ থেকে ২০২৫-এর মধ্যে ঘটিয়া যাওয়া অধিকাংশ আত্মহত্যার ঘটনা প্রায় ৭৭ জওয়ানদের অন-ডিউটি থাকা অবস্থায় ঘটিয়াছে। পারিবারিক ও ব্যক্তিগত জীবনসংক্রান্ত জটিলতা ও মানসিক চাপ এসব আত্মহত্যার অন্যতম কারণ হিসাবে চিহ্নিত হইয়াছে।টানা কঠিন ডিউটি, ছুটি না পাওয়া এবং পরিবারের থেকে দীর্ঘকাল দূরে থাকা আত্মহত্যার কারণ বলেও জানা গেছে।

আধাসামরিক বাহিনীতে কর্তব্যরত জওয়ানদের আত্মহত্যার ঘটনা নিয়া নতুন করিয়া উদ্বেগ তৈরি

হইয়াছে। সাম্প্রতিক একটি রিপোর্টে উঠিয়া আসিয়াছে, গত কয়েক বছরের মধ্যে ২০২৫ সালেই সিআরপিএফে আত্মঘাতী জওয়ানের সংখ্যা সর্বোচ্চ ছিল। ওই বছরে মোট ৫৯ জন সিআরপিএফ জওয়ান আত্মহত্যা করেন। আরও উদ্বেগের বিষয়, আত্মঘাতী জওয়ানদের ৮০ শতাংশেরও বেশি ছিলেন কনস্টেবল পদমর্যাদার। প্রায় ৩.২৫ লক্ষ সদস্যের এই বাহিনী দেশের অন্যতম প্রধান অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা বাহিনী। ফলে বাহিনীর সদস্যদের মানসিক স্বাস্থ্যের এই পরিস্থিতি নিরাপত্তা ব্যবস্থার পাশাপাশি প্রশাসনের কাছেও বড় চিন্তার কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে।পরিসংখ্যান বলিতেছে, ২০২১ থেকে ২০২৫ সালের মধ্যে সিআরপিএফে মোট ২৬২ জন জওয়ান আত্মহত্যা করিয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে ২০২ জন, অর্থাৎ ৭৭ শতাংশেরও বেশি, কর্তব্যরত অবস্থাতেই এই চরম সিদ্ধান্ত নিয়াছিলেন। বাকিরা ছুটিতে থাকার সময় আত্মহত্যা করেন। বছরভিত্তিক হিসাবেও পরিস্থিতির ওঠানামা স্পষ্ট। ২০২১ সালে ৫৭ জন, ২০২২ সালে ৪৩ জন, ২০২৩ সালে ৫৭ জন এবং ২০২৪ সালে ৪৬ জন জওয়ান আত্মহত্যা করেন। এরপর ২০২৫ সালে সেই সংখ্যা বাড়িয়া দাঁড়ায় ৫৯-এ। অর্থাৎ পাঁচ বছরের হিসাবেই গত বছর আত্মহত্যার ঘটনা সবচেয়ে বেশি হইয়াছে।

রিপোর্টে আরও জানানো হইয়াছে, ২০২৬ সালের জুলাই পর্যন্ত এই সংখ্যা বাড়িয়া মোট ২৮১ হইয়াছে। চলতি বছরে ওই সময়সীমার মধ্যে ১৯ জন জওয়ান আত্মহত্যা করিয়াছেন। ২০২১ সাল থেকে ২০২৬ সালের জুলাই পর্যন্ত আত্মহত্যা করা ২৮১ জনের মধ্যে ২৩৭ জনই নন-গেজেটেড পদমর্যাদার কর্মী। এই পরিসংখ্যান থেকে বাহিনীর নিচুতলার কর্মীদের উপর থাকা চাপের বিষয়টিও সামনে আসিয়াছে। দায়িত্বের কঠোরতা, দীর্ঘ সময় বাড়ি থেকে দূরে থাকা, কর্মক্ষেত্রের চাপ এবং ব্যক্তিগত জীবনের নানা সমস্যা মিলাইয়া অনেক জওয়ানকে কঠিন পরিস্থিতির মধ্যে দিয়া যাইতে হয় বলিয়া মনে করিতেছেন সংশ্লিষ্টরা।আত্মহত্যার ঘটনাগুলির পেছনে পারিবারিক ও ঘরোয়া সমস্যাকে অন্যতম প্রধান কারণ হিসেবে চিহ্নিত করা হইয়াছে। এর সঙ্গে যুক্ত হইতেছে দায়িত্বের চাপ এবং বাহিনীর কঠোর নিয়মকানুন। দীর্ঘদিন ধরিয়া এমন পরিস্থিতির মধ্যে কাজ করিতে গিয়া জওয়ানদের মানসিক স্বাস্থ্যের উপর তাহার প্রভাব পড়িতেছে। রিপোর্টে আত্মহত্যার বিভিন্ন পদ্ধতির কথাও উল্লেখ করা হইয়াছে। ২৮১টি ঘটনার মধ্যে ১২৮ জন গলায় দড়ি দিয়া এবং ১১৮ জন আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার করিয়া আত্মহত্যা করেন। ১২টি ক্ষেত্রে বিষ খাওয়ার ঘটনা ঘটিয়াছে। এ ছাড়াও ট্রেনে ঝাঁপ দেওয়া এবং হাতের শিরা কাটিয়া আত্মহত্যার ঘটনাও নথিভুক্ত হইয়াছে।

‘ভোপাল ঘোষণাপত্র’ গ্রহণের মধ্য দিয়ে শেষ ব্রিকস সাংস্কৃতিক সম্মেলন

ভোপাল, ৮ আগস্ট (আইএএনএস): অংশগ্রহণকারী দেশগুলির সংস্কৃতিমন্ত্রীদের উপস্থিতিতে শনিবার ‘ভোপাল ঘোষণাপত্র’ গ্রহণের মধ্য দিয়ে চার দিনব্যাপী ব্রিকস সাংস্কৃতিক সম্মেলন-২০২৬ শেষ হয়েছে। ঘোষণাপত্রে ব্রিকস সদস্য ও সহযোগী দেশগুলির শিল্পীদের জন্য আরও সুযোগ তৈরি এবং চুরি বা বেআইনি উপায়ে বিদেশে চলে যাওয়া সাংস্কৃতিক সম্পদ পুনরুদ্ধারের উদ্যোগকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

কেন্দ্রীয় সংস্কৃতিমন্ত্রী গজেন্দ্র সিং শেখাওয়াত সাংবাদিকদের জানান, তিন দিনের আলোচনা শেষে ‘ভোপাল ঘোষণাপত্র’ গৃহীত হয়েছে। ‘স্থিতিস্থাপকতা, উদ্ভাবন ও স্থায়িত্ব’ থিমে অনুষ্ঠিত ব্রিকস দেশগুলির সংস্কৃতি বিষয়ক ১১তম বৈঠকে ১৪টি দেশের ৫৫ জন প্রতিনিধি অংশ নেন।

প্রথমবারের মতো সাংস্কৃতিক সহযোগিতার ক্ষেত্রে সময়সীমাবদ্ধ লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে এবং সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য নিয়ে একটি অভিন্ন রোডম্যাপ তৈরি করা হয়েছে। ঘোষণাপত্রে ডিজিটাল উপাদানের পাশাপাশি সাংস্কৃতিক সম্পদ ফিরিয়ে আনার জন্য নির্দিষ্ট উদ্যোগও রাখা হয়েছে। ভারতের ব্রিকস সভাপতিত্বের মূল ভাবনা ‘স্থিতিস্থাপকতা, উদ্ভাবন, সহযোগিতা ও স্থায়িত্বের জন্য নির্মাণ’-এর সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে সংস্কৃতি বিষয়ক আলোচনায় বাস্তবভিত্তিক উদ্যোগ, প্রাতিষ্ঠানিক সহযোগিতা এবং দীর্ঘমেয়াদি সমন্বয়ের উপর জোর দেওয়া হয়। ব্রিকসের সাংস্কৃতিক সহযোগিতার প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো আরও শক্তিশালী করাই ‘ভোপাল ঘোষণাপত্র’-এর অন্যতম লক্ষ্য।

সাংস্কৃতিক ও সৃজনশীল শিল্প এবং সৃজনশীল অর্থনীতিতে সহযোগিতা বাড়ানোর বিষয়টিকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে পদ্ধতি ও অভিজ্ঞতা বিনিময়, স্রষ্টাদের সহায়তা, পেশাগত নেটওয়ার্ক তৈরি এবং ডিজিটাল প্রযুক্তির মাধ্যমে বাজারে আরও বেশি সুযোগ তৈরি করার বিষয় রয়েছে।

ইউনেস্কোর বহুজাতিক মনোনয়ন প্রক্রিয়ার আওতায় অভিন্ন সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সংরক্ষণেও সহযোগিতা বাড়ানোর কথা বলা হয়েছে। সাংস্কৃতিক সম্পদের উৎস অনুসন্ধান, পুনরুদ্ধার এবং নিজ দেশে ফিরিয়ে দেওয়াকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। এর জন্য কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা-ভিত্তিক ট্র্যাকিং প্রযুক্তি ব্যবহারের সম্ভাবনাও খতিয়ে দেখা হবে।

ঐতিহ্যবাহী জ্ঞান ব্যবস্থা এবং প্রথাগত সাংস্কৃতিক অভিব্যক্তি সংরক্ষণকেও ঘোষণাপত্রে গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। নথিভিত্তিক ঐতিহ্য সংরক্ষণ, ডিজিটাইজেশন এবং সংরক্ষণ পদ্ধতি নিয়ে জাদুঘর, গ্রন্থাগার ও আর্কাইভগুলির মধ্যে সহযোগিতা বাড়ানোর প্রস্তাব রয়েছে। কপিরাইট সুরক্ষিত সৃষ্টিকর্ম কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ব্যবস্থায় ব্যবহারের ক্ষেত্রে স্রষ্টাদের অধিকার, স্বচ্ছতা এবং ন্যায্য পারিশ্রমিক নিশ্চিত করার উপরও জোর দেওয়া হয়েছে।

সম্মেলনে ভারত একটি পাইলট ‘ভলান্টারি আর্টিস্ট রেজিস্ট্রি’ চালুর ঘোষণা করেছে। এর মাধ্যমে ব্রিকস দেশগুলির শিল্পী ও সৃজনশীল পেশাদারদের মধ্যে সাংস্কৃতিক বিনিময়, পেশাগত যোগাযোগ এবং নতুন কাজের সুযোগ তৈরি করা হবে। এই রেজিস্ট্রি প্রতিভাবান শিল্পীদের সংযুক্ত করার পাশাপাশি মানুষে-মানুষে যোগাযোগ আরও শক্তিশালী করতে সাহায্য করবে।

সংস্কৃতি বিষয়ক আলোচনার পাশাপাশি মন্ত্রী ও সচিব পর্যায়ে একাধিক দ্বিপাক্ষিক বৈঠকও অনুষ্ঠিত হয়। এর মাধ্যমে বহুপাক্ষিক আলোচনার পাশাপাশি বিভিন্ন দেশের পারস্পরিক স্বার্থসংশ্লিষ্ট নির্দিষ্ট ক্ষেত্রগুলিতে সহযোগিতা এগিয়ে নেওয়ার সুযোগ তৈরি হয়।

মন্ত্রী পর্যায়ের বৈঠকের আগে তিনটি কালচার ওয়ার্কিং গ্রুপের বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। প্রথমটি ২৯-৩০ এপ্রিল ভার্চুয়াল মাধ্যমে, দ্বিতীয়টি ৪-৫ জুন বারাণসীতে এবং তৃতীয়টি ৫-৬ আগস্ট ভোপালে অনুষ্ঠিত হয়।

ব্রিকসের অংশগ্রহণকারী দেশগুলির মধ্যে ছিল ব্রাজিল, চিন, মিশর (অনলাইনে), ইথিওপিয়া, ভারত, ইন্দোনেশিয়া, ইরান, রাশিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা এবং সংযুক্ত আরব আমিরশাহি। সহযোগী দেশ হিসেবে অংশ নেয় বেলারুশ, কিউবা, কাজাখস্তান এবং থাইল্যান্ড। ইন্দোনেশিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা এবং সংযুক্ত আরব আমিরশাহির সংস্কৃতিমন্ত্রীরা সশরীরে সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন।

বিকশিত ভারতের ভবিষ্যৎ “হস্তচালিত তাঁতশিল্প”

শ্রী গিরিরাজ সিং

কেবলমাত্র প্রযুক্তিকে ভিত্তি করেই একটি উন্নত দেশ গড়ে ওঠতেপারে না। দীর্ঘস্থায়ী শক্তি ও সক্ষমতাকে ভবিষ্যতের প্রবৃদ্ধির চালিকাশক্তিতে রূপান্তর করার ক্ষমতার মধ্যদিয়েইএটাগড়ে ওঠে। “বিকশিত ভারত ২০৪৭”-এর লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যাওয়ার পথে আমরা অত্যাধুনিক প্রযুক্তিতে বিনিয়োগ করছি, উৎপাদন খাতকে শক্তিশালী করছি এবং বিশ্ববাজারে প্রতিযোগিতায় সক্ষম শিল্প গড়ে তুলছি। তবুও, আমাদের অন্যতম প্রধান একটি শক্তি সবসময়ই আমাদের সাথে রয়েছে- আর তা হলো আমাদের হস্তচালিত তাঁত বা হ্যান্ডলুমের ঐতিহ্য। ৭ আগস্টদিনটিকেভারত যখন দ্বাদশ জাতীয় হস্তচালিত তাঁত দিবস হিসেবেপালন করতে যাচ্ছে, তখন এমন একটি বিশ্বের প্রেক্ষাপটে এই খাতটিকে একটি কৌশলগত ক্ষেত্র হিসেবে বিবেচনা করার সময় এসেছে- যে বিশ্ব স্থায়িত্ব, মৌলিকতা এবং শক্তিশালী সরবরাহ ব্যবস্থাকেগুরুত্ব দেয়।

প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর “বিকশিত ভারত ২০৪৭”-এর রূপকল্পটি সমৃদ্ধি, আত্মনির্ভরশীলতা, সর্বজনীন অন্তর্ভুক্তি এবং সাংস্কৃতিক আত্মবিশ্বাসের ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। ঐতিহ্য ও উদ্ভাবনের মেলবন্ধন ঘটিয়ে এবং একই সাথে নারী-নেতৃত্বাধীন উন্নয়ন, গ্রামীণ উদ্যোক্তা সৃষ্টি, জীবিকা নির্বাহ ও বিশ্ববাজারে প্রতিযোগিতার সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে হস্তচালিত তাঁত শিল্প এই রূপকল্পকেই মূর্ত করে তোলে। যেমন রামচরিতমানস আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয়, ‘সৌরজাধিরাজতেহিরথাচক। সত্যসীলদ্রিধবজ পাতক। বলবিবেকদমপাড়াহিতঘোর। চমকৃপাসমতারাজুজোরে’ বিজয় রথের ভাষণে ভগবান রাম শিক্ষা দেন যে, স্থায়ী বিজয় শক্তির উপর নয়, বরং মূল্যবোধের উপর নির্মিত হয়। সেই মূল্যবোধগুলোই শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে ভারতের তাঁতশিল্পের ঐতিহ্যকে টিকিয়ে রেখেছে। প্রতিটি হাতে বোনা বস্ত্র ঐতিহ্যকে রক্ষা করার সাহস, প্রতিটি সুতোকে নিখুঁত করার ধৈর্য, সৎ কারুশিল্পের অখণ্ডতা এবং প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে সঞ্চারিত প্রজ্ঞাকে প্রতিফলিত করে। এই কারণেই তাঁতশিল্প কেবল একটি কারুশিল্প নয়, বরং ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সভ্যতার শক্তি। সিন্ধু উপত্যকা সভ্যতা, যেখানে প্রথম তুলার চাষ ও বস্ত্রশিল্পের সূচনা হয়েছিল, সেখান থেকে শুরু করে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত, যখন ভারতীয় বস্ত্র বিশ্ব বাণিজ্যে আধিপত্য বিস্তার করেছিল, ভারত বস্ত্রশিল্পের উৎকর্ষে বিশ্বব্যাপী মানদণ্ড স্থাপন করেছিল। বাংলার কিংবদন্তিতুল্য মসলিন, যা এতটাই সূক্ষ্ম যে ২৫ মিটার দৈর্ঘ্যের একটি কাপড় আংটির মধ্যে দিয়ে চলে যেত, তার সাথে বেনারসি সিল্ক, কাঞ্চিপুরম বুনন, পোচামপল্লী ইকাত এবং অগণিত আঞ্চলিক ঐতিহ্য ভারতকে বিশ্বব্যাপী প্রশংসা এনে দিয়েছে। আজ, যখন বিশ্ব খাঁটি, সুস্থায়ী এবং হস্তনির্মিত পণ্যের দিকে ঝুঁকছে, তখন আমাদের সামনে সেই নেতৃত্ব পুনরুদ্ধারের একটি ঐতিহাসিক সুযোগ রয়েছে। আমাদের পরবর্তী তাঁত বিপ্লবের মাধ্যমে শুধু বস্ত্রই নয়, বরং কারুশিল্প, ঐতিহ্য, উদ্ভাবন এবং আস্থা রপ্তানি করতে হবে, যা প্রতিটি হাতে বোনা পণ্যকে ব্র্যান্ডইন্ডিয়ারদূত করে তুলবে। হ্যান্ডলুম বা হস্তচালিত তাঁত শিল্প ভারতের বৃহত্তম কুটির শিল্প, যা ৩৫ লক্ষেরও বেশি তাঁতি ও সংশ্লিষ্ট কর্মীদের জীবিকা নির্বাহে সহায়তা করে। এদের মধ্যে প্রায় ৭২ শতাংশই নারী। গত এক দশকে সরকার “কাঁচামাল সরবরাহ প্রকল্প”, ৭৯৭টি হ্যান্ডলুম ক্লাস্টার, ১.২৪ লক্ষেরও বেশি উন্নত মানের তাঁত যন্ত্র, প্রায় ৯৭, ০০০ কারিগরের দক্ষতা উন্নয়ন এবং “প্রডিউসার কোম্পানি”, জিআইট্যাগযুক্ত পণ্য, “হ্যান্ডলুম মার্ক”, “ইন্ডিয়া হ্যান্ডমেড” সার্টিফিকেশন, ”আরবান হাট” ও “ডিজাইন রিসোর্স সেন্টার”-এর মতো বিভিন্ন উদ্যোগের মাধ্যমে এই খাতকে শক্তিশালী করেছে। বর্তমানে ২৯টি “তাঁতি সেবা কেন্দ্র” প্রশিক্ষণ, দক্ষতা বৃদ্ধি, নকশা উন্নয়ন, কাঁচামাল সহায়তা এবং বাজার সংযোগের মাধ্যমে সামগ্রিক সহায়তা প্রদান করছে।পাশাপাশি ১১টি “ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ হ্যান্ডলুম টেকনোলজি”-কে শক্তিশালী করা হচ্ছে যাতে উন্নত প্রশিক্ষণ প্রদান এবং বিশেষায়িত ও উচ্চ-মূল্যের হ্যান্ডলুম পণ্য তৈরি করা সম্ভব হয়। এই উদ্যোগগুলো হ্যান্ডলুম শিল্পকে কেবল একটি কল্যাণমূলক কার্যক্রম হিসেবে দেখার দৃষ্টিভঙ্গি থেকে সরিয়ে বিশ্ববাজারে প্রতিযোগিতায় সক্ষম একটি সৃজনশীল শিল্প হিসেবে গড়ে তোলার পথে একটি নতুন মোড় নির্দেশ করে। আসন্ন “জাতীয় হ্যান্ডলুম ও হস্তশিল্প কর্মসূচি” ৫০০টিরও বেশি জেলার ১, ৮০০টি ক্লাস্টারকে শক্তিশালী করবে, ৬৫ লক্ষ তাঁতি ও কারিগরকে উপকৃত করবে এবং “হ্যান্ডমেড ইন ইন্ডিয়া”-কে একটি বিশ্বস্বীকৃতব্র্যান্ড হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করবে।

উদ্ভাবন সবসময়ই ভারতের হস্তচালিত তাঁত শিল্পের যাত্রাপথের অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে রয়েছে। মহাত্মা গান্ধীর উদ্ভাবিত “অম্বার চরকা” সুতা কাটার প্রক্রিয়াকে সহজ, দ্রুত ও অধিকতর দক্ষ করে তুলেছিল এবং আত্মনির্ভরশীলতার লক্ষ্যকে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। অতি সম্প্রতি, আসামের“মৈনা লুম” এবং শিবসাগরে উদ্ভাবিত “চিত্তরঞ্জন হ্যান্ডলুম” প্রমাণ করেছে যে, তাঁতের উন্নত নকশা কীভাবে বয়ন প্রক্রিয়াকে সহজ ও অধিক উৎপাদনশীল করে তুলতে পারে। এই ঐতিহ্যকে ভিত্তি করে, ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি-র সহযোগিতায় প্রতিষ্ঠিত “সেন্টার অফ এক্সিলেন্স ফর হ্যান্ডলুম টেকনোলজি” এমন সব তাঁত তৈরি করছে যা ওজনে হালকা, অধিক মজবুত এবং ব্যবহারে সহজ।এগুলি শারীরিক পরিশ্রম কমায় এবং উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করে- যার ফলে বিশেষভাবে সক্ষম ব্যক্তিরাও উপকৃত হন। এই কেন্দ্রের অধীনে “হ্যান্ডলুম ৪.০” উদ্যোগটি ডিজিটাল সরঞ্জাম ও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ব্যবহার করে উৎপাদনশীলতা, গুণমান ও রক্ষণাবেক্ষণ প্রক্রিয়া পর্যবেক্ষণ করছে। বিভিন্ন রাজ্যে সম্প্রসারণের আগে বর্তমানে ১০০টি তাঁতের ওপর এর পরীক্ষামূলক প্রয়োগচালানো হচ্ছে। প্রযুক্তির লক্ষ্য হওয়া উচিত কারিগরকে ক্ষমতায়িত করা, তাঁদের প্রতিস্থাপন করা নয়। “ভিসিওনেক্সট’ -এর মতো প্ল্যাটফর্মগুলি চাহিদা সম্পর্কে পূর্বাভাস দিতে, নকশার চাহিদাকে শনাক্ত করতে, আসল হস্তচালিততাঁতজাত পণ্যের সত্যতা যাচাই করতে এবং তাঁতিদের সরাসরি বিশ্ববাজারের সাথে সংযুক্ত করতে সহায়তা করতে পারে। একই সাথে, প্রিমিয়াম সিল্ক, প্রাকৃতিক তন্তু, পরিবেশ-বান্ধব (সুস্থায়ী) তন্তু এবং উদ্ভাবনী মিশ্রণের মাধ্যমে পণ্যের বৈচিত্র্য আনয়ন উচ্চ-মূল্যের পণ্য তৈরি ও নতুন বাজার উন্মোচনের সুযোগ করে দিতে পারে। উন্নত ব্র্যান্ডিং, মূল্য সংযোজন এবং সরাসরি বাজার-সংযোগের সাথে এই উদ্ভাবনগুলোর সমন্বয় তাঁতিদের আয় উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি করতে পারে। আমাদের লক্ষ্য হলো প্রতিটি তাঁতিকে এমন আয় অর্জনে সক্ষম করে তোলা যা সম্মানজনক ও আকাঙ্ক্ষা পূরণের উপযোগী- যার আওতায় আগামী বছরগুলোতে মাসে ৫০,০০০ টাকা আয়ের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে।

হস্তচালিততাঁতশিল্পের ভবিষ্যৎ বাজারের উপর যতটা নির্ভর করে, মানসিকতার উপরও ততটাই নির্ভর করে। আমাদের তাঁতিরা কেবলই কর্মী নন। তাঁরা উদ্যোক্তা, উদ্ভাবক এবং মূল্য সৃষ্টিকারী। তাঁদেরকে ব্র্যান্ড তৈরি করতে, মূল্য শৃঙ্খলে উপরের দিকে উঠতে এবং বিশ্ব বাজারে পৌঁছাতে সক্ষম করার মাধ্যমে আমরা হস্তচালিত তাঁতশিল্পকে ভারতের অন্যতম গতিশীল সৃজনশীল শিল্পে রূপান্তরিত করতে পারি। এটি ভারতের তরুণদের প্রতিও একটি আহ্বান, যেন তারা ঐতিহ্য ও প্রযুক্তি, সৃজনশীলতা ও উদ্যোগকে একত্রিত করে হস্তচালিত তাঁতশিল্পের পরবর্তী অধ্যায়কে রূপ দেয়। জাতীয় হস্তচালিত তাঁত দিবসে, আসুন আমরা আমাদের তাঁতিদের কেবল আমাদের ঐতিহ্যের রক্ষক হিসেবেই নয়, বরং ভারতের অগ্রগতির স্থপতি হিসেবেও উদযাপন করি। এবং আসুন আমরা হস্তচালিত তাঁতকে আমাদের দৈনন্দিন জীবনের অংশ করে তুলি। আমাদের কেনা ও পরিধান করা প্রতিটি হস্তচালিত তাঁতের পণ্য একজন তাঁতির জীবিকাকে শক্তিশালী করে, একটি চিরন্তন ঐতিহ্যকে রক্ষা করে এবং ভারতের গল্পকে বিশ্বের কাছে পৌঁছে দেয়। হস্তচালিত তাঁত বেছে নেওয়ার মাধ্যমে, আমরা কেবল আমাদের ঐতিহ্যকেই পরিধান করি না - আমরা বিকশিত ভারতের ভবিষ্যৎ বুনতেও সাহায্য করি।

(লেখক কেন্দ্রীয় বস্ত্র মন্ত্রী। প্রকাশিত মতামত ব্যক্তিগত।)

বিকশিত ভারত ২০৪৭: বিশ্বমানের চিকিৎসা সরঞ্জামের বৈশ্বিক বাজারে নেতৃত্বের লক্ষ্যে ভারতের মেডটেকের অগ্রযাত্রা

মনোজ জোশী

রোগ নির্ণয়ের পূর্বাভাস থেকে শুরু করে রোগ নির্ণয়, নিরাপদ প্রসব থেকে জটিল মস্তিষ্ক ও হৃদযন্ত্রের বাইপাস অস্ত্রোপচার, সাধারণ হাড় ভাঙা থেকে জটিল হাঁটু প্রতিস্থাপনবিশ্বজুড়ে মেডিকেল টেকনোলজি (মেডটেক) শিল্পের অগ্রগতি চিকিৎসা পরিষেবাকে নতুন উচ্চতায় পৌঁছে দিয়েছে। এর ফলে অসংখ্য মানুষের প্রাণ রক্ষা করা সম্ভব হয়েছে এবং জীবনযাত্রার মান উন্নত হয়েছে। শুশ্রুতের দেশ ভারতেও মেডটেককে একটি কৌশলগত খাত হিসেবে বিবেচনা করা হয় এবং এর বিকাশে ভারত সরকার বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে বিনিয়োগ করছে। নীতিগত সহায়তা, উৎপাদন ব্যয়ে প্রতিযোগিতামূলক সুবিধা এবং ক্রমবর্ধমান মূলধন বিনিয়োগের ফলে বর্তমানে ভারতের মেডটেক শিল্পের বাজারমূল্য প্রায় ১৬—২০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার, যার মধ্যে ৪ বিলিয়ন মার্কিন ডলার রপ্তানি থেকে আসে। বিভিন্ন চিকিৎসা সামগ্রী থেকে শুরু করে অত্যাধুনিক চিকিৎসা সরঞ্জামের উল্লেখযোগ্য অংশ এখন দেশেই উৎপাদিত হচ্ছে। ২০১৯—২০ অর্থবছরে যেখানে দেশীয় উৎপাদনের মূল্য ছিল প্রায় ৩৯, ০০০ কোটি টাকা, সেখানে ২০২৫---২৬ অর্থবছরে তা বেড়ে ৮০,০০০ কোটিরও বেশি হয়েছে। ভারতের মেডটেক খাতে দীর্ঘদিন ধরেই যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপের বহুজাতিক সংস্থাগুলির উপস্থিতি রয়েছে, যারা ইমেজিং ও ডায়াগনস্টিক যন্ত্রপাতি উৎপাদন করে আসছে। গত এক দশকে ভারতীয় সংস্থাগুলিও রেডিও-ডায়াগনস্টিক এবং রেডিওথেরাপি সরঞ্জাম উৎপাদনে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি করেছে। পাশাপাশি, এই শিল্পের বিস্তার এখন শুধু বড় শহরেই সীমাবদ্ধ নয়; দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্তরের (টিয়ার-২ ও টিয়ার-৩) শহরগুলিতেও দ্রুত সম্প্রসারিত হচ্ছে।

চিকিৎসা সরঞ্জাম, হাসপাতাল, ক্লিনিক এবং ডায়াগনস্টিক ল্যাবগুলির জন্য মূলধনী বিনিয়োগের পাশাপাশি পরিচালন ব্যয়েরও অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। দেশে উৎপাদিত চিকিৎসা সরঞ্জামের অভ্যন্তরীণ চাহিদার অংশ ২০২২ সালে ২০ শতাংশ থেকে বেড়ে ২০২৫ সালে ৪৫ শতাংশে পৌঁছেছে, যা বছরে ৪০ শতাংশেরও বেশি হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। এই শিল্পের সম্ভাবনা অত্যন্ত উজ্জ্বল। ২০৩০ অর্থবর্ষের মধ্যে এর বাজারমূল্য ৩০ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে পৌঁছতে পারে এবং ২০৪৭ সালের মধ্যে বিশ্ব রপ্তানি বাজারের ১০---১২ শতাংশ অংশীদারিত্ব অর্জনের লক্ষ্য রয়েছে। সরকার আমদানিনির্ভর চিকিৎসা সরঞ্জামের ক্ষেত্রে দেশীয় সংস্থাগুলিকে উৎপাদনে উৎসাহিত করছে। মেডিক্যাল ডিভাইসের জন্য প্রোডাকশন লিঙ্কড ইনসেনটিভ প্রকল্পের আওতায় ইতিমধ্যে ২৭টি গ্রিনফিল্ড প্রকল্প চালু হয়েছে এবং ৫৫টিরও বেশি পণ্য দেশে উৎপাদিত হচ্ছে। এছাড়া, মেডিক্যাল ডিভাইস পার্ক প্রকল্পের আওতায় উত্তরপ্রদেশের গ্রেটার নয়ডা, মধ্যপ্রদেশের উজ্জয়িনী এবং তামিলনাড়ুর কাঞ্চিপুরমে গড়ে ওঠা তিনটি মেডিক্যাল ডিভাইস পার্ক ২০২৭ সালের শুরুর দিকে সম্পূর্ণভাবে চালু হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

ফার্মাসিউটিক্যালস বিভাগ, দেশীয় উৎপাদন ও গবেষণা-উন্নয়নে অতিরিক্ত সহায়তা দিয়ে ৮---১০টি উচ্চমূল্যের চিকিৎসা সরঞ্জাম দ্রুত উন্নয়নের প্রস্তাব দিয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে এমআরআই সিস্টেম ও এর বিভিন্ন উপাদান, পেসমেকার, কন্টিনিউয়াস গ্লুকোজ মনিটরিং ডিভাইস এবং অত্যাধুনিক আল্ট্রাসাউন্ড মেশিন। পিএলআই -এর আওতায় অনুমোদিত বহুজাতিক ও ভারতীয় কোম্পানিগুলোর প্রধান পণ্যসমূহ

কোম্পানি	সামগ্রী
এনভিশন সাইন্টিফিক প্রাইভেট লিমিটেড	স্টেন্ট, পিটিসিএ (PTCA) বেলুন ক্যাথেটার
জিই বিই প্রাইভেট লিমিটেড	পিইটি (PET) ডিটেক্টর
নিপ্রো ইন্ডিয়া কর্পোরেশন প্রাইভেট লিমিটেড	ডায়ালাইজার
ওমরন হেলথকেয়ার ম্যানুফ্যাকচারিং ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড	স্বয়ংক্রিয় ব্লাডপ্রেশার মাপার যন্ত্র
ফিলিপস গ্লোবাল বিজনেস সার্ভিসেস এলএলপি	এমআরআই কয়েল
সিমেন্স হেলথকেয়ার প্রাইভেট লিমিটেড	সিটি স্ক্যান এবং এমআরআই
ভারেক্স ইমেজিং ম্যানুফ্যাকচারিং ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড	ডিজিটাল এক্স-রে ফ্ল্যাট প্যানেল ডিটেক্টর

কোম্পানি	মূল সামগ্রী	প্রাথমিক উৎপাদন কারখানা
মেরিল লাইফ সায়েন্সেস	হার্ট ভালভ, স্টেন্ট, অর্থোপেডিক্স, আইভিডি (IVD)	ভাপি, গুজরাট
পলি মেডিকিওর লিমিটেড	আইভি ক্যানুলা, ইনফিউশন থেরাপি, ডায়ালাইসিস	ফরিদাবাদ, হরিয়ানা
ট্রান্সএশিয়া বায়ো-মেডিকেলস	ক্লিনিক্যাল কেমিস্ট্রি, হেমাটোলজি, আইভিডি এনালাইজার	দমন এবং উত্তরাখণ্ড
ট্রিভিট্রন হেলথকেয়ার	ইমেজিং, ল্যাবরেটরি ডায়াগনস্টিকস, আইসিইউ সরঞ্জাম	চেন্নাই, তামিলনাড়ু
অ্যালেনগার্স মেডিকেল সিস্টেমস	এক্স-রে, সি-আর্ম, ক্যাথ ল্যাব, রেডিওলজি সরঞ্জাম	মোহালি, পাঞ্জাব
স্ক্যানরে টেকনোলজিস	ভেন্টিলেটর, অ্যানেস্থেশিয়া ওয়ার্কস্টেশন	মহীশূর, কর্ণাটক
অ্যাপ্পাসামি অ্যাসোসিয়েটস	অফথ্যালমিক মাইক্রোস্কোপ, ফাকো সিস্টেম, আইওএল (IOL)	চেন্নাই, তামিলনাড়ু
আগাপে ডায়াগনস্টিকস	ক্লিনিক্যাল কেমিস্ট্রি রিএজেন্টস	কোচি, কেরালা
বিপিএল মেডিকেল টেকনোলজিস	ইসিজি, পেশেন্ট মনিটরস, ডিফিব্রিলেটর	বেঙ্গালুরু, কর্ণাটক
জে. মিত্র এন্ড কোম্পানি	র‍্যাপিড ডায়াগনস্টিক কিট, এলিসা (ELISA)	ওখলা ইন্ডাস্ট্রিয়াল এরিয়া, নতুন দিল্লি
[illegible] সার্জিক্যাল	সেলাই এবং ড্রেসিং	শাহজাহানপুর, উত্তরপ্রদেশ
বায়োরাড মেডিসিস	অর্থোপেডিক ইমপ্ল্যান্টস, হাঁটু-হিপ রিপ্লেসমেন্ট সিস্টেম	পুনে, মহারাষ্ট্র
প্যানাসিয়া মেডিকেল টেকনোলজিস প্রাইভেট লিমিটেড	লিনিয়ার এক্সিলারেটর (LINAC), কোবাল্ট-৬০ টেলিথেরাপি সিস্টেম, ব্র্যাকিথেরাপি সিস্টেম, রেডিওথেরাপি [illegible]	বেঙ্গালুরু, কর্ণাটক

এখন সরকারের মূল লক্ষ্য হল উচ্চমানের চিকিৎসা সরঞ্জাম এবং ইমেজিং যন্ত্রপাতির ক্ষেত্রে মূল্যশৃঙ্খলের (ভ্যালু চেইন) দেশীয়করণ আরও জোরদার করা। এর জন্য শক্তিশালী কম্পোনেন্ট উৎপাদন ব্যবস্থা গড়ে তোলা এবং বর্তমানে প্রায় ২৫ শতাংশ দেশীয় মূল্য সংযোজনকে বাড়িয়ে ৪০—৪৫ শতাংশে উন্নীত করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। দীর্ঘমেয়াদে, ন্যাশনাল ইনস্টিটিউটস অব ফার্মাসিউটিক্যাল এডুকেশন অ্যান্ড রিসার্চ-এর মাধ্যমে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও শিল্পের মধ্যে দৃঢ় সংযোগ গড়ে তুলে একটি উদ্ভাবনভিত্তিক (ইনোভেশন) ইকোসিস্টেম তৈরি করতে চায় সরকার। সরকার, শিল্প ও শিক্ষাজগতের এই সহযোগিতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এর মাধ্যমে উৎকৃষ্ট তাত্ত্বিক ধারণাগুলি কেবল কাগজে-কলমে সীমাবদ্ধ না থেকে বাস্তব ও সুস্থায়ী সক্ষমতায় পরিণত হয়। দেশের বাজারে প্রবৃদ্ধি এবং আন্তর্জাতিক বাজারে প্রতিযোগিতামূলক অবস্থান শক্তিশালী করতে গুণমান, ব্র্যান্ডিং এবং সুনাম অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাই গবেষণা ও উন্নয়নে আরও বেশি বিনিয়োগের প্রয়োজন রয়েছে, যেখানে উন্নত নিরাপত্তা, অধিক কার্যকারিতা এবং সাশ্রয়ী মূল্যের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হবে। গত ছয় বছরে সরকার চিকিৎসা সরঞ্জাম সংক্রান্ত নিয়ন্ত্রক কাঠামোকে আন্তর্জাতিক মানের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ করেছে। পাশাপাশি, কেন্দ্রীয় লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষ সেন্ট্রাল ড্রাগস স্ট্যান্ডার্ড কন্টোল অর্গানাইজেশন -এর মেডিক্যাল ডিভাইস শাখাকে আরও শক্তিশালী করা হয়েছে, যার ফলে ভবিষ্যতে নিয়ন্ত্রক ব্যবস্থার মান আরও উন্নত হবে। ‘বিকশিত ভারত২০৪৭’-এর লক্ষ্যে এগিয়ে চলার পথে মেডটেক খাত একটি গুরুত্বপূর্ণ সুযোগ এনে দিচ্ছে, যেখানে কম খরচে উৎপাদন, উদ্ভাবন এবং বৃহৎ পরিসরে উৎপাদন সক্ষমতার সমন্বয়ে দীর্ঘমেয়াদি প্রবৃদ্ধি নিশ্চিত করা সম্ভব। এর সুফল শুধু দেশের মানুষের জন্য সাশ্রয়ী স্বাস্থ্যসেবার সুযোগ বাড়াবে না, বরং ভারতীয় নির্মাতাদের আন্তর্জাতিক বাজারে নির্ভরযোগ্য সরবরাহকারী হিসেবেও প্রতিষ্ঠিত করবে। ঐতিহাসিকভাবে চিকিৎসা সরঞ্জামের কনজিউমেবল ও ডিসপোজেবল বিভাগে ভারত নেতৃত্ব ধরে রেখেছে। ‘মেড ইন ইন্ডিয়া’ পণ্য ইতিমধ্যেই বিশ্বের বহু দেশে রপ্তানি হচ্ছে। এখন লক্ষ্য হল নির্ভুল প্রকৌশল (প্রিসিশন ইঞ্জিনিয়ারিং) এবং সাশ্রয়ী চিকিৎসা সরঞ্জাম উৎপাদনে ভারতের সম্ভাবনাকে আরও কাজে লাগিয়ে দেশকে উচ্চমানের ও সাশ্রয়ী চিকিৎসা সরঞ্জামের বিশ্বস্ত বৈশ্বিক সরবরাহকারী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা।

(লেখক: রাসায়নিক ও সার মন্ত্রকের ফার্মাসিউটিক্যালস বিভাগের সচিব)

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

সিপিএম'র প্রাক্তন বিধায়িকা প্রয়াত গৌরী ভট্টাচার্যের প্রয়াণে সিপিএম'র শ্রদ্ধা। ছবি নিজস্ব

সাইবার প্রতারণায় 'মানি মিউল' অ্যাকাউন্টের ব্যবহার, তামিলনাড়ু জুড়ে পুলিশের বড়সড় অভিযান

চেন্নাই, ৮ আগস্ট (আইএএনএস): অনলাইন আর্থিক প্রতারণায় চুরি করা টাকা গ্রহণ, স্থানান্তর ও গোপন করতে ব্যবহৃত 'মানি মিউল' ব্যাংক অ্যাকাউন্টের বিরুদ্ধে তামিলনাড়ু জুড়ে বড়সড় অভিযান শুরু করেছে রাজ্য পুলিশ। এই অভিযানের অংশ হিসেবে চেন্নাই সাইবার ক্রাইম উইং প্রতারণা চক্রকে নিজেদের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ব্যবহারের সুযোগ দেওয়ার অভিযোগে ৮০ জনেরও বেশি ব্যক্তিকে আটক করেছে।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, তামিলনাড়ুর বিভিন্ন জেলাতেও একই ধরনের অভিযান চালানো হচ্ছে। বেশ কয়েকজনকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আটক করা হয়েছে। সন্দেহভাজন ব্যাংক অ্যাকাউন্ট চিহ্নিত করে তল্লাশি ও যাচাইয়ের কাজও একাধিক জেলায় চলছে। তদন্ত এগোনোর সঙ্গে সঙ্গে গ্রেফতার এবং প্রতারণা চক্রের বিস্তৃত নেটওয়ার্ক সম্পর্কে আরও তথ্য প্রকাশ করা হবে বলে জানিয়েছে পুলিশ।

রাজ্যে অনলাইন আর্থিক প্রতারণার ক্রমবর্ধমান ঘটনায় উদ্বেগের মধ্যেই এই অভিযান জোরদার করা হয়েছে। গত বছর তামিলনাড়ুতে সাইবার অপরাধের শিকার ব্যক্তিরা প্রায় ১,৮৯৭ কোটি টাকা হারিয়েছেন বলে পুলিশ জানিয়েছে। এর পরিপ্রেক্ষিতে সাইবার অপরাধী চক্রগুলিকে আর্থিক সহায়তা জোগানো পরিকাঠামোর বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ শুরু করেছে পুলিশ।

তদন্তকারীদের মতে, ভুয়ো অনলাইন ট্রেডিং ও বিনিয়োগ প্রকল্প, 'ডিজিটাল অ্যারেস্ট' প্রতারণা, গেমিং জালিয়াতি-সহ বিভিন্ন ধরনের অনলাইন অপরাধে জড়িত চক্রগুলি টাকা গ্রহণের জন্য নিয়মিত 'মিউল অ্যাকাউন্ট'-এর ওপর নির্ভর করে। অভিযোগ, কমিশন বা এককালীন অর্থের বিনিময়ে সাধারণ মানুষের কাছ থেকে ব্যাংক অ্যাকাউন্ট, এটিএম কার্ড, সিম কার্ড কিংবা অনলাইন ব্যাংকিংয়ের অ্যাক্সেস সংগ্রহ করে সেগুলি প্রতারকদের হাতে তুলে দেওয়া হয়।

সাম্প্রতিক একাধিক তদন্তেও এই ধরনের অ্যাকাউন্টের ব্যবহার সামনে এসেছে। জুলাইয়ে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি) ১৪.৯৫ কোটি টাকার কথিত অনলাইন বিনিয়োগ ও 'ওয়ার্ক ফ্রম হোম' প্রতারণার তদন্ত করে। ওই মামলায় প্রতারণার টাকা 'মিউল অ্যাকাউন্ট' ও শেল কোম্পানির মাধ্যমে ঘুরিয়ে পরে ক্রিপ্টোকারেন্সিতে রূপান্তর করা হয়েছিল বলে অভিযোগ।

এর আগে আভাদি সাইবারক্রাইম পুলিশ তিরুভেরকাড়ুর এক বাসিন্দার কাছ থেকে অনলাইন ট্রেডিংয়ের নামে ৫৯ লক্ষ টাকা প্রতারণার অভিযোগে দু'জনকে গ্রেফতার করে। তাদের মধ্যে একটি বেসরকারি ব্যাংকের এক ম্যানেজারও ছিলেন। তদন্তকারীদের অভিযোগ, কমিশনের বিনিময়ে সাধারণ মানুষের কাছ থেকে ব্যাংক অ্যাকাউন্ট সংগ্রহ করে সেগুলি প্রতারকদের কাছে সরবরাহ করা হয়েছিল।

'ডিজিটাল অ্যারেস্ট' প্রতারণা এবং আন্তর্জাতিক সাইবার অপরাধী চক্রের বিরুদ্ধেও সম্প্রতি অভিযান চালিয়েছে তামিলনাড়ু পুলিশ। চলতি বছরের শুরুতে রামনাথপুরমভিত্তিক একটি চক্রের সন্ধান পায় পুলিশ। অভিযোগ, ওই চক্রটি আন্তর্জাতিক সাইবার অপরাধী সিন্ডিকেটের জন্য প্রায় ১০০ কোটি টাকার সাইবার অপরাধের অর্থ ক্রিপ্টোকারেন্সিতে রূপান্তর করত। পুলিশের মহাপরিচালক মহেশ কুমার আগরওয়ালের নির্দেশে চলা সর্বশেষ অভিযানের লক্ষ্য শুধু 'মিউল অ্যাকাউন্ট' ব্যবহারকারীদের চিহ্নিত করা নয়, এই অ্যাকাউন্ট সরবরাহকারী এবং তাদের নিয়ন্ত্রণকারী সংগঠিত চক্রগুলিকেও শনাক্ত করা।

পুলিশ সাধারণ মানুষকে সতর্ক করে বলেছে, কোনও ব্যক্তির কাছে নিজের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট, এটিএম কার্ড, চেকবুক বা ইন্টারনেট ব্যাংকিংয়ের গোপন তথ্য ভাড়া, বিক্রি বা হস্তান্তর করা উচিত নয়। জেনেশুনে কোনও ব্যাংক অ্যাকাউন্ট সাইবার অপরাধে ব্যবহারের সুযোগ দিলে সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্টধারীকেও ফৌজদারি মামলার মুখে পড়তে হতে পারে বলে সতর্ক করেছে পুলিশ।

তোলাবাজি ও জমি দখলের অভিযোগে প্রাক্তন তৃণমূল বিধায়ক সনৎ দে গ্রেফতার

কলকাতা, ৮ আগস্ট (আইএএনএস): তোলাবাজি, বেআইনি জমি দখল এবং ভোট-পরবর্তী হিংসায় জড়িত থাকার অভিযোগে পশ্চিমবঙ্গের উত্তর ২৪ পরগনা জেলার নৈহাটি বিধানসভা কেন্দ্রের প্রাক্তন তৃণমূল কংগ্রেস বিধায়ক সনৎ দে-কে শনিবার ভোরে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। তাঁর বিরুদ্ধে একাধিক মামলা রয়েছে বলে জানিয়েছেন আধিকারিকরা।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচন এবং ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনের পরবর্তী হিংসার পাশাপাশি তোলাবাজি ও বেআইনিভাবে জমি দখলের অভিযোগ রয়েছে সনৎ দে-র বিরুদ্ধে। শনিবার তাঁকে জেলা আদালতে পেশ করা হবে। সেখানে সরকারি আইনজীবী তাঁর পুলিশ হেফাজতের আবেদন জানাবেন।

এক পুলিশ আধিকারিক বলেন, নৈহাটি বিধানসভা কেন্দ্রের প্রাক্তন তৃণমূল বিধায়ক সনৎ দে-র বিরুদ্ধে দীর্ঘদিন ধরেই এলাকায় তোলাবাজি ও বেআইনি জমি দখলের অভিযোগ ছিল। এছাড়াও ২০২১ সালের বিধানসভা এবং ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনের পরবর্তী হিংসায় তাঁর জড়িত থাকার অভিযোগ উঠেছিল।

প্রাক্তন রাজ্য মন্ত্রী পার্থ ভৌমিক ব্যারাকপুর লোকসভা কেন্দ্র থেকে নির্বাচিত হওয়ার পর নৈহাটি বিধানসভা আসনটি ছেড়ে দেন। এরপর ২০২৪ সালের উপনির্বাচনে তৃণমূলের প্রার্থী হিসেবে সনৎ দে বিধানসভায় প্রবেশ করেন। ওই উপনির্বাচনে তিনি ৪৯ হাজারেরও বেশি ভোটে জয়ী হয়েছিলেন। তবে চলতি বছরের বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপি প্রার্থী সুমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের কাছে ১০ হাজারেরও বেশি ভোটে পরাজিত হন।

চলতি বছর রাজ্যে সরকার পরিবর্তনের পর থেকেই সনৎ দে-কে ঘিরে এলাকায় ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ ঘটে। জুন মাসে নৈহাটিতে দলীয় কার্যালয়ে যাওয়ার সময় তাঁর দিকে ডিম ছোড়ার ঘটনাও ঘটে।

স্থানীয় কয়েকজন বাসিন্দা তাঁর বিরুদ্ধে এলাকায় ভয়ের পরিবেশ তৈরি করার অভিযোগ তোলেন। এমনকি বিধানসভা নির্বাচনের ফল প্রকাশের আগেও তিনি হুমকি দিয়েছিলেন বলে অভিযোগ করেন তাঁরা।

কয়েকদিন আগে সনৎ দে-র বাড়িতে তল্লাশি অভিযান চালানো হয়েছিল। তবে সেই সময় তিনি বাড়িতে ছিলেন না। এরপর তদন্তকারী সংস্থাগুলির লাগাতার প্রচেষ্টার পর শনিবার তাঁকে গ্রেফতার করা হয়।

২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেসের বড়সড় পরাজয়ের পর প্রাক্তন শাসক দলের একাধিক নেতা ও কর্মীর বিরুদ্ধে বিভিন্ন অভিযোগ সামনে এসেছে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে। ইতিমধ্যেই তোলাবাজি-সহ বিভিন্ন অভিযোগে দলের কয়েকজন প্রাক্তন জনপ্রতিনিধি ও নেতাকে গ্রেফতার করা হয়েছে। শনিবারের গ্রেফতারের পর সনৎ দে-ও সেই তালিকায় যুক্ত হলেন এবং তাঁর বিরুদ্ধে ফৌজদারি আইনি প্রক্রিয়া শুরু হল।

'মহিলাদের নিয়ে রাহুল গান্ধীর দৃষ্টিভঙ্গিতে পরিবর্তন স্পষ্ট', মহিলা সংরক্ষণ বিল সমর্থনের আহ্বান রিজিজুর

নয়াদিল্লি, ৮ আগস্ট (আইএএনএস): মহিলারা স্বাধীনভাবে নিজেদের মতামত প্রকাশের সুযোগ না পেলে কোনও দেশই প্রকৃত উন্নতি করতে পারে না বলে মন্তব্য করেছেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী। তাঁর এই বক্তব্যের পর কেন্দ্রীয় সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী কিরেন রিজিজু কংগ্রেসকে সংসদে মহিলা সংরক্ষণ বিল নিঃশর্তভাবে সমর্থনের আহ্বান জানিয়েছেন।রাহুল গান্ধীর বক্তব্যকে ইতিবাচক বার্তা হিসেবে উল্লেখ করে রিজিজু বলেন, মহিলাদের রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্বের বিষয়ে কংগ্রেসের অবস্থানে পরিবর্তনের ইঙ্গিত মিলছে। তিনি বলেন, "কংগ্রেসের পক্ষ থেকে এটি ইতিবাচক বার্তা বলে মনে হচ্ছে। মহিলাদের বিষয়ে রাহুল গান্ধীর মানসিকতায় স্পষ্ট পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে। এখন আশা করি, কংগ্রেস মহিলা সংরক্ষণ বিলকে নিঃশর্তভাবে সমর্থন করবে।"

শুক্রবার একটি ইনস্টাগ্রাম পোস্টে রাহুল গান্ধী বলেন, ভারতের মহিলাদের শক্তি ও সম্ভাবনা অনেকটাই আটকে রাখা হয়েছে এবং তাঁদের নিজেদের মতামত প্রকাশের আরও বেশি স্বাধীনতা ও পরিসর দেওয়া প্রয়োজন। বৃহস্পতিবারের 'আস্ক মি এনিথিং' পর্বে একই প্রসঙ্গে তাঁর বক্তব্যের ব্যাখ্যাও দেন তিনি।রাহুল বলেন, মহিলারা নিজেদের কথা স্বাধীনভাবে প্রকাশ করতে না পারলে কোনও দেশ সফল হতে পারে না। তাঁর মতে, মহিলাদের মতামত ও সৃজনশীলতার পূর্ণ প্রকাশ ছাড়া ভারতও অসম্পূর্ণ থেকে যাবে এবং দেশের উন্নয়ন বাধাগ্রস্ত হবে।

তিনি আরও বলেন, মহিলাদের ক্ষমতায়নকে শুধুমাত্র ব্যবসা বা রাজনীতিতে সাফল্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা উচিত নয়। বাড়ি, পরিবার এবং জনপরিসরেও তাঁদের স্বাধীনভাবে মতামত প্রকাশ এবং স্বচ্ছন্দে চলাফেরার সুযোগ থাকা জরুরি।

রাহুলের বক্তব্য, মহিলাদের এমন মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা থাকা উচিত যা তাঁদের আশপাশের অনেকেই হয়তো মেনে নেবেন না। পরিবারের মধ্যেও বাবা-মা, স্বামী, ভাই-বোনের মতামতকে প্রশ্ন করার স্বাধীনতা তাঁদের থাকতে হবে। দেশের প্রকৃত উন্নয়নের জন্য পুরুষতান্ত্রিক মানসিকতা এবং মহিলাদের ওপর কঠোর নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্তি প্রয়োজন বলেও মন্তব্য করেন তিনি।ভারতে আইনসভায় মহিলাদের প্রতিনিধিত্ব নিয়ে চলমান রাজনৈতিক বিতর্কের মধ্যেই রাহুল ও রিজিজুর এই বক্তব্য সামনে এসেছে। ২০২৩ সালে সংবিধানের ১০৬তম সংশোধনী আইন, তথা 'নারী শক্তি বন্দন অধিনিয়ম' পাশ হয়। এই আইনে লোকসভা, রাজ্য বিধানসভা এবং দিল্লি বিধানসভায় মহিলাদের জন্য ৩৩ শতাংশ আসন সংরক্ষণের বিধান রয়েছে। এদিকে মহিলা সংরক্ষণ কার্যকর করার সঙ্গে যুক্ত সীমানা পুনর্নির্ধারণ বিল নিয়েও সরকার বিরোধীদের সমর্থন আদায়ের চেষ্টা করছে। বৃহস্পতিবার রিজিজু ফোনে রাহুল গান্ধীর সঙ্গে কথা বলে সীমানা পুনর্নির্ধারণ বিল পুনরায় সংসদে পেশ করার বিষয়ে সমর্থন চান বলে সূত্রের খবর।

চলতি বর্ষাকালীন অধিবেশনে এই বিষয়ে রাহুল গান্ধীর সঙ্গে রিজিজুর এটি তৃতীয় দফার আলোচনা বলে সূত্র জানিয়েছে। বিরোধীদের সমর্থন নিয়ে দ্রুত সীমানা পুনর্নির্ধারণ বিল পুনরায় পেশ করা গেলে মহিলা সংরক্ষণ বাস্তবায়নের পথও ত্বরান্বিত হবে বলে রিজিজু দাবি করেন। সূত্রের খবর, ২০২৬ সালের বাজেট অধিবেশনে এপ্রিলে সংবিধানের ১৩১তম সংশোধনী বিল, ২০২৬ লোকসভায় পাশ করানো সম্ভব হয়নি। রিজিজু রাহুল গান্ধীকে জানান, মহিলা সংরক্ষণ বাস্তবায়িত না হলে মহিলাদের মধ্যে অসন্তোষ তৈরি হতে পারে।

বিদ্যুতের তার চুরি চক্রের পাঁচ সদস্য গ্রেফতার

বাহরাইচ, ৮ আগস্ট (আইএএনএস): উত্তরপ্রদেশের বাহরাইচ জেলার নানপাড়া এলাকায় এনকাউন্টারের পর বিদ্যুতের তার চুরি চক্রের পাঁচ সদস্যকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। শনিবার পুলিশ আধিকারিকরা এ কথা জানিয়েছেন।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ওই চক্রের সদস্যদের গতিবিধি সম্পর্কে খবর পেয়ে পুলিশ নানপাড়া এলাকার সরযূ খালের কাছে অভিযান চালায়। সেখানে সন্দেহভাজনদের আটকানোর চেষ্টা করা হলে তারা পুলিশকে লক্ষ্য করে গুলি চালায় বলে অভিযোগ। এরপর আত্মরক্ষার্থে পুলিশ পাল্টা গুলি চালায়।

দুই পক্ষের মধ্যে গুলির লড়াইয়ে কাদির নামে এক অভিযুক্তের পায়ে গুলি লাগে। আহত অবস্থায় তাকে চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। ঘটনাস্থল থেকেই আরও চার অভিযুক্তকে গ্রেফতার করা হয়। তবে তাদের আরও এক সহযোগী ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায়। তার খোঁজে তল্লাশি চলছে।

পুলিশের দাবি, অভিযুক্তদের কাছ থেকে একটি বেআইনি পিস্তল, কার্তুজ, একটি গাড়ি, তার চুরিতে ব্যবহৃত বিভিন্ন সরঞ্জাম এবং বিপুল পরিমাণ চুরি যাওয়া বিদ্যুতের তার উদ্ধার করা হয়েছে। ঘটনার পর পুলিশ সুপার ফরেনসিক দলের সদস্যদের সঙ্গে এনকাউন্টারের ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন।

বাহরাইচের পুলিশ সুপার বিশ্বজিৎ শ্রীবাস্তব সাংবাদিকদের জানান, গত কয়েকদিন ধরে নানপাড়া এলাকায় একের পর এক বিদ্যুতের তার চুরির ঘটনা ঘটছিল। এর ফলে বিভিন্ন এলাকায় বারবার বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যাহত হচ্ছিল এবং সাধারণ মানুষ সমস্যায় পড়ছিলেন।

তিনি বলেন, বিদ্যুতের তার চুরির ঘটনা ঘন ঘন ঘটায় চোরদের ধরতে সোয়াট টিম এবং সংশ্লিষ্ট থানার পুলিশকর্মীদের মোতায়েন করা হয়েছিল। পরে এক সূত্রের মাধ্যমে পুলিশ জানতে পারে, একটি তার চুরি চক্র সরযূ খালের পাশের রাস্তায় ফের চুরির পরিকল্পনা করছে। পাশাপাশি আগে চুরি করা তারও সেখান থেকে সরিয়ে ফেলার চেষ্টা করা হচ্ছে।

এই খবরের ভিত্তিতে পুলিশ দল ঘটনাস্থলে পৌঁছে সন্দেহভাজনদের ঘিরে ফেলে। তাদের পালানোর পথ বন্ধ করার চেষ্টা করা হলে অভিযুক্তরা পুলিশকে লক্ষ্য করে গুলি চালায় বলে অভিযোগ। পাল্টা গুলিতে এক অভিযুক্তের পায়ে গুলি লাগে এবং বাকিদের ঘটনাস্থলেই গ্রেফতার করা হয় বলে জানান পুলিশ সুপার।

চুরি হওয়া বিদ্যুতের তার কোথা থেকে সংগ্রহ করা হয়েছিল এবং সেগুলি কোথায় পাচার বা বিক্রি করার পরিকল্পনা ছিল, তা-সহ গোটা চক্রের সঙ্গে যুক্ত নেটওয়ার্কের বিষয়ে তদন্ত চলছে বলে পুলিশ জানিয়েছে।

চাম্বায় ১০০ ফুট গভীর খাদে বাস পড়ে হিমাচলে মৃত ৭, আহত ১১

শিমলা, ৮ আগস্ট (আইএএনএস): হিমাচল প্রদেশের চাম্বা জেলায় শনিবার ভয়াবহ বাস দুর্ঘটনায় অন্তত সাতজনের মৃত্যু হয়েছে এবং ১১ জন আহত হয়েছেন। টিসা-বৈরাগড় সড়কে একটি বেসরকারি যাত্রীবাহী বাস প্রায় ১০০ ফুট গভীর খাদে পড়ে গেলে এই দুর্ঘটনা ঘটে বলে পুলিশ জানিয়েছে।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত ও আহতদের অধিকাংশই স্থানীয় বাসিন্দা এবং তাঁরা চাম্বা শহরের দিকে যাচ্ছিলেন। মৃতদের মধ্যে বাসের চালক ও কন্ডাক্টরও রয়েছেন। আহতদের টিসা শহরের একটি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

প্রাথমিকভাবে জানা গিয়েছে, দুর্ঘটনার সময় বাসটিতে প্রায় ২০ থেকে ২৫ জন যাত্রী ছিলেন। চাম্বার পুলিশ সুপার বিজয় সাকলানি জানান, দুর্ঘটনার প্রকৃত কারণ এখনও নিশ্চিত হওয়া যায়নি। কীভাবে দুর্ঘটনাটি ঘটল, তা খতিয়ে দেখতে পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে।

জানা গিয়েছে, শর্মা ট্রাভেলার্সের মালিকানাধীন বাসটি শনিবার সকাল সাড়ে ৬টা নাগাদ বৈরাগড় থেকে চাম্বার উদ্দেশে রওনা হয়। প্রায় তিন কিলোমিটার যাওয়ার পর চালুজ মোড়ের কাছে চালক বাসটির নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেন। এরপর বাসটি রাস্তা থেকে ছিটকে প্রায় ১০০ ফুট গভীর খাদে পড়ে যায়।

প্রত্যক্ষদর্শীদের দাবি, একটি বাঁক নেওয়ার সময় চালক নিয়ন্ত্রণ হারালে বাসটি পাহাড়ের ঢাল বেয়ে নিচে গড়িয়ে পড়ে। দুর্ঘটনার পর বাসটি নিচের রাস্তার ওপর গিয়ে পড়ে। দুর্ঘটনাস্থলে বাসটি দুমড়েমুচড়ে যাওয়ায় আহত ও মৃতদের উদ্ধার করতে প্রশাসনকে যথেষ্ট সমস্যার মুখে পড়তে হয়। দুর্ঘটনার খবর ছড়িয়ে পড়তেই স্থানীয় বাসিন্দারা প্রশাসনের কর্মীরা ঘটনাস্থলে পৌঁছনোর আগেই উদ্ধারকাজ শুরু করেন। পরে পুলিশ ও প্রশাসনের দল পৌঁছলে উদ্ধার অভিযান আরও জোরদার হয়।

রাজ্যের প্রত্যন্ত এলাকাগুলির অন্যতম চাম্বায় যাত্রীবাহী বাসের সংখ্যা কম এবং পরিষেবার ঘনত্বও কম হওয়ায় অনেক সময় বাসগুলিতে অতিরিক্ত ভিড় হয়। এর ফলে দুর্ঘটনার ঝুঁকি বাড়ে বলে স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে।

হিমাচল প্রদেশে অতীতে একাধিক প্রাণঘাতী দুর্ঘটনার পর বেসরকারি পরিবহণ সংস্থার বাস এবং চালকদের নিরাপত্তা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে। পুলিশের অভিযোগ, প্রশিক্ষণের অভাব এবং বেপরোয়া গাড়ি চালানোর কারণে বেসরকারি বাসগুলিও অনেক দুর্ঘটনার জন্য দায়ী।

যে এলাকায় শনিবারের দুর্ঘটনাটি ঘটেছে, সেটিও অতীতে একাধিক সড়ক দুর্ঘটনার কারণে দুর্ঘটনাপ্রবণ হিসেবে পরিচিত। সর্বশেষ দুর্ঘটনার পর সেখানে নিরাপত্তা ব্যবস্থা ও দুর্ঘটনার কারণ নিয়ে তদন্ত শুরু হয়েছে।

প্রথমবার সমুদ্রপথে অস্ট্রেলিয়ায় জিআই-ট্যাগযুক্ত 'মিথিলা মাখানা' রফতানি: পীযূষ গোয়েল

নয়াদিল্লি, ৮ আগস্ট (আইএএনএস): প্রথমবারের মতো বিহার থেকে সমুদ্রপথে অস্ট্রেলিয়ায় রফতানি হল জিআই-ট্যাগযুক্ত 'মিথিলা মাখানা'। শনিবার কেন্দ্রীয় বাণিজ্য ও শিল্পমন্ত্রী পীযূষ গোয়েল জানান, কৃষি ও প্রক্রিয়াজাত খাদ্যপণ্য রফতানি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (এপিইডিএ)-র সহায়তায় ১৮ মেট্রিক টন মিথিলা মাখানা অস্ট্রেলিয়ায় পাঠানো হয়েছে।

সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম এক্স-এ গোয়েল জানান, দারভাঙার কৃষকদের কাছ থেকে সরাসরি সংগ্রহ করা হয়েছে এই মাখানা। এর ফলে তাঁরা বাজারদরের তুলনায় প্রায় ১৮ শতাংশ বেশি লাভ পেয়েছেন। তিনি বলেন, "ভারতের জিআই-ট্যাগযুক্ত মিথিলা মাখানা আন্তর্জাতিক বাজারে আরও একটি বড় মাইলফলক অর্জন করেছে।"

এর আগে গত মাসে বিহারের বিখ্যাত মাখানা প্রথমবার সমুদ্রপথে কানাডায় রফতানি করা হয়। সেই সময় সাত মেট্রিক টন মাখানার চালান পাঠানো হয়েছিল। বিহারের কৃষিপণ্যকে আন্তর্জাতিক বাজারে আরও পরিচিত করে তোলা এবং মূল্য সংযোজিত কৃষিপণ্যের রফতানি বাড়ানোর ক্ষেত্রে ওই চালানকে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবে দেখা হয়।

এপিইডিএ-র উদ্যোগে দারভাঙা থেকে কানাডায় পাঠানো ওই মাখানা রফতানিকে রাজ্যের কৃষক ও রফতানিকারকদের পক্ষ থেকেও স্বাগত জানানো হয়েছিল। গোয়েল তখন জানিয়েছিলেন, ওই উদ্যোগের সঙ্গে যুক্ত কৃষকরা আগের তুলনায় ৫০ শতাংশেরও বেশি দাম পাচ্ছেন।

বিহারের উন্নত মানের মাখানা বর্তমানে আন্তর্জাতিক বাজারে ক্রমশ পরিচিতি লাভ করছে। সমুদ্রপথে সফল রফতানির ফলে মাখানার জন্য নতুন আন্তর্জাতিক বাজার তৈরি হওয়ার পাশাপাশি প্রক্রিয়াকরণ ও মূল্য সংযোজনের ক্ষেত্রে বিনিয়োগও বাড়বে বলে আশা করা হচ্ছে।এর ফলে শুধু বিহারের মাখানা চাষিদের আয়ই বাড়বে না, বিশ্ববাজারে তৈরি খাবার এবং স্বাস্থ্যকর স্ন্যাকসের ক্ষেত্রে ভারতের উপস্থিতিও আরও শক্তিশালী হবে বলে মনে করা হচ্ছে।

বিজেপি কর্মীকে মারধর, মাকে শ্লীলতাহানির অভিযোগে কলকাতায় তৃণমূলের যুব নেতা গ্রেফতার

কলকাতা, ৮ আগস্ট (আইএএনএস): দক্ষিণ কলকাতার ভবানীপুর এলাকায় এক বিজেপি কর্মীকে মারধর এবং তাঁর মাকে শ্লীলতাহানির অভিযোগে তৃণমূল কংগ্রেসের এক যুব নেতাকে গ্রেফতার করল পুলিশ। শনিবার পুলিশ জানিয়েছে, অভিযোগ পাওয়ার ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই অভিযুক্তকে গ্রেফতার করা হয়েছে।পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, গ্রেফতার হওয়া তৃণমূল যুব নেতার নাম সন্দীপ শ। তিনি কলকাতা পুরসভার ৭৩ নম্বর ওয়ার্ডের যুব তৃণমূলের সভাপতি।

অভিযোগকারী বিজেপি কর্মী গত বৃহস্পতিবার ভবানীপুর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। তাঁর অভিযোগ, সন্দীপ তাঁকে আক্রমণ করে বেধড়ক মারধর করেন। তাঁকে বাঁচাতে তাঁর মা এগিয়ে এলে অভিযুক্ত তাঁর মাকে শ্লীলতাহানি করেন বলেও অভিযোগ করেন তিনি।

অভিযোগের ভিত্তিতে বৃহস্পতিবারই ভবানীপুর থানায় প্রাসঙ্গিক ধারায় এফআইআর দায়ের করে তদন্ত শুরু করে পুলিশ। এরপর শুক্রবার সন্ধ্যায় অভিযুক্ত যুব নেতাকে গ্রেফতার করা হয়।

ঘটনার পিছনে অন্য কেউ জড়িত রয়েছে কি না এবং কী কারণে এই হামলার ঘটনা ঘটল, তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ। এক পুলিশ আধিকারিক জানান, মামলায় আরও জিজ্ঞাসাবাদের জন্য অভিযুক্তের পুলিশ হেফাজত চাওয়া হবে।

কলকাতা পুলিশের এক প্রবীণ আধিকারিক বলেন, "অভিযোগ পাওয়ার পর যুব নেতাকে গ্রেফতার করা হয়েছে। তাঁর বিরুদ্ধে প্রাসঙ্গিক ধারায় এফআইআর দায়ের হয়েছে। আজ তাঁকে আদালতে পেশ করা হবে। পরবর্তী তথ্য পরে জানানো হবে।"এদিন অভিযুক্তকে আলিপুর আদালতে পেশ করার কথা রয়েছে।উল্লেখ্য, রাজ্যে তৃণমূল কংগ্রেসকে পরাজিত করে বিজেপি সরকার গঠনের পর বিভিন্ন বেআইনি ও অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে পুলিশি অভিযান জোরদার হয়েছে বলে প্রতিবেদনে দাবি করা হয়েছে।

ছাত্র আন্দোলন নিয়ে শশী থারুরের মন্তব্যে বিজেপির সমর্থন, কংগ্রেসের দাবিরাহুলের লক্ষ্য রাজনৈতিক লাভ নয়, ব্যবস্থাগত সংস্কার

নয়াদিল্লি, ৮ আগস্ট (আইএএনএস): ছাত্র সমস্যা এবং জনসংযোগ নিয়ে কংগ্রেস সাংসদ শশী থারুরের সাম্প্রতিক মন্তব্যকে ঘিরে রাজনৈতিক চাপানউতোর শুরু হয়েছে। থারুরের বক্তব্যকে সমর্থন করেছে বিজেপি। অন্যদিকে কংগ্রেস নেতারা দাবি করেছেন, লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী রাজনৈতিক হিসাব-নিকাশের ঊর্ধ্বে উঠে ছাত্রদের সমস্যার পাশাপাশি ব্যবস্থাগত সংস্কারের ওপর জোর দিচ্ছেন।

সারা দেশে ছাত্র বিক্ষোভের সময় 'ককরোচ জনতা পার্টি' (সিজেপি) যে বিষয়গুলি সামনে এনেছিল, তার অনেকগুলিই রাহুল গান্ধী এর আগেই 'ছাত্রোঁ কি গুঞ্জ' প্রচারের মাধ্যমে তুলেছিলেন বলে মন্তব্য করেছিলেন থারুর। তবে তাঁর দাবি, সেই সময় ওই বিষয়গুলি জনমানসে সিজেপি-নেতৃত্বাধীন আন্দোলনের মতো সাড়া ফেলতে পারেনি।

মুম্বইয়ে ইন্ডিয়াস ইন্টারন্যাশনাল মুভমেন্ট টু ইউনাইট নেশনস (আইআইএমইউএন)-এর ১৫তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে থারুর বলেন, কংগ্রেস এবং রাহুল গান্ধী ছাত্র আন্দোলনে পরবর্তীকালে উঠে আসা একই ধরনের সমস্যাগুলি কয়েক মাস আগেই সামনে এনেছিলেন।

তিনি বলেন, "মজার বিষয় হল, সিজেপি যে বিষয়গুলি তুলেছিল, সেগুলিই আমার দল এবং রাহুল গান্ধী 'ছাত্রোঁ কি গুঞ্জ'-এর মাধ্যমে তুলেছিলেন।"

আইআইএমইউএনের প্রতিষ্ঠাতা ঋষভ শাহের সঙ্গে কথোপকথনের সময় এই মন্তব্য করেন থারুর। ঋষভ শাহ বুধবার রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের (আরএসএস) প্রধান মোহন ভাগবতেরও সাক্ষাৎকার নিয়েছিলেন।

তবে কংগ্রেসের ওই প্রচার কেন সাধারণ মানুষের মধ্যে প্রত্যাশিত সাড়া ফেলতে পারেনি, সেই প্রশ্নও তোলেন থারুর। তিনি বলেন, "কিন্তু কেন এটি ততটা সাড়া ফেলেনি, তা আমাদের দেখতে হবে। মানুষের মন কী বলছে, তার সঙ্গে আমাদের সংযোগ রাখতে হবে।"

থারুরের মন্তব্যের প্রতিক্রিয়ায় বিহারের মন্ত্রী রাম কৃপাল যাদব বলেন, "শশী থারুর সত্যি কথা বলেন। তিনি একজন ভালো এবং বুদ্ধিজীবী মানুষ। তিনি রাজনীতিকের চেয়ে বেশি বুদ্ধিজীবী, তাই সত্যি কথা বলেন।" তাঁর দাবি, কংগ্রেস নির্বাচনে জিততে পারছে না, রাজনীতিতে ক্রমশ প্রান্তিক হয়ে পড়ছে এবং মানুষের আস্থা অর্জন করতে ব্যর্থ হয়েছেথারুরের মন্তব্যেও সেই বিষয়টি উঠে এসেছে।

অন্যদিকে সিপিআই সাংসদ পি. সন্তোষ কুমার থারুরের বক্তব্য খারিজ করে বলেন, ছাত্র আন্দোলন ইতিমধ্যেই তাদের লক্ষ্য অর্জন করেছে। এখন সেই বিষয়টি নিয়ে নতুন করে মন্তব্য করার কোনও অর্থ নেই বলেও দাবি করেন তিনি।

তিনি বলেন, আন্দোলন শেষ হয়ে গিয়েছে এবং ছাত্ররা বড়সড় সাফল্য পেয়েছে। তাঁর দাবি, কাগজ ফাঁসের বিষয়টি সিপিআইও শুরু থেকেই তুলেছিল এবং তৎকালীন শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের পদত্যাগের দাবি জানিয়েছিল। তাই এখন নতুন করে এই প্রসঙ্গ তোলাকে অর্থহীন বলে মন্তব্য করেন তিনি।

কংগ্রেস নেতা হুসেন দলওয়াই অবশ্য দলীয় নেতাদের জনসংযোগ আরও শক্তিশালী করার প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দেন। তিনি বলেন, মানুষের সঙ্গে সংযোগ তৈরি করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। রাহুল গান্ধী কঠোর পরিশ্রম করছেন এবং অন্য নেতাদেরও সেই প্রচেষ্টায় অবদান রেখে তাঁকে সমর্থন করা উচিত।

রাহুল গান্ধীর পাশে দাঁড়িয়ে কংগ্রেস সাংসদ সুখদেও ভগত বলেন, বিরোধী দলনেতা দীর্ঘদিন ধরে ছাত্রদের সমস্যাগুলি তুলে ধরছেন এবং রাজনৈতিক লাভ-ক্ষতির হিসাবের পরিবর্তে ব্যবস্থাগত সংস্কারের ওপর জোর দিচ্ছেন। ভগতের কথায়, রাহুল গান্ধী ছাত্রদের কণ্ঠস্বর তুলে ধরছেন এবং বহু বছর ধরে পরীক্ষায় প্রশ্নপত্র ফাঁসের মতো সমস্যা নিয়ে সরব হয়েছেন। ন্যাশনাল টেস্টিং এজেন্সি (এনটিএ)-র মতো প্রতিষ্ঠান সঠিকভাবে কাজ না করলে লক্ষ লক্ষ তরুণ ক্ষতিগ্রস্ত হন। তাঁর দাবি, রাহুল গান্ধী বিষয়টি রাজনৈতিক লাভ বা ক্ষতির দৃষ্টিকোণ থেকে দেখছেন না, বরং ব্যবস্থাগত সংস্কারের জন্য কাজ করছেন।

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

বর্ষায় টকদই খেলে কি ঠান্ডা লাগে

বর্ষাকালে দুপুরের খাবারের শেষে এক বাটি দই বা এক গ্লাস ঘোল খাওয়ার রেওয়াজ বহু পরিবারেই রয়েছে। পরিপাকতন্ত্রের চিকিৎসকদের মতে এই প্রাচীন অভ্যাসটি স্রেফ কোনও ঐতিহ্য নয়, বরং এটি আমাদের অন্ত্রের স্বাস্থ্য ভালো রাখতে অত্যন্ত কার্যকরী ভূমিকা পালন করে। তাজা দইয়ে থাকা প্রয়োজনীয় পুষ্টি উপাদান পুরো শরীরের সার্বিক সুস্থতা বজায় রাখতে সাহায্য করে। দই এবং ঘোল হল প্রোবায়োটিকের প্রাকৃতিক উৎস, যা অন্ত্রের অণুজীবের ভারসাম্য বজায় রাখতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয়। একটি সুষম ও সুস্থ অন্ত্র পরিপাক প্রক্রিয়াকে স্বাভাবিক রাখে এবং ক্ষতিকারক ব্যাকটেরিয়ার প্রভাব থেকে শরীরকে রক্ষা করে। ফলে নিয়মিত দই খেলে হজম সংক্রান্ত জটিলতা অনেকটাই কমে যায়।

সুস্থ অন্ত্র কেবল খাবার হজম করতেই সাহায্য করে না, বরং খাদ্য থেকে পুষ্টি উপাদান শোষণেও শরীরকে সহাযোগিতা করে। দুপুরের খাবারে নিয়মিত দই বা ঘোল অন্তর্ভুক্ত করলে পেট ফাঁপা, গ্যাস, অম্বল এবং কোষ্ঠকাঠিন্যের মতো সাধারণ সমস্যাগুলো থেকে সহজে মুক্তি পাওয়া সম্ভব হয়। এটি পরিপাকতন্ত্রকে শান্ত ও সক্রিয় রাখতে সাহায্য করে।

বিশেষজ্ঞদের মতে আমাদের শরীরের প্রতিরোধ ব্যবস্থার একটি বড় অংশ অন্ত্রের স্বাস্থ্যের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত। দইয়ের মতো প্রোবায়োটিক সমৃদ্ধ খাবার নিয়মিত খেলে অন্ত্রের স্বাভাবিক পরিবেশ বজায় থাকে। এর ফলে মরসুমি নানাবিধ সংক্রমণের বিরুদ্ধে শরীরের নিজস্ব প্রতিরোধ ক্ষমতা অনেকটাই শক্তিশালী হয়ে ওঠে। বর্ষাকালে বা গলা ব্যথা হলে অনেকে সর্দি লাগার ভয়ে দই খাওয়া একদম বন্ধ করে দেন। তবে চিকিৎসকদের স্পষ্ট বক্তব্য, তাজা দই খেলে সর্দি-কাশি হয় এই ধারণার পেছনে কোনও বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই। ঠান্ডা লাগার আসল কারণ হলো বায়ুবাহিত ভাইরাস, খাবার হিসেবে দই কোনওভাবেই সর্দির জন্য দায়ী নয়।

খুব ঠান্ডা বা বাসি দই খেলে সংবেদনশীল ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে সাময়িক গলায় অস্বস্তি বা জ্বালা ভাব তৈরি হতে পারে। স্বাভাবিক তাপমাত্রায় রাখা তাজা দই অধিকাংশ সুস্থ মানুষের জন্যই সম্পূর্ণ নিরাপদ এবং সহজপাচ্য। তাই ফ্রিজ থেকে বের করেই সরাসরি খুব ঠান্ডা দই না খেয়ে কিছুক্ষণ বাইরে রেখে খাওয়া বুদ্ধিমানের কাজ।

প্রতিদিনের দুপুরের খাবারে এক বাটি দই বা এক গ্লাস পাতলা ঘোল রাখা একটি অত্যন্ত স্বাস্থ্যকর অভ্যাস। সামান্য ধনেপাতা এবং এক চিমটি গোলমরিচের গুঁড়ো দিয়ে ঘোল তৈরি করলে তা যেমন সুস্বাদু হয়, তেমনই হজমের জন্যও বেশ ভালো। এই সহজ অভ্যাসটি বর্ষাতেও আপনাকে সুস্থ রাখতে সাহায্য করবে।

তাজা দই এবং ঘোল শরীরকে প্রয়োজনীয় প্রোটিন, ক্যালসিয়াম এবং দরকারী ব্যাকটেরিয়া সরবরাহ করে। চিকিৎসকের নিষেধাজ্ঞা বা ডেয়ারি পণ্যে অ্যালার্জি না থাকলে সর্দি লাগার অযৌক্তিক ভয়ে খাদ্যতালিকা থেকে দই বাদ দেওয়ার কোনও প্রয়োজন নেই। সঠিক নিয়মে তাজা দই খেয়ে বর্ষাতেও নিজের সুস্থতা বজায় রাখুন।

শিশুদের নিয়ে উদ্বেগ বাড়ছে

পিজ্জা-পাস্তা-আলুর চিপস-আইসক্রিম মোটা বানাচ্ছে ভারতীয় বাচ্চাদের? সামনে এল চমকে ওঠার মতো পরিসংখ্যান। ভারত আজ পৃথিবীর দ্বিতীয় দেশ, যেখানে কোটি কোটি শিশু অতিরিক্ত ওজন বা ওবেসিটি-র শিকার। আজ আমাদের দেশে ৪ কোটিরও বেশি শিশু অতিরিক্ত ওজন সংক্রান্ত সমস্যায় ভুগছে। সম্প্রতি এক ব্রিটিশ গণমাধ্যমে ইউরোপীয় শিশুদের অতিরিক্ত ওজন নিয়ে এক রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছে। ওই রিপোর্টে উল্লেখ, ওবেসিটি এখন বিশ্বজনীন সমস্যা।

ইটালিতে ৮ থেকে ৯ বছরের মধ্যে প্রায় ৪০ শতাংশ বাচ্চারাই ওবেসিটিতে ভুগছে। এর জন্য দায়ী করা হয়েছে বেশি পিজ্জা, বার্গার, পাস্তা, আলু খাওয়া। WHO -র রিপোর্ট অনুযায়ী, ইউরোপের মধ্যে ওবেসিটি সবচেয়ে বেশি ইতালিতে। অন্যদিকে, ভারত আজ বিশ্বের মধ্যে শিশুদের ওবেসিটিতে দ্বিতীয়। চিনের পরেই। ইউনিসেফের এক রিপোর্টে বলা হয়েছে, এখনই এই সমস্যার কড়া হাতে মোকাবিলা না করা হলে ২০৪০-র মধ্যে ৫ কোটিরও বেশি ভারতীয় শিশু অতিরিক্ত ওজনের সমস্যায় ভুগবে। গত ২ দশকে আমাদের দেশে ওবেসিটি হু হু করে বাড়ছে। শিশু, কিশোররা সবচেয়ে বেশি আক্রান্ত হচ্ছেন।

আপনার-আমার বাড়ির শিশুটি ধীরে ধীরে এক ভয়ঙ্কর বিপদের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। আর এর জন্য দায়ী কে?

কোনও বাইরের শত্রু নয় আমরা নিজেরাই!

চিকিৎসকরা বলছেন, ওবেসিটি-র জন্য দায়ী ১. অতিরিক্ত খাওয়া- বেশি ক্যালোরিযুক্ত খাবার ও ফাস্টফুড, প্রসেসড ফুড ২. পরিশ্রমের অভাব — সারাদিন অলস ভাবে সময় কাটানো বা কম হাঁটাচলা ৩. জিনগত প্রভাব — পরিবারে হরমোনের সমস্যা, কিছু ওষুধের পার্শপ্রতিক্রিয়া ৪. রোগের ঝুঁকি — ডায়াবেটিস, উচ্চ রক্তচাপ ও হৃদরোগের সম্ভাবনা একটু ভেবে দেখুন তো, শেষ কবে আপনার সন্তানকে বিকেলে মাঠে গিয়ে ধুলোবালি মেখে খেলতে দেখেছেন? মনে পড়ছে না তো? কারণ, মাঠের জায়গা এখন কেড়ে নিয়েছে মোবাইল বা ট্যাবলেট স্ক্রিন। ঘরে তৈরি খাবারের জায়গা নিয়েছে প্লাস্টিকের প্যাকেটে আল্ট্রা প্রসেসড ফুড। আমরা ভাবি, নামী ব্র্যান্ডের ওটস বিস্কুট বা ফলের রস খাওয়াচ্ছি, মানেই সন্তানের ভাল করছি। ভুল! এই চকচকে প্যাকেটের আড়ালে লুকিয়ে আছে মাত্রাতিরিক্ত চিনি, ক্ষতিকর ফ্যাট আর সোডিয়াম। আমরা ভালোবেসে বাচ্চার মুখে খাবার তুলে দিচ্ছি না, বিষ তুলে দিচ্ছি! ডাক্তাররা বলছেন, ওবেসিটির কারণে বাচ্চাদের লিভারে চর্বি জমছে, যাকে বলে ফ্যাটি লিভার। এখানেই শেষ নয়, মোটা দেখতে, বেশি ওজনের জন্য স্কুলের সহপাঠীদের ঠাট্টা-তামাশার শিকার হয়ে এই বাচ্চারা ভেতরে ভেতরে চরম ডিপ্রেশন বা মানসিক অবসাদে ভুগছে বলেও জানাচ্ছেন মনোবিজ্ঞানীরা। আমরা কি সত্যি আমাদের সন্তানদের এমন একটা ভবিষ্যৎ দিতে চেয়েছিলাম? তবে চাইলেই এই সমস্যার মোকাবিলা করা যায়।

কোন পথে সমাধান?

প্যাকেটজাত খাবার, কোল্ড ড্রিংকস, জাঙ্ক ফুড আজই বন্ধ করুন

বাচ্চাকে যতটা সম্ভব ঘরের তৈরি সাধারণ খাবার খাওয়ান

শিশুর স্ক্রিন টাইম কমান

মোবাইল সরিয়ে বাচ্চার হাতে ফুটবল, ব্যাডমিন্টন বা সাইকেল তুলে দিন

দিনে অন্তত এক ঘণ্টা বাড়ির বাচ্চাকে ঘাম ঝরাতে দিন

চিকিৎসকদের পরামর্শ- নিজেকে বাচ্চার সামনে উদাহরণ হিসাবে তৈরি করুন। নিজে সারাদিন ফোন ঘেঁটে বাচ্চাকে বই পড়তে বা খেলতে বললে ও শুনবে না। বাচ্চার সাথে নিজেও একটু হাঁটুন। মনে রাখবেন, আজ আপনার বাচ্চার প্লেটে আপনি কী তুলে দিচ্ছেন, সেটাই ঠিক করবে আগামী ২০ বছর পর সে কতটা সুস্থ থাকবে। আজ ৫ থেকে ১৯ বছরের দেড় কোটি ভারতীয় ওবেসিটির খাদের ধারে দাঁড়িয়ে। ১১-১৭ বছরের কিশোর কিশোরীরা বাইরে খেলতে যেতে বিমুখ। সঙ্গে পুষ্টির অভাব তো রয়েছেই। ভারতকে ওবেসিটি মুক্ত করতে ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ কড়া পলিসি নির্ধারণের ভাবনা চিন্তা করছে।

সিক্রেট মশলা রান্নার স্বাদ আনে

মাঝে মাঝেই কি মনে হয় যে, বাড়িতে এত খাটুনি করে রান্না করার পরেও রেস্তরাঁর মত বা পছন্দের সেই স্বাদটা পাওয়া যাচ্ছে না? কোনও বিশেষ দিনে অনেক পদ বানিয়েও যেন আলুর তরকারি বা ডালের স্বাদটা মন ছুঁতে পারছে না? অনেকেরই ধারণা, বড় বড় হোটেলের শেফদের কাছে বুঝি কোনও ম্যাজিকাল উপাদান থাকে, যা তারা রান্নায় মিশিয়ে দেন! আসলে কিন্তু গল্পটা একদমই তেমন নয়। বড় বড় রেস্তরাঁ বা নামী হোটেলের স্বাদের গোপন রহস্য কিন্তু কোনও অলৌকিক কিছুতে লুকিয়ে নেই। জাদুকর শেফদের আসল খেল লুকিয়ে রয়েছে একদম সঠিক কিছু মশলা সঠিক মাপে মেশানোর কৌশলে। চটপট শিখে নিন জাদুকরী সিক্রেট মশলা বানানোর কায়দাটা। বানানোর একেবারেই ঝঞ্ঝাট নেই, কিন্তু স্বাদ বাড়িয়ে দেবে দশ গুণ। কীভাবে তৈরি করবেন এই ম্যাজিক মশলা? এই বিশেষ মশলা বানাতে খুব বেশি কিছু লাগবে না। আপনার রান্নাঘরেই থাকা সাধারণ কিছু উপাদান জোগাড় করে নিন

ধনে: ৪ টেবিল চামচ
জিরে: ২ টেবিল চামচ
সাদা জিরে (শাহি জিরে): ১ চা-চামচ
মৌরি: ১ চা-চামচ
গোলমরিচ: ১ চা-চামচ (প্রায় ১৫-২০টি)
ছোট এলাচ: ৮-১০টি
বড় এলাচ: ২টি
লবঙ্গ: ৮-১০টি
দারুচিনি: ২-৩টি মাঝারি টুকরো
তেজপাতা: ২-৩টি
জয়ত্রী: ১টি ছোট ফুল
জায়ফল: ১টির চার ভাগের এক ভাগ (সামান্য একটু)
শুকনো লাল লঙ্কা: ৩-৪টি (ঝাল অনুযায়ী কম-বেশি করতে পারেন)
কসুরি মেথি: ১ টেবিল চামচ (সবশেষে হালকা ভেজে মেশাবেন)

টিপস: ধনে ও জিরের পরিমাণ সবসময় বেশি থাকবে। গরম মশলা (এলাচ, লবঙ্গ, দারুচিনি) থাকবে মাঝারি পরিমাণে। আর জায়ফল-জয়ত্রীর মতো কড়া মশলা থাকবে একদম কম পরিমাণে, যাতে অন্য মশলার গন্ধ ঢাকা না পড়ে যায়। প্রণালী সবগুলো আস্ত মশলা কড়াইতে নিয়ে খুব কম আঁচে কয়েক মিনিট হালকা করে ভেজে নিন। খেয়াল রাখবেন, মশলা যেন একেবারেই পুড়ে না যায়। হালকা সুন্দর গন্ধ বেরোলেই গ্যাস বন্ধ করে দিন। এবার মশলা ঠান্ডা হতে দিন। ঠান্ডা হয়ে গেলে মিক্সিতে দিয়ে একবারে মিহি করে গুঁড়ো করে নিন। ব্যাস, তৈরি আপনার হোটেলের স্বাদ দেওয়া স্পেশাল মশলা! এবার এটি একটি হাওয়া না ঢোকা কাচের বয়ামে ভরে রেখে দিন।

ব্যবহারের নিয়ম:

যেকোনও সাধারণ আলুর তরকারি, ডাল, পনিরের পদ, ছোলার জাল, চানা, রাজমা কিংবা ফ্রাইড রাইসে নামানোর ঠিক আগে মাত্র আধ চা-চামচ এই গুঁড়ো মশলা ছড়িয়ে দিন। বাজার থেকে কেনা প্যাকেট মশলার চেয়ে এই তাজা মশলার গন্ধ অনেক বেশি কড়া ঝাঁঝের হয়। তাই অল্প একটুতেই রান্নার রং আর রূপ দুটোই পুরোপুরি বদলে যাবে। আজই বাড়িতে বানিয়ে ফেলুন আর রান্নায় মিশিয়ে বাড়ির সকলকে তাক লাগিয়ে দিন!

হালকা গরম জলের ভাপ ব্যবহারে করে ফ্রিজের বরফ গলানো যায়

ফ্রিজে অতিরিক্ত বরফ জমে গেলে খাবার রাখার জায়গা যেমন কমে যায়, তেমনই ফ্রিজের ওপর বাড়তি চাপ পড়ে বিদ্যুতের বিলও বেশি আসে। কিন্তু এই বরফ সরাতে গিয়ে অনেকেই তাড়াহুড়ো করে ভুল পদ্ধতি ব্যবহার করেন। একটু বুদ্ধি খাটালেই কোনও ঝামেলা ছাড়া আর ফ্রিজের কোনও ক্ষতি না করে খুব সহজে এই জমে থাকা বরফ পরিষ্কার করে নেওয়া যায়।

অনেকে বরফ খসাতে ছুরি, কাঁচি বা ধারালো কোনও জিনিস দিয়ে খোঁচাখুঁচি শুরু করেন, যা একদমই করা উচিত নয়। এতে ফ্রিজের ভেতরের প্লাস্টিক বা গ্যাস পাইপ ফুটো হয়ে যেতে পারে। একবার গ্যাসের পাইপ নষ্ট হলে পুরো ফ্রিজটাই অকেজো হয়ে যাবে এবং তা ঠিক করতে অনেক টাকা খরচ হয়ে যাবে। বরফ তাড়াতাড়ি গলাতে ভেতরে ফুটন্ত গরম জল ঢেলে দেওয়াও চরম ভুল কাজ। অতিরিক্ত গরমে ফ্রিজের প্লাস্টিকের বডি বা ট্রে ফেটে যেতে পারে এবং দরজার রাবার নষ্ট হয়ে যায়। দরজার রাবার ঢিলে হয়ে গেলে বাইরের গরম হাওয়া ভেতরে ঢুকে খুব দ্রুত আবার বরফ জমিয়ে ফেলে।

বরফ সরানোর সবচেয়ে সহজ ও নিরাপদ উপায় হলো ফ্যান এবং হালকা গরম জলের ভাপ ব্যবহার করা। এই পদ্ধতিতে প্লাস্টিক বা ফ্রিজের কোনও ক্ষতি ছাড়াই বরফ আলগা হয়ে যায়। এরপর শক্ত কিছু ছাড়াই সাধারণ প্লাস্টিকের চামচ বা স্প্যাচুলা দিয়ে হালকা ধাক্কা দিলেই বরফ খসে পড়ে।

কাজ শুরু করার আগে ফ্রিজের সুইচ বন্ধ করে প্লাগটি খুলে নিন এবং ভেতরের সব খাবার সরিয়ে রাখুন। ফ্রিজের নিচের অংশে একটি তোয়ালে পেতে দিন যাতে বরফ গলে জল মেঝেতে না ছড়ায়। এবার একটি বাটিতে হালকা গরম জল নিয়ে ফ্রিজের ভেতর রেখে ১০ মিনিটের জন্য দরজা বন্ধ করে দিন। ১০ মিনিট পর দরজা খুলে একটি ফ্যান ফ্রিজের ভেতরের দিকে চালিয়ে দিন। ঘরের স্বাভাবিক হাওয়া ভেতরে ঢুকলে বরফ খুব দ্রুত গলতে শুরু করবে। এরপর একটি প্লাস্টিকের চামচ দিয়ে হালকা হাতে নরম হয়ে যাওয়া বরফগুলো তুলে ফেলুন, দেখবেন সব বরফ এক ঘণ্টাও লাগবে না পরিষ্কার হয়ে যাবে। ফ্রিজের বরফ নিয়মিত পরিষ্কার রাখা খুব জরুরি, কারণ বরফ বেশি জমে গেলে ফ্রিজ ঠিকমতো ঠান্ডা হতে পারে না। নিয়মিত পরিষ্কার করলে ফ্রিজের কমপ্রেসরের ওপর বাড়তি চাপ পড়ে না এবং যন্ত্রটি অনেক দিন ভালো থাকে। একই সঙ্গে ফ্রিজ কম বিদ্যুৎ টেনে আপনার মাসের খরচ অনেকটাই কমিয়ে দেয়। মাসে অন্তত একবার এই সহজ উপায়ে ফ্রিজ পরিষ্কার করে নিলে বরফ কখনও খুব বেশি শক্ত হতে পারবে না। কাজ শেষে পরিষ্কার শুকনো কাপড়ে ফ্রিজের ভেতরটা ভালো করে মুছে নিন। কোনও রকম ছুরি বা ফোটানো জল ছাড়াই আপনার ফ্রিজ থাকবে একবারে নতুন আর ঝকঝকে।

গুড লাকের জন্য ঘরের কোন কোণায় রাখতে হয় মানি প্ল্যান্ট

গৃহসজ্জার কাজে হোক কিংবা ঘরে পজিটিভ এনার্জি বা ইতিবাচক শক্তি বজায় রাখতে ইনডোর প্ল্যান্ট হিসেবে 'মানি প্ল্যান্ট'-এর জনপ্রিয়তা সর্বজনবিদিত। অনেকেই মনে করেন বাড়িতে মানি প্ল্যান্ট রাখলেই বুঝি আর্থিক উন্নতি ঘটে এবং ধন-সম্পদ বৃদ্ধি পায়। কিন্তু বাস্তু বিশেষজ্ঞদের মতে, ভুল দিকে বা ভুল নিয়মে মানি প্ল্যান্ট রাখলে লাভের চেয়ে ক্ষতির আশঙ্কাই বেশি থাকে। তাই বাড়িতে সমৃদ্ধি ও শান্তি বজায় রাখতে বাস্তুশাস্ত্র মেনে সঠিক কোণ বেছে নেওয়া অত্যন্ত জরুরি।

বাড়িতে কোন দিকে মানি প্ল্যান্ট রাখা শুভ এবং কোন ভুলগুলি এড়িয়ে চলা উচিত, জেনে নিন বিস্তারিত। মানি প্ল্যান্ট রাখার সেরা দিক: দক্ষিণ-পূর্ব কোণ (আগ্নেয় কোণ) বাস্তুশাস্ত্র অনুসারে, ঘরের দক্ষিণ-পূর্ব কোণ বা 'আগ্নেয় কোণ'-এ মানি প্ল্যান্ট রাখা সবচেয়ে শুভ বলে মনে করা হয়। এই দিকের অধিপতি দেবতা হলেন বিঘ্নহর্তা গণেশ এবং শুভ গ্রহ হলেন শুক্র। ভগবান গণেশ যেমন সমস্ত অমঙ্গল দূর করেন, তেমনই শুক্র গ্রহ ধন-সম্পদ ও সৌভাগ্যের প্রতীক। ফলে ঘরের এই নির্দিষ্ট কোণায় মানি প্ল্যান্ট রাখলে বাস্তুদোষ দূর হয় এবং সংসারে আর্থিক সংকট কেটে গিয়ে শুভ শক্তি প্রবাহিত হয়। ১. উত্তর-পূর্ব দিক (ঈশান কোণ): ঘরের উত্তর-পূর্ব দিকে কখনোই মানি প্ল্যান্ট রাখা উচিত নয়। বাস্তু মতে, এই দিকের অধিপতি দেবগুরু বৃহস্পতি এবং মানি প্ল্যান্টের প্রতিকৃতি শুক্র। শুক্র ও বৃহস্পতির পারস্পরিক বৈরিতা থাকায় এই দিকে মানি প্ল্যান্ট রাখলে আর্থিক ক্ষতি এবং পারিবারিক সম্পর্কের টানাপোড়েন তৈরি হতে পারে। ২. পূর্ব ও পশ্চিম দিক: এই দুই দিকেও মানি প্ল্যান্ট রাখা এড়িয়ে চলা ভালো। এতে মানসিক মানসিক চাপ বৃদ্ধি পেতে পারে।

মোবাইল ক্যামেরা থেকে ঠিক কতটা দূরে মুখ থাকলে সেলফি ভালো উঠবে

সেলফি তোলার মুহূর্তে আমাদের একটাই ইচ্ছে থাকে ছবিতে নিজের চেহারাটা যেন একদম নিখুঁত আর আকর্ষণীয় দেখায়! কিন্তু কখনও খেয়াল করেছেন, হাত একটু বেশি কাছে টেনে আনলে মুখের নাকটা হঠাৎ কেমন অদ্ভুত বড় লাগে, আর পাশের চিবুক দুটো মনে হয় পিছিয়ে গিয়েছে? এই পুরো খেলাটাই তৈরি করে মোবাইল ক্যামেরার লেন্স ও আমাদের মুখের মধ্যকার দূরত্ব।

কী ভাবে সেলফি তুললে সুন্দর হবে? সুন্দর ও স্বাভাবিক সেলফি তুলতে গেলে ফোনটি মুখ থেকে অন্তত দুই থেকে আড়াই ফুট (প্রায় ৩০ থেকে ৩৬ ইঞ্চি) দূরে রাখা উচিত। সোজা কথায়, নিজের হাতটা যতটা সম্ভব সামনের দিকে ছড়িয়ে দিয়ে ফোন ধরে হাসলেই কেল্লাফতে! আসলে প্রায় সব স্মার্টফোনের সামনের ক্যামেরায় ওয়াইড-এঙ্গেল লেন্স থাকে। খুব কাছে থেকে ছবি তুললে এই লেন্স মুখের মাঝখানের অংশকে বাড়িয়ে দিয়ে অনুপাত গোলমেলে করে ফেলে প্রযুক্তির ভাষায় একে বলে 'লেন্স ডিস্টোরশন'। একটু দূর থেকে ফ্রেম বাঁধার সুবিধা এটাই যে, মুখের নিখুঁত গড়ন একদম ঠিকঠাক ফুটে ওঠে।

সেলফি তোলার জন্য সবচেয়ে সেরা আলো হল সূর্যের আলো। চেষ্টা করুন আলোর দিকে মুখ করে দাঁড়াতে, আলোর উল্টো দিকে নয়। সরাসরি কড়া রোদে না দাঁড়িয়ে সকালে বা বিকেলে সোনাঝুরি রোদে কিংবা জানালার পাশে দাঁড়িয়ে ছবি তুললে মুখে আলো খুব সুন্দরভাবে ছড়িয়ে পড়ে। ফোনের ফ্রন্ট ফ্ল্যাশ ব্যবহার করলে মুখ অতিরিক্ত সাদা বা ফ্ল্যাট দেখাতে পারে, তাই সেটা ব্যবহার না করাই ভালো।

প্রেসার বাড়লে কী খাবেন

অফিসের ডেডলাইন, ট্রাফিকের জ্যাম আর সঙ্গে প্রতিদিনের একঘেয়ে মানসিক চাপ, সব মিলিয়ে আমাদের জীবনটা এখন যেন হাই-ভোল্টেজ ড্রামা! আর এই নাটকের সবচেয়ে বড় ভিলেনের নাম 'উচ্চ রক্তচাপ'। বেশিরভাগ সময় কোনও আগাম জানান না দিয়ে একদম চুপচাপ হাজির হয় এই সমস্যা। হঠাৎ করে মাথা ঝিমঝিম, ঘাড় ধরে যাওয়া বা বুক ধড়ফড় শুরু হলেই বোঝা যায়, প্রেসারের পারদ চড়চড়িয়ে ওপরের দিকে উঠছে! প্রেসার কমে গেলে নুন চিনির জল বা খেতে হয়, কিন্তু বাড়লে কী করবেন অনেকেই বুঝতে পারেন না। এমন অচেনা আর আতঙ্কের মুহূর্তে যখন অনেকে হাত-পা গুটিয়ে ফেলেন, তখন পরিস্থিতি সামাল দিতে পারে হাতের কাছে থাকা একটি অতি সাধারণ জিনিস। আর সেটি আর কিছুই নয়, এক গ্লাস জল!

এক গ্লাস জলেই কেন বাজিমাত?

ব্যাপারটা শুনতে খুব সহজ মনে হলেও এর পেছনে রয়েছে খাঁটি বিজ্ঞান! রক্তচাপ এক ধাক্কায় বেড়ে যাওয়ার অন্যতম ছদ্মবেশী কারণ হলো শরীরে জলের অভাব বা ডিহাইড্রেশন। শরীরে জল কমে গেলে আমাদের রক্তনালীগুলো সরু হয়ে আসে, ফলে রক্ত সঞ্চালন করতে হৃদপিণ্ডকে দ্বিগুণ কষ্ট করতে হয়। ঠিক এই সময়ে এক গ্লাস স্বাভাবিক জল ধীরে ধীরে চুমুক দিয়ে খেলে শরীর নিমেষে রিহাইড্রেট হতে শুরু করে। এতে রক্তনালীগুলো আবার শিথিল হয় এবং দ্রুত কমতে থাকে স্নায়ুর উত্তাপ। প্রেসার হঠাৎ করে বাড়লে কী কী করবেন? হঠাৎ প্রেসার বাড়ার লক্ষণ টের পেলেই ঘাবড়ে না গিয়ে একদম কুল থাকুন আর চটপট এই ক'টি কাজ করে ফেলুন: এক গ্লাস জল: কোনও হুলুস্থুল না করে এক জায়গায় থিতু হয়ে বসুন। তারপর এক গ্লাস জল ধীরে ধীরে ছোট চুমুকে পান করুন। বিশ্রামই শেষ কথা: সব কাজকর্ম শিকেয় তুলে সঙ্গে সঙ্গে আরাম করে বসুন বা সোজা হয়ে শুয়ে পড়ুন। গভীর শ্বাস-প্রশ্বাস: চোখ বন্ধ করে নাক দিয়ে লম্বা শ্বাস নিন এবং মুখ দিয়ে ধীরে ধীরে ছেড়ে দিন। টানা মিনিট পাঁচেক এমনটা করলেই ব্রেন সিগন্যাল পাবে যে সব ঠিক আছে, আর প্রেসারও নামতে শুরু করবে। নুন থেকে ১০০ হাত দূরে: প্রেসার কম-বেশি হলেই নুন-জল খাওয়ার যে চটজলদি অভ্যাস অনেকের আছে, ভুল করেও তা করবেন না। এতে বিপদ কমবে তো নয়ই, বরং কয়েক গুণ বেড়ে যাবে!

প্রেসক্রাইব করা ওষুধ: ডাক্তারের দেওয়া প্রেসারের কোনও ইমার্জেন্সি ওষুধ যদি আপনার কাছে থাকে, তবে সেটুকুই খেয়ে নিন। তবে চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়া একেবারেই কোনও অসুধ খাবেন না। লাল সিগন্যাল কখন? ঘরোয়া এই টোটকায় সাময়িক আরাম মিললেও রোগটা কিন্তু হালকাভাবে নেওয়ার মতো নয়। জল খাওয়ার পরেও যদি প্রচণ্ড বুকে চাপ ধরে, তীব্র শ্বাসকষ্ট হয়, কথা জড়িয়ে যায় বা চোখে ঝাপসা দেখতে শুরু করেন, তবে আর এক মুহূর্তও দেরি করবেন না। সঙ্গে সঙ্গে রোগীকে কোনও হাসপাতালে বা ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাওয়া অত্যন্ত জরুরি। নিয়মিত প্রেসার চেক করা আর হেলদি লাইফস্টাইল মেনেই কিন্তু উচ্চ রক্তচাপকে বাগে রাখা সম্ভব। তবে আকস্মিক কোনও বিপদে হাতের কাছে থাকা ওই এক গ্লাস জলই হয়ে উঠতে পারে আপনার ফার্স্ট এইড কিট!

বেঙ্গালুরুতে অবৈধ অভিবাসীদের খুঁজতে পুলিশের 'অপারেশন মুক্তা' অভিযান

বেঙ্গালুরু, ৮ আগস্ট (আইএএনএস): বেঙ্গালুরু শহরের বিভিন্ন এলাকায় বসবাসকারী কথিত অবৈধ অভিবাসীদের চিহ্নিত ও শনাক্ত করতে শনিবার বিশেষ অভিযান 'অপারেশন মুক্তা' শুরু করেছে বেঙ্গালুরু পুলিশ। শহরের একাধিক এলাকায় তল্লাশি ও নথিপত্র যাচাইয়ের কাজ চলছে বলে জানিয়েছেন আধিকারিকরা। এই অভিযানের অংশ হিসেবে হোয়াইটফিল্ড, কাদুগোড়ি, মহাদেবপুরা-সহ বিভিন্ন এলাকায় পুলিশ তল্লাশি এবং নথি যাচাই করেছে। এই এলাকাগুলি বেঙ্গালুরুর গুরুত্বপূর্ণ প্রযুক্তি করিডরের অন্তর্গত এবং এখানে একাধিক বহুজাতিক তথ্যপ্রযুক্তি ও বায়োটেকনোলজি সংস্থার দফতর রয়েছে।

হোয়াইটফিল্ড বিভাগের ডেপুটি কমিশনার অব পুলিশ (ডিসিপি) সাইদুল্লা আদাভাত জানান, বেঙ্গালুরু পুলিশ কমিশনারের নির্দেশে গোটা শহরজুড়ে এই বিশেষ অভিযান শুরু হয়েছে। তিনি বলেন, হোয়াইটফিল্ড ডিসিপি বিভাগের পাশাপাশি শহরের বিভিন্ন এলাকায় এই অভিযান চালানো হচ্ছে। ইতিমধ্যে ৫০০-রও বেশি পুলিশকর্মী ও আধিকারিক অভিযানে যুক্ত হয়েছেন এবং অভিযান চলবে।

ডিসিপি জানান, পুলিশ ইতিমধ্যেই বেশ কয়েকজন সন্দেহভাজন অবৈধ অভিবাসীকে চিহ্নিত করেছে। আইনানুগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার পর তাঁদের মধ্যে কয়েকজনকে নিজ নিজ দেশে ফেরত পাঠানো হয়েছে।

হোয়াইটফিল্ড বিভাগের বিভিন্ন থানার আওতায় ৩০টিরও বেশি স্থানে নথি যাচাই চলছে। সন্দেহজনক কাউকে পাওয়া গেলে তাঁর পরিচয়পত্র ও অন্যান্য নথি পরীক্ষা করা হচ্ছে। অন্য কোনও দেশের পরিচয়পত্র বা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বিদেশি নাগরিক এবং বেআইনিভাবে ভারতে বসবাস করছেনএমন কোনও সূত্র পাওয়া গেলে বিষয়টি ফরেনার্স রিজিওনাল রেজিস্ট্রেশন অফিসের (এফআরআরও) নজরে আনা হবে বলে জানান আদাভাত। তিনি আরও বলেন, সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে প্রত্যর্পণের নির্দেশ পাওয়ার পর পরবর্তী আইনি পদক্ষেপ করা হবে এবং অবৈধভাবে বসবাসকারী বিদেশি নাগরিকদের তাঁদের নিজ নিজ দেশে ফেরত পাঠানো হবে।

অভিযানের সময় শহরে বৈধ অনুমতি ছাড়া বসবাস করছেন বলে সন্দেহভাজন ব্যক্তিদের পরিচয়পত্র-সহ বিভিন্ন নথি পরীক্ষা করা হচ্ছে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, বিশেষভাবে সন্দেহভাজন বাংলাদেশি নাগরিক এবং রোহিঙ্গাদের বিষয়ে নজর রাখা হচ্ছে।

পুলিশ আধিকারিকরা সন্দেহভাজন ব্যক্তিদের আধার কার্ড এবং ভোটার পরিচয়পত্রও যাচাই করছেন। কিছু বিদেশি নাগরিক স্থানীয় দালাল বা সহযোগীদের সাহায্যে ভারতীয় পরিচয়পত্র সংগ্রহ করে থাকতে পারেন বলে সন্দেহ করছে পুলিশ।

পুলিশ সূত্রের দাবি, চলতি অভিযানে এখনও পর্যন্ত ৫০ জনেরও বেশি ব্যক্তিকে চিহ্নিত করা হয়েছে। তাঁদের মধ্যে চারজন বাংলাদেশি নাগরিকের পরিচয় নিশ্চিত হয়েছে। যাঁদের কাছে যথাযথ নথি নেই, তাঁদের আরও বিস্তারিত যাচাই করা হচ্ছে।

এছাড়াও নির্মাণ শ্রমিকদের জন্য ভাড়া দেওয়া অস্থায়ী শেড এবং অন্যান্য অস্থায়ী আবাসনগুলির দিকেও নজর দিয়েছে পুলিশ। ডিসিপি আদাভাত জানান, কিছু স্থানীয় বাসিন্দা অন্য রাজ্য ও জেলার নির্মাণ শ্রমিকদের জন্য শেড তৈরি করে ভাড়া দেন। পুলিশের সন্দেহ, ওই ধরনের জায়গায় নির্মাণ শ্রমিকদের পাশাপাশি কিছু অননুমোদিত বিদেশি নাগরিকও বসবাস করতে পারেন।

এ ধরনের অননুমোদিত বসবাসে কেউ সহায়তা করলে তাঁর বিরুদ্ধেও আইনি পদক্ষেপ নেওয়া হবে বলে সতর্ক করেছেন ডিসিপি। পুলিশ জানিয়েছে, গোটা শহরজুড়ে নথি যাচাইয়ের এই অভিযান চলবে। অভিযানে সংগৃহীত নথি ও প্রমাণের ভিত্তিতে পরবর্তী পদক্ষেপ করা হবে।

বাংলাদেশে ডেঙ্গু পরিস্থিতির অবনতি, মৃত বেড়ে ৫৯, আক্রান্ত প্রায় ১৮ হাজার

ঢাকা, ৮ আগস্ট (আইএএনএস): বাংলাদেশে ডেঙ্গুর প্রকোপ ক্রমশ বাড়ছে। চলতি বছরে এখনও পর্যন্ত ডেঙ্গুতে অন্তত ৫৯ জনের মৃত্যু হয়েছে এবং আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে ১৭,৮৮০-তে পৌঁছেছে। দেশের স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের (ডিজিএইচএস) তথ্য উদ্ধৃত করে স্থানীয় সংবাদমাধ্যম এ খবর জানিয়েছে।

ডিজিএইচএসের তথ্য অনুযায়ী, বাংলাদেশের মধ্যে ঢাকাই সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত বিভাগ। চলতি বছরে এই বিভাগে ৬,৮৭১ জন ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়েছেন। এর মধ্যে শুধু ঢাকা শহরেই আক্রান্তের সংখ্যা ৪,৪০৪।

৩,৬৪৭ জন আক্রান্ত নিয়ে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে বরিশাল বিভাগ। এরপর চট্টগ্রামে ৩,০৮২ এবং খুলনায় ২,২৭২ জন ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়েছেন।

মৃত্যুর সংখ্যার দিক থেকেও ঢাকা বিভাগ শীর্ষে। সেখানে এখনও পর্যন্ত ২৬ জনের মৃত্যু হয়েছে, যার মধ্যে ২৫ জনই ঢাকা শহরের বাসিন্দা। খুলনায় ১২ জনের মৃত্যু হয়েছে। এরপর চট্টগ্রাম ও ময়মনসিংহে যথাক্রমে সাত ও ছয়জন ডেঙ্গু আক্রান্তের মৃত্যু হয়েছে বলে বাংলাদেশের সংবাদপত্র 'দ্য ডেইলি স্টার' জানিয়েছে।

মশাবাহিত ভাইরাসজনিত রোগ ডেঙ্গু বাংলাদেশে গুরুতর জনস্বাস্থ্য সংকট হিসেবে দেখা দিয়েছে। মূলত এডিস ইজিপ্টাই মশার মাধ্যমে এই রোগ ছড়ায়।

বাংলাদেশের জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণিবিদ্যা বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক জি এম সাইফুর রহমান বলেন, ঢাকায় জনসংখ্যার ঘনত্ব, এডিস মশার ক্রমাগত বংশবিস্তার এবং অপর্যাপ্ত মশা নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাএই তিনটি কারণের সম্মিলিত প্রভাবেই পরিস্থিতি আরও খারাপ হচ্ছে। তাঁর মতে, অতিরিক্ত জনঘনত্ব, উষ্ণ আবহাওয়া এবং মশার প্রজননের উপযুক্ত পরিবেশের কারণে ঢাকায় সারা বছরই এডিস মশা ও ডেঙ্গু ভাইরাসের বিস্তারের অনুকূল পরিস্থিতি তৈরি হচ্ছে। ফলে ঢাকা বিভাগ ডেঙ্গুর অন্যতম প্রধান হটস্পটে পরিণত হয়েছে।

সাইফুর জানান, কয়েকদিন আগে সেন্ট্রাল মেট্রোপলিটন উইমেন্স কলেজে পরীক্ষার তদারকির সময় একটি ছোট জলভর্তি পাত্রে এডিস মশার লার্ভা দেখতে পান তিনি। তাঁর দাবি, শহরের বিভিন্ন আবাসিক এলাকায় এ ধরনের মশার প্রজননস্থল রয়েছে এবং সেখানে নিয়মিত এডিস মশার বংশবিস্তার হচ্ছে।

মশা নিয়ন্ত্রণের বর্তমান ব্যবস্থাকে মূলত প্রতিরোধমূলক না হয়ে প্রতিক্রিয়াশীল বলে উল্লেখ করে তিনি বলেন, ডেঙ্গুর সংক্রমণ তুলনামূলকভাবে কম থাকার সময়েই মশা নিয়ন্ত্রণ অভিযান জোরদার করা উচিত। সেই সময় প্রজননস্থল কম থাকায় নিয়ন্ত্রণমূলক পদক্ষেপ আরও কার্যকর হতে পারে। কিন্তু সাধারণত ডেঙ্গুর মরশুম শুরু হওয়ার পরই মশা নিয়ন্ত্রণ বাড়ানো হয়, ততদিনে সংক্রমণ দ্রুত বাড়তে শুরু করে।

সাইফুরের মতে, কার্যকর কেন্দ্রীভূত মশা নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে বাংলাদেশের ব্যর্থতাও ডেঙ্গু পরিস্থিতি আরও খারাপ হওয়ার অন্যতম কারণ। তিনি বিশেষজ্ঞ কীটতত্ত্ববিদদের নিয়ে একটি জাতীয় মশা নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ গঠনের দাবি জানান। এই কর্তৃপক্ষ গোটা দেশে মশা নিয়ন্ত্রণের কাজের মধ্যে সমন্বয়, নজরদারি ও তদারকি করতে পারে বলে তিনি মত দেন।

তিনি সতর্ক করে বলেন, সমন্বিত জাতীয় নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা গড়ে না ওঠা পর্যন্ত বাংলাদেশে ডেঙ্গু আক্রান্তের সংখ্যা বাড়তে থাকার আশঙ্কা রয়েছে।

অন্যদিকে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণিবিদ্যা বিভাগের অধ্যাপক কবিরুল বাশার সতর্ক করেছেন, আগস্টজুড়ে ডেঙ্গুর সংক্রমণ আরও বাড়তে পারে এবং সেপ্টেম্বরেও ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতা অব্যাহত থাকার আশঙ্কা রয়েছে।

তিনি বলেন, ডেঙ্গুর প্রকোপ আগস্টেই সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছবে এমনটা নিশ্চিত নয়। এ বছরের সংক্রমণের সর্বোচ্চ পর্যায় সেপ্টেম্বরে পৌঁছতে পারে। তবে আগস্ট এবং সেপ্টেম্বর পর্যন্ত আক্রান্তের সংখ্যা বাড়তে থাকার সম্ভাবনাই বেশি।

দেশীয় উৎপাদন ও আমদানি নির্ভরতা কমায় শক্তিশালী হচ্ছে ভারতের মেড-টেক ইকোসিস্টেম: মোদি

নয়াদিল্লি, ৮ আগস্ট (আইএএনএস): দেশীয় উৎপাদন বৃদ্ধি, আমদানির উপর নির্ভরতা কমানো এবং সরকারের বিভিন্ন সহায়ক উদ্যোগের ফলে ভারতের স্বনির্ভর মেডিকেল টেকনোলজি বা মেড-টেক ইকোসিস্টেম ক্রমশ শক্তিশালী হচ্ছে বলে শনিবার মন্তব্য করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। একইসঙ্গে ভারত সাশ্রয়ী ও সহজলভ্য স্বাস্থ্য পরিষেবার ক্ষেত্রে বিশ্বস্ত বৈশ্বিক মেড-টেক অংশীদার হিসেবে ধীরে ধীরে উঠে আসছে বলেও জানান তিনি।

এক্স-এ একটি পোস্টে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী জগৎ প্রকাশ নাড্ডার লেখা একটি নিবন্ধ শেয়ার করেন প্রধানমন্ত্রী। ওই নিবন্ধে ভারতে দেশীয় মেডিকেল ডিভাইস উৎপাদন ও মেডিকেল ডিভাইস ইকোসিস্টেম গড়ে তোলার ক্ষেত্রে অগ্রগতির কথা তুলে ধরা হয়েছে।

মোদি লেখেন, কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী জেপি নাড্ডা ভারতের ক্রমবর্ধমান স্বনির্ভর মেড-টেক ইকোসিস্টেমের কথা তুলে ধরেছেন। দেশীয় উৎপাদন, আমদানি নির্ভরতা হ্রাস এবং প্রোডাকশন লিঙ্কড ইনসেনটিভ (পিএলআই) ও মেডিকেল ডিভাইস পার্কের মতো সরকারি প্রকল্প এই ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিচ্ছে।

নাড্ড তাঁর নিবন্ধে জানান, মেডিকেল ডিভাইসের দেশীয় উৎপাদন বাড়াতে সরকার পিএলআই প্রকল্প, মেডিকেল ডিভাইস পার্ক এবং ফার্মা-মেডটেক ক্ষেত্রে গবেষণা ও উদ্ভাবনকে উৎসাহিত করার জন্য প্রোমোশন অব রিসার্চ অ্যান্ড ইনোভেশন ইন ফার্মা-মেডটেক (পিআরআইপি) প্রকল্পের মতো একাধিক উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

তিনি বলেন, পিএলআই প্রকল্পের আওতায় ভারতে ৫০টিরও বেশি উচ্চমানের মেডিকেল ডিভাইস উৎপাদন শুরু হয়েছে। পাশাপাশি, এই ক্ষেত্রে বিদেশি বিনিয়োগ অব্যাহত থাকায় বিনিয়োগকারীদের আস্থাও বাড়ছে।

আমদানি করা মেডিকেল ডিভাইসের উপর নির্ভরতা কমানো গেলে সরবরাহ ব্যবস্থা আরও শক্তিশালী হওয়ার পাশাপাশি উৎপাদন খরচ কমানোর সুযোগ তৈরি হবে বলে জানান নাড্ড। এর ফলে উন্নতমানের রোগ নির্ণয় প্রযুক্তি, ইমেজিং সিস্টেম, ইমপ্ল্যান্ট এবং ইনটেনসিভ কেয়ার সরঞ্জামের মতো গুরুত্বপূর্ণ চিকিৎসা প্রযুক্তি আরও সহজলভ্য হতে পারে।

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা এআই, মেডিকেল ডিভাইস হিসেবে ব্যবহৃত সফটওয়্যার, সংযুক্ত মেডিকেল ডিভাইস, রোবোটিক্স এবং দূরবর্তী রোগ নির্ণয়ের মতো উদীয়মান ক্ষেত্রগুলিতেও ভারতের সামনে বড় সুযোগ রয়েছে বলে উল্লেখ করেন কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী।

নাড্ডের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, বর্তমানে ভারতের মেড-টেক বাজারের মূল্য প্রায় ১৫-১৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং প্রতি বছর প্রায় ১২ শতাংশ হারে এই বাজার বাড়ছে। এশিয়ায় ভারত বর্তমানে চতুর্থ বৃহত্তম মেডিকেল টেকনোলজি বাজার এবং বিশ্বে শীর্ষ ২০টি বাজারের অন্যতম বলেও জানান তিনি।

রোগীর নিরাপত্তা বাড়ানো এবং ভারতীয় মেডিকেল ডিভাইসগুলিকে আন্তর্জাতিক মানের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ করে তুলতে নিয়ন্ত্রক ব্যবস্থা, পরীক্ষার পরিকাঠামো এবং ক্লিনিক্যাল প্রমাণ তৈরির উপরও সরকার গুরুত্ব দিচ্ছে বলে জানান নাড্ড।

কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রীর মতে, শক্তিশালী মেডিকেল ডিভাইস শিল্প দেশে উৎপাদন, কর্মসংস্থান, রফতানি এবং প্রযুক্তিগত উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারে। পাশাপাশি এর ফলে স্বাস্থ্য পরিষেবা আরও সাশ্রয়ী, সহজলভ্য এবং সংকট মোকাবিলায় আরও শক্তিশালী হয়ে উঠবে।

এর আগে চলতি সপ্তাহেই প্রকাশিত একটি প্রতিবেদনে বলা হয়েছিল, আগামী দিনে ভারতের দেশীয় মেডিকেল ডিভাইস শিল্প বিশ্বব্যাপী একটি শক্তিশালী কেন্দ্রে পরিণত হতে পারে। প্রতিবেদনে অনুমান করা হয়েছে, বর্তমানে প্রায় ১৪ বিলিয়ন মার্কিন ডলার মূল্যের ভারতের মেডিকেল ডিভাইস বাজার চলতি দশকের মধ্যেই ৩০-৫০ বিলিয়ন ডলারে পৌঁছতে পারে এবং ২০৪৭ সালের মধ্যে তা ২৫০ বিলিয়ন ডলারে উন্নীত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

অরুণাচল প্রদেশে অসম রাইফেলসের কাছে আত্মসমর্পণ ইউএলএফএ-আই-এর ৪ হার্ডকোর ক্যাডারের

ইটানগর, ৮ আগস্ট (আইএএনএস): অরুণাচল প্রদেশের লংডিং জেলায় অসম রাইফেলসের কাছে আত্মসমর্পণ করল নিষিদ্ধ জঙ্গি সংগঠন ইউনাইটেড লিবারেশন ফ্রন্ট অব অসম (ইন্ডিপেন্ডেন্ট) বা ইউএলএফএ-আই-এর চারজন হার্ডকোর ক্যাডার। আত্মসমর্পণের সময় তারা অস্ত্র ও বিপুল পরিমাণ গোলাবারুদ নিরাপত্তা বাহিনীর হাতে তুলে দেয়। শনিবার এক প্রতিরক্ষা মুখপাত্র এ কথা জানিয়েছেন।প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের মুখপাত্র জানান, লংডিং জেলার চুপখাও ট্র্যাক এলাকায় গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে অত্যন্ত পরিকল্পিত একটি অভিযানের মাধ্যমে চার জঙ্গির আত্মসমর্পণ নিশ্চিত করা হয়। দীর্ঘদিন ধরে গোয়েন্দা তথ্য সংগ্রহ, লাগাতার নজরদারি, সুনির্দিষ্ট অপারেশনাল পরিকল্পনা এবং নিরাপত্তা বাহিনীর ধারাবাহিক যোগাযোগ ও বোঝানোর প্রচেষ্টার ফলেই তারা অস্ত্র ছেড়ে হিংসার পথ পরিত্যাগ করে মূলস্রোতে ফেরার সিদ্ধান্ত নেয়।

আত্মসমর্পণের সময় চার ক্যাডার চারটি আগ্নেয়াস্ত্র, গোলাবারুদ এবং অন্যান্য যুদ্ধসামগ্রী নিরাপত্তা বাহিনীর হাতে তুলে দেয়। তাদের আত্মসমর্পণ এবং অস্ত্র উদ্ধারের ঘটনাকে ওই অঞ্চলে ইউএলএফএ-আই-এর সক্রিয় জঙ্গি কার্যকলাপের ক্ষেত্রে বড় ধাক্কা হিসেবে দেখা হচ্ছে।প্রতিরক্ষা মুখপাত্র বলেন, এই অভিযান কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূণ উত্তর-পূর্বাঞ্চলে নিরাপত্তা বাহিনীর দীর্ঘমেয়াদি জঙ্গিবিরোধী অভিযানের কার্যকারিতাকে আরও একবার তুলে ধরেছে। নিরাপত্তা বাহিনী একদিকে যেমন কঠোর অভিযান চালাচ্ছে, অন্যদিকে ভুল পথে চলে যাওয়া যুবক ও জঙ্গিদের হিংসার পথ ছেড়ে শান্তি ও উন্নয়নের পথে ফিরে আসতে উৎসাহিত করতে লাগাতার যোগাযোগ ও জনসংযোগ কর্মসূচিও চালিয়ে যাচ্ছে।

এক সরকারি বিবৃতিতে বলা হয়েছে, উত্তর-পূর্বাঞ্চলে দীর্ঘস্থায়ী শান্তি, স্থিতিশীলতা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনী দৃঢ়ভাবে কাজ করে চলেছে। চার ক্যাডারের এই আত্মসমর্পণ নিরাপত্তা বাহিনীর প্রতি জঙ্গিদের আস্থা বাড়ার ইঙ্গিত দিচ্ছে। পাশাপাশি, শান্তি ও উন্নয়নের পথে ফিরে এলে নিরাপদ ও মর্যাদাপূর্ণ ভবিষ্যৎ গড়ার সুযোগ রয়েছেএই বার্তাও আরও জোরালো হয়েছে।

এই আত্মসমর্পণের ফলে ওই এলাকায় নিরাপত্তা পরিস্থিতি আরও শক্তিশালী হবে বলে মনে করা হচ্ছে। পাশাপাশি, উত্তর-পূর্বাঞ্চলে সক্রিয় অন্যান্য জঙ্গিদের কাছেও হিংসার পথ ছেড়ে সমাজের মূলস্রোতে ফিরে আসার সুযোগের বিষয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ বার্তা যাবে বলে মনে করছেন নিরাপত্তা আধিকারিকরা।

এদিকে, সম্প্রতি অসমের তিনসুকিয়া জেলায় গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে চালানো একটি যৌথ অভিযানে নিষিদ্ধ ইউএলএফএ-আই-এর দুই সন্দেহভাজন ক্যাডারকে গ্রেফতার করা হয়। আধিকারিকদের দাবি, ওই দুই ব্যক্তি সাধারণ নাগরিকদের লক্ষ্য করে হামলা চালানোর পরিকল্পনা করছিল।

নির্দিষ্ট গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে জাগুন এলাকায় অসম পুলিশ কেন্দ্রীয় নিরাপত্তা সংস্থাগুলির সহযোগিতায় অভিযান চালায়। গ্রেফতার হওয়া ব্যক্তিদের মধ্যে রয়েছে পানিটোলার বাসিন্দা ২৭ বছরের হুমেনজ্যোতি বড়ুয়া ওরফে সিয়র অসম এবং বাঘজানের বাসিন্দা ৩০ বছরের পাপু মোরান ওরফে মনোজ অসম। পুলিশের দাবি, দু'জনই নিষিদ্ধ সংগঠনটির স্বঘোষিত সেকেন্ড লেফটেন্যান্ট।আধিকারিকদের মতে, প্রাথমিক তদন্তে জানা গিয়েছে, ওই দুই ব্যক্তি অরুণাচল প্রদেশের জয়রামপুর হয়ে মায়ানমার থেকে অসমে প্রবেশ করে পরে তিনসুকিয়ার দিকে যায়। গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে জাগুন বাজারে একটি সুইফট গাড়ি আটক করে তাদের গ্রেফতার করা হয়।

তাদের কাছ থেকে দুটি একে-৫৬ অ্যাসল্ট রাইফেল, একে সিরিজের ১৭২ রাউন্ড গুলি, দুটি হ্যান্ড গ্রেনেড, ব্যাকপ্যাক, জঙ্গলে দীর্ঘদিন থাকার জন্য খাবার ও অন্যান্য সামগ্রী, সিরিঞ্জ এবং ওপিওয়েড-ভিত্তিক ওষুধ-সহ একটি মেডিকেল কিট এবং অন্যান্য যুদ্ধসামগ্রী উদ্ধার করা হয়।আধিকারিকরা জানান, প্রাথমিক তদন্তে ইঙ্গিত মিলেছে যে তিনসুকিয়া শহরে সাধারণ নাগরিকদের লক্ষ্য করে নির্বিচারে হামলা চালানোর জন্য ওই দু'জনকে ইউএলএফএ-আই-এর পক্ষ থেকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। হামলার উদ্দেশ্য ছিল সাধারণ মানুষের মধ্যে ভয় ও আতঙ্ক ছড়িয়ে দেওয়া বলে দাবি তদন্তকারীদের।

EDUCATIONAL NOTIFICATION

Dated the 7th August, 2026

Due to the availability of few vacant seats after 1st round of counseling, the 2nd round of Counseling process of TIT Lateral Entrance Examination (TITLEE)-2026 would be held at Multi Utility Hall of Mechanical Engineering Department, Tripura Institute of Technology, Narsingarh as per the following schedule till the availability of seats.

Date	Venue	Staggered Time
13/08/2026 Thursdays	Multi Utility Hall Mechanical Engg. Department, TIT, Narsingarh	Sharp at 10.30 PM

Candidates must report thirty minutes before the Schedule time of Counseling and put their attendance. Candidates would appear before the 'Board of Counseling' with all relevant documents in original.

(i) Downloaded Application Form of TITLEE 2026
(ii) Admit card TITLEE 2026
(iii) Diploma mark sheets(6th semester, 5th semester, 4th semester, 3rd semester, 2nd semester, 1st semester) in proper order
(iv) Class X mark sheet/Admit card where date of birth is mentioned
(v) PRTC
(vi) Category certificate[SC/ST/PWD/Ex-servicemen] etc
Also one set of photocopy of all the above mentioned documents in the same order with self-attestation must be submitted by the candidates.

Counseling would be strictly on the basis of merit position in TIT Lateral Entrance Examination (TITLEE)-2026 and reservation policy adopted by the Government of Tripura.

Any discrepancy / shortfall found in relevant document at any stage of the counseling and also at later stage, even after admission may lead to cancellation of the nomination/admission of the candidate.

All intending candidates who will be receiving 'Nomination Letter' from TITLEE - 2026 and willing to take admission in B.Tech 3rd Semester programmes of Tripura Institute of Technology (TIT), Narsingarh are hereby advised to visit admission portal of Tripura Institute of Technology **admissiontit.in** and read the detailed guideline related to B.Tech 3rd semester admission. Following the admission guideline, candidates are advised to pay admission fee, fill up the B.Tech Lateral Admission Form (admission form to be filled up in online mode only), Format of medical examination report and all other documents as mentioned in the detailed guideline related to B.Tech 3rd Semester Admission available in **admissiontit.in.** They are advised to come to TIT on any of the working days during 13.08.2026 to 14.08.2026 between 11:00 AM to 3:00 PM positively for taking admission. The detailed notification including guidelines is available in the Institute admission portal **admissiontit.in**

N.B.: For further information please visit the institute website www.titagartala.ac.in

(Prof. Aditi Datta)
Member Secretary, TITLEE-2026
TIT, Narsingarh, Tripura (W)

ICA/D-742/26

ত্রিপুরা সরকার
সংখ্যালঘু কল্যাণ দপ্তর

আগরতলা, পশ্চিম ত্রিপুরা

ONE TIME FINANCIAL SUPPORT

(শিক্ষাবর্ষ ২০২৬-২০২৭ বর্ধিত সময়সীমা সম্পর্কিত বিজ্ঞপ্তি)

এতদ্বারা সংখ্যালঘু জাতিভুক্ত অ-উপজাতি খ্রীষ্টান, অ-উপজাতি বৌদ্ধ, মুসলিম, শিখ, জৈন ছাত্র/ছাত্রীদের জানানো যাইতেছে যে রাজ্য সরকারের ঘোষিত প্রকল্প অনুযায়ী ত্রিপুরায় স্থায়ীভাবে বসবাসকারী আর্থিকভাবে দুর্বল (পরিবারের বার্ষিক আয় সর্বোচ্চ ২,৫০,০০০/- টাকা) সংখ্যালঘু জাতিভুক্ত ছাত্র/ছাত্রীদের সরকার অনুমোদিত যে কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন পেশাগত পাঠক্রমে পড়াশুনা করার জন্য নিম্নলিখিত শর্ত সাপেক্ষে এককালীন আর্থিক সহায়তা (One Time Financial Support) প্রদান করা হবে।

১) যে সকল ছাত্র/ছাত্রী ২০২৬-২৭ সালে কমপক্ষে ২ (দুই) বছরের পাঠক্রমের জন্য সরকার অনুমোদিত রাজ্যের এবং রাজ্যের বাইরে যে কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ২০২৬-২৭ সালে প্রথম বর্ষে ভর্তি হয়েছেন।

২) উক্ত প্রকল্পের সুবিধা মাত্র একবার এবং একটি বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের জন্যই প্রদান করা হবে।

৩) bms.tripura.gov.in (citizen mode) online এর মাধ্যমে One Time Financial Support Scheme এর সহায়তার জন্য আবেদন করার পূর্বে আবেদনকারীকে অবশ্যই online Ration Card এ নিজের নাম যাচাই করে নিতে হবে। Filled up BMS application form এবং প্রদত্ত তথ্যের (Documents) মধ্যে সদৃশ থাকতে লাগবে, অন্যথায় প্রার্থীকে অযোগ্য বলে গণ্য করা হবে। bms.tripura.gov.in (citizen mode) online এর মাধ্যমে আবেদন জমা দেওয়ার পর কোন সংশোধন করা যাবে না।

৪) যে সকল ছাত্র/ছাত্রীরা নূন্যতম ৫০ (পঞ্চাশ) শতাংশ নম্বরসহ মাধ্যমিক, উচ্চ-মাধ্যমিক এবং তার উপরের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছেন কেবলমাত্র সেই সকল ছাত্র/ছাত্রীরাই বর্ধিত সময়সীমা আগামী ১১/০৮/২০২৬ ইং তারিখ থেকে bms.tripura.gov.in (citizen mode) online এর মাধ্যমে One Time Financial Support Scheme এর সহায়তার জন্য আবেদন করতে পারবেন। এই সহায়তার জন্য তাদেরকে নিম্নোক্ত তথ্যাদির প্রত্যয়িত নকল সহ আগামী ২৭/০৮/২০২৬ ইং তারিখের মধ্যে bms.tripura.gov.in (citizen mode) online এর মাধ্যমে আবেদন করে আবেদন পত্রটি নিম্নলিখিত Documents এর প্রত্যয়িত নকল সহ আগামী ০৩/০৯/২০২৬ ইং তারিখের মধ্যে যাচাইকরণ (Verification) এর জন্য সংখ্যালঘু কল্যাণ দপ্তরে জমা দিতে হবে (সরকারি ছুটির দিনে আবেদন পত্র গ্রহণ করা হবে না)।

প্রয়োজনীয় নথিপত্র (সকল ডকুমেন্টসের স্বপ্রমাণিত নকল জমা দিতে হবে)

1. Filled up BMS application form
2. Mark-sheet of Madhyamik Examination
3. Mark-sheet of HS (+2 stage) Examination
4. Last year Mark sheet (Previous course) .
5. Self declaration of Minority community as per formet
6. PRTC
7. Ration Card
8. Aadhaar Card
9. 1st year Bonafide certificate & Fees structure (Original issued by Institute)
10. Copy of front page of Bank passbook (Aadhaar linked and KYC updated)
11. Original Income Certificate as issued from the concerned O/o of the SDM (not older than six months)
12. Other documents as required during verification

অনলাইন আবেদনের শেষ তারিখ ২৭/০৮/২০২৬

গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশিকা

৫) যে সকল ছাত্র/ছাত্রীর আবেদন State Level Verification এর পর যোগ্য বলে বিবেচিত হবে তাদের আবেদন পত্রটিই বিবেচনার জন্য গ্রহণ করা হবে।

৬) সংখ্যালঘু কল্যাণ দপ্তরের বাৎসরিক বাজেট বরাদ্দের উপর ভিত্তি করে এককালীন সহায়তা প্রদানের পাঠক্রম (Course) অনুসারে ছাত্র/ছাত্রীর সংখ্যা নির্ধারণ করা হবে এবং উক্ত প্রকল্পের Guideline অনুসারে মেধার ভিত্তিতে প্রার্থী নির্বাচন করা হবে এবং মেধা ভিত্তিতে নির্বাচিত প্রার্থীকে সকল মূল (Original) documents সংখ্যালঘু কল্যাণ দপ্তরে প্রদর্শিত করা বাধ্যতা মূলক, অন্যথায় প্রার্থীকে অযোগ্য বলে গণ্য করা হবে।

৭) এককালীন আর্থিক সহায়তার মোট ১,০০,০০০ (এক লক্ষ) টাকা দুই কিস্তির মাধ্যমে দেওয়া হবে। প্রথম কিস্তির ৫০,০০০ (পঞ্চাশ হাজার) টাকা দেওয়া হবে নির্দিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হওয়ার পর এবং দ্বিতীয় কিস্তির ৫০,০০০ (পঞ্চাশ হাজার) টাকা দেওয়া হবে নির্দিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রথম বর্ষের উত্তীর্ণের প্রমাণপত্র (Pass Certificate of 1st year course i.e. 1st & 2nd Semester Mark-sheet or 1st year Mark sheet) এবং দ্বিতীয় বর্ষের ভর্তির নিদর্শন দাখিলের পর। এখানে উল্লেখ করা যায়, শুধুমাত্র সংখ্যালঘু কল্যাণ দপ্তরের বাৎসরিক বাজেট বরাদ্দের উপর ভিত্তি করে এককালীন আর্থিক সহায়তার প্রথম এবং দ্বিতীয় কিস্তি প্রদান করা হবে।

উক্ত বর্ধিত সময়সীমার পর কোনো আবেদনপত্র জমা রাখা হবে না এবং এর জন্য কর্তৃপক্ষ দায়ী থাকবে না। বিস্তারিত বিবরণের জন্য সংখ্যালঘু কল্যাণ দপ্তর, আগরতলা, পশ্চিম ত্রিপুরা যোগাযোগ করতে পারেন অথবা সংখ্যালঘু কল্যাণ দপ্তরের ওয়েবসাইট এ বিস্তারিত দেখা যেতে পারে।

স্বাক্ষর
Sd/-
অধিকর্তা
সংখ্যালঘু কল্যাণ দপ্তর
ত্রিপুরা সরকার

০৩৮১- ২৩০০০৮৩/৬০৩৩২৭৭৯৮০ minoritieswelfare.tripura.gov.in

ICA/D-739/26

মহানগর গ্যাসের প্রতিনিধি সেজে সাইবার প্রতারণা, মুম্বইয়ে ৪.৯৮ লক্ষ টাকা হাতানোর অভিযোগে গ্রেফতার ২

মুম্বই, ৮ আগস্ট (আইএএনএস): মহানগর গ্যাস লিমিটেডের প্রতিনিধি পরিচয় দিয়ে এক ব্যক্তির কাছ থেকে প্রায় ৫ লক্ষ টাকা হাতিয়ে নেওয়ার অভিযোগে দুই ব্যক্তিকে গ্রেফতার করেছে মুম্বইয়ের দহিসর থানার পুলিশ। অভিযুক্তরা গ্যাসের বিল আপডেট করার নাম করে ভুক্তভোগীর মোবাইলে একটি ক্ষতিকর ফাইল ডাউনলোড করিয়ে তাঁর ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে প্রায় ৪.৯৮ লক্ষ টাকা সরিয়ে নেয় বলে অভিযোগ।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, অভিযুক্তরা ফোন করে নিজেদের মহানগর গ্যাস লিমিটেডের কর্মী হিসেবে পরিচয় দেয়। এরপর তারা জানায়, ভুক্তভোগীর গ্যাসের বিল আপডেট করা প্রয়োজন। এই প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ করার অজুহাতে তাঁকে মোবাইলে একটি ফাইল ডাউনলোড করতে বলা হয়।

ভুক্তভোগী ওই ফাইল ডাউনলোড করার পরই অভিযুক্তরা তাঁর মোবাইল ডিভাইসে প্রবেশাধিকার পেয়ে যায় এবং ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে প্রায় ৪.৯৮ লক্ষ টাকা হাতিয়ে নেয় বলে অভিযোগ।

তদন্তে পুলিশ জানতে পারে, প্রতারণার মাধ্যমে হাতানো অর্থ একাধিক ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে স্থানান্তর করা হয়েছিল। প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণ, ব্যাঙ্কের লেনদেনের নথি পরীক্ষা এবং ডিজিটাল ট্র্যাকিংয়ের মাধ্যমে তদন্তকারীরা অভিযুক্তদের শনাক্ত করে তাদের সন্ধান পান।গ্রেফতার হওয়া দুই অভিযুক্তের নাম আয়ুষ রাজেশ গুপ্ত এবং অঙ্কিত সঞ্জয় তিওয়ারি। পুলিশ জানিয়েছে, প্রতারণার টাকা গ্রহণ এবং বিভিন্ন অ্যাকাউন্টে ঘোরানোর জন্য অভিযুক্তরা ভুয়ো ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট ও ডিজিটাল মাধ্যম ব্যবহার করত।

গ্রেফতারের পর অভিযুক্তরা একই ধরনের আরও কোনও সাইবার প্রতারণার সঙ্গে যুক্ত কি না এবং এই চক্রে আরও কেউ জড়িত রয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখতে তদন্ত শুরু হয়েছে।দহিসর থানার পুলিশ নাগরিকদের অনলাইন প্রতারণা সম্পর্কে সতর্ক থাকার আবেদন জানিয়েছে।

বিলোনিয়ায় সরকারি সহায়ক মূল্যে ধান ক্রয় শুরু, প্রতি কুইন্টাল ২,৩৬৯ টাকা দরে ধান কিনবে সরকার, চলবে ৯ আগস্ট পর্যন্ত

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ৮ আগস্ট: কৃষকদের কাছ থেকে সরকারি সহায়ক মূল্যে ধান ক্রয়ের মধ্য দিয়ে ঋষ্যমুখ কৃষি মহকুমায় চলতি বছরের ধান ক্রয় কর্মসূচির সূচনা হয়েছে। রাজ্যের অন্যান্য এলাকার পাশাপাশি দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলাতেও সরকারি সহায়ক মূল্যে কৃষকদের কাছ থেকে ধান কেনার কাজ শুরু হয়েছে। ঋষ্যমুখ কৃষি মহকুমার উদ্যোগে ত্রিপুরা সরকারের খাদ্য ও জনসংভরণ দপ্তর এবং কৃষি ও কৃষক কল্যাণ দপ্তরের যৌথ ব্যবস্থাপনায় বিলোনিয়া কোল্ড স্টোরেজে ধান ক্রয় কেন্দ্র চালু করা হয়েছে। ৮ আগস্ট থেকে শুরু হওয়া এই কর্মসূচি আগামী ৯ আগস্ট পর্যন্ত চলবে। সরকারি সহায়ক মূল্যে প্রতি কেজি ধান ২৩ টাকা ৬৯ পয়সা অর্থাৎ প্রতি কুইন্টাল ২ হাজার ৩৬৯ টাকা দরে কৃষকদের কাছ থেকে ধান ক্রয় করা হচ্ছে। এর ফলে উৎপাদিত ধানের ন্যায্য মূল্য পেয়ে কৃষকরা উপকৃত হবেন বলে আশা করা হচ্ছে। শনিবার বিলোনিয়া আকাশবাণী অফিস সংলগ্ন কোল্ড স্টোরেজ প্রাঙ্গণে এক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে ধান ক্রয় কর্মসূচির আনুষ্ঠানিক সূচনা হয়। প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের শুভ উদ্বোধন করেন উপস্থিত অতিথিরা। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ঋষ্যমুখ পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান শম্ভুনাথ কর, বিলোনিয়া পুর পরিষদের চেয়ারপার্সন নিখিল চন্দ্র গোপ, বিশিষ্ট সমাজসেবী দ্বীপায়ন চৌধুরী, নকুল পাল, ঋষ্যমুখ কৃষি দপ্তরের তত্ত্বাবধায়ক সুজিত কুমার দাস, বিলোনিয়া খাদ্য দপ্তরের আধিকারিক মলয় চৌধুরী-সহ অন্যান্যরা। অনুষ্ঠানে সরকারি সহায়ক মূল্যে ধান ক্রয়ের গুরুত্ব ও কৃষকদের জন্য এই উদ্যোগের সুফল তুলে ধরে বক্তব্য রাখেন ঋষ্যমুখ পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান শম্ভুনাথ কর। কৃষকদের স্বার্থে সরকার নির্ধারিত মূল্যে ধান ক্রয়ের এই উদ্যোগ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে বলেও তিনি উল্লেখ করেন। সরকারি সহায়ক মূল্যে ধান ক্রয়ের ফলে কৃষকরা তাঁদের উৎপাদিত ফসলের ন্যায্য মূল্য পাবেন এবং এতে কৃষকদের আর্থিকভাবে উপকৃত হওয়ার পাশাপাশি কৃষিকাজে উৎসাহ আরও বাড়বে বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা।

আগরতলা রেলস্টেশনে ১২.৪৬৫ কেজি গাঁজা উদ্ধার, যুবক গ্রেপ্তার

আগরতলা, ৮ আগস্ট: আগরতলা রেলস্টেশনে অভিযান চালিয়ে বিপুল পরিমাণ গাঁজা সহ এক যুবককে গ্রেপ্তার করেছে আগরতলা জিআরপিএস। ধৃত যুবকের নাম হাচিবুল হোসেন (২৬)। জানা গেছে, আগরতলা জিআরপিএসের পুলিশ সদস্যরা রেলস্টেশনের ১ নম্বর প্ল্যাটফর্ম সংলগ্ন পার্কিং এলাকায় অভিযান চালান। সেখানেই সন্দেহভাজন অবস্থায় হাচিবুল হোসেনকে আটক করা হয়। তার সঙ্গে থাকা আকাশী রঙের একটি ট্রলি ব্যাগে তল্লাশি চালিয়ে মোট ১২.৪৬৫ কেজি গাঁজা উদ্ধার করা হয়। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, উদ্ধার হওয়া গাঁজার আনুমানিক কালোবাজারি মূল্য প্রায় ২ লক্ষ টাকা। ঘটনায় হাচিবুল হোসেনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তার বিরুদ্ধে এনডিপিএস আইনে মামলা গ্রহণ করে তদন্ত শুরু করেছে আগরতলা জিআরপিএস। উদ্ধার হওয়া গাঁজা কোথা থেকে আনা হয়েছিল এবং কোথায় পাচারের উদ্দেশ্য ছিল, তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

"থানসার ভবিষ্যৎ প্রজন্ম" স্লোগানে বাড়ছে, অথচ সময় যেন থমকে গেছে জম্পুইজলার শিবঠাকুরপাড়া স্কুলে

আগরতলা, ৮ আগস্ট: একদিকে "থানসার ভবিষ্যৎ প্রজন্ম" গড়ার স্লোগান, অন্যদিকে বেহাল পরিকাঠামোর মধ্যে চলছে পড়াশোনা। এমনই অভিযোগ উঠেছে জম্পুইজলা সাব-ডিভিশনের শিবঠাকুরপাড়া জে.বি. স্কুলকে ঘিরে। দীর্ঘদিন ধরে স্কুলে পর্যাপ্ত ক্লাসরুম, সঠিক বাউন্ডারি এবং বিশুদ্ধ পানীয় জলের সমস্যা থাকলেও এখনও পর্যন্ত কার্যকর ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ অভিভাবক ও এলাকাবাসীর। বর্তমানে ওই স্কুলে মাত্র ১১ জন ছাত্রছাত্রী এবং চারজন শিক্ষক রয়েছেন। কিন্তু পর্যাপ্ত পরিকাঠামোর অভাবে ছাত্রছাত্রীদের মাটিতে বসেই পড়াশোনা করতে হচ্ছে। স্কুলের নিরাপত্তা নিয়েও প্রশ্ন উঠছে বাউন্ডারি না থাকায়। স্থানীয়দের অভিযোগ, স্কুলের সমস্যাগুলি নিয়ে সংশ্লিষ্ট দপ্তরে একাধিকবার জানানো হলেও পরিস্থিতির কোনও পরিবর্তন হয়নি। দীর্ঘদিন ধরে একই সমস্যায় পড়ে রয়েছে স্কুলটি। ফলে ছোট ছোট ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষার পরিবেশ নিয়ে উদ্বেগ বাড়ছে অভিভাবকদের মধ্যে।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

কৈলাসহর চিনি বাগানে আন্তর্জাতিক জনজাতি দিবস উপলক্ষে কংগ্রেসের কর্মসূচি, প্রস্তুতি খতিয়ে দেখলেন জেলা সভাপতি

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ৮ আগস্ট: আন্তর্জাতিক জনজাতি দিবস উপলক্ষে আগামীকাল কৈলাশহর চিনি বাগান এলাকায় একদিনের বিশেষ কর্মসূচির আয়োজন করেছে ঊনকোটি জেলা কংগ্রেস। কর্মসূচিকে সফল করতে শুক্রবার চিনি বাগান এলাকা পরিদর্শন করে প্রস্তুতি খতিয়ে দেখেন জেলা কংগ্রেস সভাপতি মোঃ বদরুজ্জামান। পরিদর্শনকালে তাঁর সঙ্গে ছিলেন পি.সি.সি সদস্য রুদ্রেন্দু ভট্টাচার্য, কংগ্রেস নেতা দীপ সিনহা-সহ দলের অন্যান্য নেতৃবৃন্দ। জেলা কংগ্রেস সভাপতি মোঃ বদরুজ্জামান জানান, জনজাতি মানুষের অধিকার, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য ও উন্নয়নের বিষয়গুলি তুলে ধরতেই এই কর্মসূচির আয়োজন করা হয়েছে। পাশাপাশি জনজাতি সমাজের বিভিন্ন সমস্যা ও দাবি নিয়ে আলোচনা করা হবে। রাজ্য সরকারের জনজাতি বিরোধী নীতির অভিযোগের বিরুদ্ধেও দল সরব হবে বলে জানান তিনি। কংগ্রেস সূত্রে জানা গেছে, আগামীকালের কর্মসূচিতে সভা, আলোচনা ও জনজাতি সম্প্রদায়ের মানুষের সঙ্গে মতবিনিময়ের আয়োজন থাকবে। জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে কংগ্রেস কর্মী এবং জনজাতি সম্প্রদায়ের মানুষ কর্মসূচিতে অংশ নেবেন বলে দলীয় নেতৃত্বের আশা।

আলোচনা হয়েছেঃ মুখ্যমন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর

দিনের মধ্যেই আপনারা আলোচনার আসল বিষয় জানতে পারবেন। এখন পুরো বিষয়টি বলব না। সবকিছু চূড়ান্ত হওয়ার পরই জানাব। এদিকে ভিলেজ কমিটি নির্বাচনে বিজেপি মথার সঙ্গে কোনও সমঝোতা বা জোটে যাবে কি না, সাংবাদিকদের এই প্রশ্নেরও সরাসরি উত্তর দেননি মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, সব বিষয় নিয়েই আলোচনা হয়েছে। চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হলে তখন জানাতে পারব। বৈঠকের ফলাফল কবে স্পষ্ট হবে জানতে চাওয়া হলে মুখ্যমন্ত্রী সংক্ষিপ্তভাবে বলেন, শীঘ্রই জানতে পারবেন। মুখ্যমন্ত্রীর এই বক্তব্যকে ঘিরে আসন্ন ভিলেজ কমিটি নির্বাচনকে কেন্দ্র করে ত্রিপুরার রাজনৈতিক মহলে নতুন করে জল্পনা শুরু হয়েছে।

লড়বে বিজেপি ঃ অভিষেক

● প্রথম পাতার পর

তিনি। অভিষেক দেবরায় বলেন, নির্বাচনের আগে দলের সাংগঠনিক কাঠামো আরও মজবুত করার উপর গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। বৈঠকে নেতৃত্বের কাছ থেকে ইতিবাচক সাড়া পাওয়া গেছে এবং আগামী দিনে সংগঠন আরও শক্তিশালী হবে বলে তিনি আশাবাদী। একইসঙ্গে বিজেপি ঐক্যবদ্ধভাবেই নির্বাচনে লড়াই করবে বলে দাবি করেন প্রদেশ সভাপতি। তাঁর কথায়, বিজেপি এমন একটি দল, যেখানে সকলকে সঙ্গে নিয়ে এগিয়ে যাওয়ার নীতি রয়েছে। দল ঐক্যবদ্ধ রয়েছে এবং ঐক্যবদ্ধ শক্তি হিসেবেই নির্বাচনী ময়দানে নামবে বিজেপি। ভিলেজ কাউন্সিল নির্বাচন প্রসঙ্গে জোটের বিষয়টিও উঠে আসে। অভিষেক দেবরায় স্বীকার করেন, ভিসি নির্বাচনে বিজেপির জোটসঙ্গী রয়েছে। আসন সমঝোতা-সহ জোট সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয় নিয়ে বর্তমানে আলোচনা চলছে। সবকিছু চূড়ান্ত হওয়ার পর বিস্তারিত জানানো হবে বলে জানান তিনি।

বৈঠকে তিপরা মথার কোনও প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন কি না, জানতে চাওয়া হলে অভিষেক দেবরায় স্পষ্ট করে জানান, বৈঠকটি শুধুমাত্র বিজেপির নিজস্ব সাংগঠনিক বিষয় নিয়ে ছিল। মথার সঙ্গে বৈঠক নয় বলেও তিনি জানান। জোট সংক্রান্ত আলোচনা এখনও চলছে এবং বিষয়টি চূড়ান্ত হলে তা প্রকাশ্যে আসবে বলে জানান প্রদেশ বিজেপি সভাপতি। সব মিলিয়ে আসন্ন নির্বাচনকে সামনে রেখে সাংগঠনিক প্রস্তুতিতে জোর দিচ্ছে বিজেপি। দলকে আরও শক্তিশালী করে ঐক্যবদ্ধভাবে নির্বাচনী লড়াইয়ে নামাই এখন দলের মূল লক্ষ্য বলে জানিয়েছেন অভিষেক দেবরায়।

প্রয়াত গৌরী ভট্টাচার্য

● প্রথম পাতার পর

বরজলা কেন্দ্র থেকে সিপিআই(এম) প্রার্থী হিসেবে জয়ী হন তিনি। এরপর ১৯৮৩ সালের বিধানসভা নির্বাচনেও একই কেন্দ্র থেকে জয়লাভ করেন। ১৯৮৮ সাল পর্যন্ত তিনি বিধায়ক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। আজ সকালে তাঁর মরাদহ নিয়ে আসা হয় বিধানসভা প্রাঙ্গণ। সেখানে তাকে শেষ শ্রদ্ধা জানান বিধানসভার উপাধ্যক্ষ রামপ্রসাদ পাল পরিবহনমন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী মৎস্যমন্ত্রী সুধাংশু দাস শিল্পমন্ত্রী সান্তনা চাকমা ক্রীড়া মন্ত্রী টিংকু রায়। এরপর তার মরা দহ নিয়ে আসা হয় সিপিএম পার্টি অফিসে। এখানে দলীয় পতাকা দিয়ে রক্তিম অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন সিপিএম পার্টির সম্পাদক জিতেন্দ্র চৌধুরী। উপস্থিত ছিলেন পার্টির অন্যান্য নেতৃত্বরা। শোক যাত্রার মধ্য দিয়ে সম্পন্ন হয় শেষকৃত্য। দীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনে সংগঠনের প্রতি নিষ্ঠা, সাংগঠনিক শৃঙ্খলা এবং সাধারণ মানুষের বিভিন্ন আন্দোলনের প্রতি তাঁর দায়বদ্ধতা তাঁকে দলের কর্মী-সমর্থক ও আন্দোলনকর্মীদের মধ্যে বিশেষ মর্যাদা এনে দেয়। বিশেষ করে নারী আন্দোলনে তাঁর দীর্ঘদিনের ভূমিকা পরবর্তী প্রজন্মের কর্মীদের কাছেও অনুপ্রেরণার হয়ে ওঠে।

গৌরী ভট্টাচার্যের মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন ত্রিপুরার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা প্রবীণ সিপিআই(এম) নেতা মানিক সরকার। তিনি গৌরী ভট্টাচার্যের দীর্ঘ রাজনৈতিক জীবন এবং বাম আন্দোলন ও নারী আন্দোলনে তাঁর গুরুত্বপূর্ণ অবদানের কথা স্মরণ করেন।সিপিআই(এম) ত্রিপুরা রাজ্য সম্পাদক জিতেন্দ্র চৌধুরীও তাঁর প্রয়াণে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন। তিনি গৌরী ভট্টাচার্যকে একজন প্রবীণ ও নিষ্ঠাবান কমরেড হিসেবে স্মরণ করে বলেন, সংগঠন, নারী আন্দোলন এবং সাধারণ মানুষের সংগ্রামের প্রতি তাঁর জীবনভর অঙ্গীকার ছিল।

তাঁর প্রয়াণে দলের নেতা-কর্মী এবং বিভিন্ন গণআন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে শোকের ছায়া নেমে এসেছে। দীর্ঘদিনের এই লড়াকু কমরেডের আদর্শ ও সংগ্রামী ভূমিকা আগামী প্রজন্মের কর্মীদের অনুপ্রেরণা জোগাবে বলে স্মরণ করেছেন দলের নেতা ও কর্মীরা।

ঘিরে উত্তেজনা প্যারাডাইসে

● প্রথম পাতার পর

অনুমতির প্রয়োজন হচ্ছে, তা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন তাঁরা। পরিস্থিতির খবর পেয়ে দুপুর নাগাদ দলীয় কর্মী-সমর্থকদের নিয়ে প্যারাডাইস চৌমুহনী এলাকায় পৌঁছান বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মন। কিছুক্ষণের মধ্যেই ঘটনাস্থলে আসে পশ্চিম থানার পুলিশ, সদর মহকুমা পুলিশ আধিকারিক এবং আগরতলা পুর নিগমের আধিকারিকরা। দীর্ঘক্ষণ আধিকারিকদের সঙ্গে কথা বলেন বিধায়ক। আলোচনার একপর্যায়ে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মন দাবি করেন, বর্তমানে কোনও নির্বাচন আচরণবিধি চালু নেই। তাই সাধারণ কর্মসূচির ক্ষেত্রে পুর নিগম বা মহকুমা প্রশাসনের কাছ থেকে অতিরিক্ত অনুমতির প্রয়োজন নেই। তাঁর প্রশ্ন, যদি পুর নিগমের অনুমতি আবশ্যক হয়, তাহলে আরক্ষা প্রশাসন কীভাবে আগে কর্মসূচির অনুমতি দিল?

তিনি আরও বলেন, কর্মসূচি নির্ধারিত স্থানেই হবে। বাধা দেওয়া হলে তাঁকে গ্রেফতার করার চ্যালেঞ্জও জানান বিধায়ক। তাঁর বক্তব্য, প্রশাসন চাইলে ব্যবস্থা নিতে পারে, কিন্তু কংগ্রেস কর্মসূচি বাতিল করবে না। পরে সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে সুদীপ রায় বর্মন অভিযোগ করেন, প্যারাডাইস চৌমুহনী এলাকায় রাস্তার পাশে ছোট একটি মঞ্চ করে কর্মসূচি করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল। কিন্তু পুর নিগম সেই কর্মসূচিতে বাধা দিচ্ছে। একইসঙ্গে তিনি শাসক দলের বিভিন্ন কর্মসূচির ক্ষেত্রে প্রশাসনের অনুমতির বিষয়টি নিয়েও প্রশ্ন তোলেন।

বিধায়কের অভিযোগ, রাজনৈতিক চাপের কারণে পুলিশ ও প্রশাসন নিরপেক্ষভাবে কাজ করতে পারছে না। শাসকদলের কর্মসূচির ক্ষেত্রে এক ধরনের নিয়ম এবং বিরোধীদের ক্ষেত্রে অন্য ধরনের নিয়ম প্রয়োগ করা হচ্ছে বলেও অভিযোগ করেন তিনি। এদিন দীর্ঘক্ষণ ধরে প্রশাসন ও কংগ্রেস নেতৃত্বের মধ্যে টানাপোড়েনের জেরে প্যারাডাইস চৌমুহনী এলাকায় উত্তেজনাকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। শেষ পর্যন্ত যুব কংগ্রেসের কর্মসূচি কীভাবে এবং কোথায় অনুষ্ঠিত হবে, তা নিয়ে প্রশাসনের সঙ্গে আলোচনা চলতে থাকে।

আবারও রক্তাক্ত আসাম-আগরতলা জাতীয় সড়ক

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ৮ আগস্ট: ফের রক্তাক্ত আসাম-আগরতলা জাতীয় সড়ক। তেলিয়ামুড়ার নেতাজিনগর এলাকায় টমটম ও দূরপাল্লার লরির মুখোমুখি সংঘর্ষে গুরুতর জখম হলেন এক যুবক টমটম চালক। দুর্ঘটনার পর দীর্ঘক্ষণ গাড়ির ভিতরে আটকে থাকতে হয় তাঁকে। স্থানীয় বাসিন্দা, সাংবাদিক ও দমকল কর্মীদের দীর্ঘ প্রচেষ্টায় অবশেষে তাঁকে উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠানো হয়। পরে শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ায় তাঁকে আগরতলার জিবিপি হাসপাতালে রেফার করা হয়েছে। জানা গেছে, শুক্রবার গভীর রাতে তেলিয়ামুড়া থানাধীন নেতাজিনগর এলাকায় এই দুর্ঘটনা ঘটে। রাত আনুমানিক ১১টা নাগাদ টিআর-০৬-এ-১৯৭৬ নম্বরের একটি মহিন্দ্রা টমটম তেলিয়ামুড়া থেকে চাকমাঘাটের দিকে যাচ্ছিল। সেই সময় একটি দূরপাল্লার লরির সঙ্গে টমটমটির মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। সংঘর্ষের তীব্রতা এতটাই বেশি ছিল যে টমটমটির সামনের ও পেছনের অংশ দুমড়ে-মুচড়ে যায়। গাড়ির ভিতরেই আটকে পড়েন চালক। দুর্ঘটনাটি প্রথম দেখতে পান স্থানীয় দুই সাংবাদিক রাহুল পাল ও মৃন্ময় রায়। তাঁদের চিৎকার শুনে ছুটে আসেন স্থানীয় বাসিন্দারা। পরে দমকল বাহিনীকে খবর দেওয়া হয়। দমকল কর্মী ও স্থানীয়দের যৌথ প্রচেষ্টায় শুরু হয় উদ্ধার অভিযান। প্রায় ৪০ মিনিটেরও বেশি সময় ধরে চেষ্টার পর গুরুতর আহত চালককে গাড়ির ভিতর থেকে বের করে আনা সম্ভব হয়। পরে দমকলের গাড়িতে করে তাঁকে তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। দমকল আধিকারিক জানান, আহত টমটম চালকের নাম দীপ্তনু সরকার, বয়স ১৮ বছর। তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতালে প্রাথমিক চিকিৎসার পর তাঁর শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে চিকিৎসকরা উন্নত চিকিৎসার জন্য আগরতলার জিবিপি হাসপাতালে রেফার করেন। এদিকে, দুর্ঘটনার পর ফের প্রশ্নের মুখে পড়েছে জাতীয় সড়কে দুর্ঘটনাগ্রস্তদের দ্রুত উদ্ধারের পরিকাঠামো। প্রত্যক্ষদর্শীদের অভিযোগ, আধুনিক উদ্ধার সরঞ্জামের অভাবে আহত যুবককে দ্রুত গাড়ির ভিতর থেকে বের করা সম্ভব হয়নি। জাতীয় সড়কে বারবার দুর্ঘটনা এবং আহতদের দীর্ঘ সময় গাড়ির ভিতরে আটকে থাকার ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন স্থানীয়রা। তাঁদের দাবি, বড় ধরনের দুর্ঘটনার ক্ষেত্রে দ্রুত উদ্ধারকাজ চালানোর জন্য আধুনিক সরঞ্জাম ও পর্যাপ্ত পরিকাঠামো নিশ্চিত করা জরুরি। উল্লেখ্য, গত বছর চাকমাঘাট এলাকায় একই ধরনের দুর্ঘটনায় লরিচালক মিহির দেবনাথ দীর্ঘ সময় গাড়ির ভিতরে আটকে থাকার পর প্রাণ হারিয়েছিলেন বলে জানা যায়। এদিকে, দুর্ঘটনার প্রকৃত কারণ খতিয়ে দেখতে তদন্ত শুরু করেছে তেলিয়ামুড়া থানার পুলিশ।

যুবককে মারধর, মামলা

● প্রথম পাতার পর

করা হয়েছে। ঘটনার পর রুবেলের পরিবারের সদস্যরা সোনামুড়া থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগের ভিত্তিতে ছয়জনের বিরুদ্ধে মামলা গ্রহণ করেছে পুলিশ। ঘটনার সঙ্গে মাদক পাচারের কোনও যোগসূত্র রয়েছে কি না, পাশাপাশি হামলার প্রকৃত কারণ কী, তা খতিয়ে দেখতে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। ওই ঘটনাকে কেন্দ্র করে সোনাপুর এলাকায় চাপা উত্তেজনা বিরাজ করছে। তবে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রয়েছে বলে জানা গেছে। তদন্তের পরই ঘটনার প্রকৃত কারণ এবং অভিযুক্তদের ভূমিকা স্পষ্ট হবে।

আগরতলা স্মার্ট সিটির কাজ

● প্রথম পাতার পর

প্রকল্পগুলির গুণগত মান বজায় রাখার বিষয়েও গুরুত্ব দেওয়া হয়। এছাড়াও রাজ্যের বিভিন্ন জাতীয় সড়ক এবং পূর্ত দপ্তরের অধীনস্থ সড়কগুলির মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে বৈঠকে আলোচনা হয়। সড়কগুলির বর্তমান পরিস্থিতি, প্রয়োজনীয় মেরামত এবং রক্ষণাবেক্ষণের কাজ দ্রুত বাস্তবায়নের বিষয়েও গুরুত্ব দেওয়া হয়। বৈঠকে সংশ্লিষ্ট দপ্তরগুলির মধ্যে সমন্বয় আরও জোরদার করে উন্নয়নমূলক কাজ দ্রুত এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়।

গড়বে তরুণরাই ঃ মোদি

● প্রথম পাতার পর

পরিকাঠামোকে শক্তিশালী করা এবং তরুণ গবেষকদের উৎসাহিত করতে সরকারের বিভিন্ন উদ্যোগের কথাও উল্লেখ করেন তিনি। মোদি বলেন, প্রধানমন্ত্রী রিসার্চ ফেলোশিপের মাধ্যমে মেধাবী তরুণরা গবেষণার সুযোগ পাচ্ছেন। নতুন ধারণা ও উদ্ভাবনকে এগিয়ে নিয়ে যেতে 'রিসার্চ, ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড ইনোভেশন স্কিম' চালু করা হয়েছে। পাশাপাশি, দেশে বিজ্ঞান ও গবেষণায় নতুন গতি আনতে ন্যাশনাল রিসার্চ ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। গবেষণা ক্ষেত্রে ১ লক্ষ কোটি টাকা পর্যন্ত অর্থের সংস্থান করা হচ্ছে বলেও জানান তিনি। 'ওয়ান নেশন, ওয়ান সাবস্ক্রিপশন' উদ্যোগের কথাও তুলে ধরেন প্রধানমন্ত্রী। তাঁর দাবি, এর মাধ্যমে দেশের প্রত্যন্ত ছোট শহরগুলিতেও কোনও অতিরিক্ত খরচ ছাড়াই বিশ্বের মর্যাদাপূর্ণ গবেষণা জার্নালগুলিতে প্রবেশাধিকার পাওয়া যাচ্ছে। ভারতের তরুণ প্রতিভাদের কাছে জ্ঞান, গবেষণার উপকরণ এবং আন্তর্জাতিক স্তরে প্রতিযোগিতা ও অবদান রাখার মতো সুযোগ পৌঁছে দেওয়ার উপরও জোর দেন প্রধানমন্ত্রী। অনুষ্ঠানে কৃতী পড়ুয়াদের হাতে আইআইটি দিল্লির বিভিন্ন মর্যাদাপূর্ণ অ্যাকাডেমিক সম্মান তুলে দেন মোদি। পুরস্কারের মধ্যে ছিল প্রেসিডেন্টস গোল্ড মেডেল, ডিরেক্টরস গোল্ড মেডেল, শঙ্কর দয়াল শর্মা গোল্ড মেডেল এবং পারফেক্ট টেন গোল্ড মেডেল। এদিন আইআইটি দিল্লির সোনিপত ক্যাম্পাসে 'পরম প্রজ্ঞা' নামে এআই-চালিত একটি উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন সুপারকম্পিউটিং পরিকাঠামোরও ভার্চুয়ালি উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী। এই পরিকাঠামো প্রতিষ্ঠানের কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, ডেটা সায়েন্স, অ্যাডভান্সড কম্পিউটিং এবং বিভিন্ন শাখার সমন্বিত গবেষণার সক্ষমতা আরও বাড়াবে বলে আশা করা হচ্ছে।

বদল আনবেই ঃ রাহুল

● প্রথম পাতার পর

একাধিক ঘটনার তালিকা তিনি গুনে গুনে বলতে পারেন বলেও দাবি করেন রাহুল। প্রয়াগরাজের সঙ্গে তাঁর পারিবারিক সম্পর্কের কথাও তুলে ধরেন কংগ্রেস নেতা। তিনি বলেন, তাঁর পরিবারের বাড়ি ছিল এই শহরে এবং এখানে এসে তাঁর সবসময় ভালো লাগে। একসময় প্রয়াগরাজ জ্ঞানচর্চার অন্যতম কেন্দ্র ছিল বলেও মন্তব্য করেন তিনি। রাহুল বলেন, আজ আমি আপনাদের সঙ্গে তিনটি বিষয় নিয়ে কথা বলতে এসেছি, দুঃখ, ডেটা এবং সম্পদ।

দেশের তরুণ প্রজন্মকে ভারতের সবচেয়ে বড় শক্তি হিসেবে তুলে ধরে তিনি বলেন, দেশে প্রায় ৪০ কোটি যুবক-যুবতী রয়েছেন। তাঁর মতে, একবিংশ শতাব্দীতে ভারতের অর্থনীতি ও ভবিষ্যৎ মূলত দুটি শক্তির উপর নির্ভর করবে যুবশক্তি এবং ডেটা। তিনি বলেন, যুবশক্তি সাথে ডেটা হল একবিংশ শতাব্দীর অর্থনীতি।

রাহুলের বক্তব্য, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা এআই-এর যুগে ডেটার গুরুত্ব অপরিসীম। তরুণদের উদ্দেশে তিনি বলেন, তাঁদের ডেটা ছাড়া এআই-এর কোনও অর্থ নেই। ডেটা ব্যবহার করে এআই তৈরি করা সম্ভব, কিন্তু এআই দিয়ে ডেটা তৈরি করা যায় না।

তিনি আরও বলেন, দেশের তরুণদের মেধা, সক্ষমতা এবং কল্পনাশক্তিই ভারতের আসল সম্পদ। বিশ্বের সবচেয়ে বড় যুব জনসংখ্যার দেশগুলির মধ্যে ভারত অন্যতম। এই যুবশক্তির সম্ভাবনাকে কাজে লাগিয়েই দেশের ভবিষ্যৎ তৈরি হবে বলে দাবি করেন তিনি।

তবে একইসঙ্গে শিক্ষা ও কর্মসংস্থানের বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেন রাহুল। তাঁর অভিযোগ, শিক্ষার নামে পরিবারের কাছ থেকে বিপুল অর্থ নেওয়া হচ্ছে। বিশেষ করে মেডিক্যাল ও ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষার জন্য কোটি কোটি টাকা খরচ করেও বহু তরুণ শেষ পর্যন্ত উপযুক্ত কর্মসংস্থানের সুযোগ পাচ্ছেন না।

রাহুলের দাবি, দেশে প্রতি হাজার যুবকের মধ্যে মাত্র ১২ জনের মতো চাকরির সুযোগ তৈরি হচ্ছে। তাঁর বক্তব্য, শুধু ডিগ্রি বা সার্টিফিকেট পেলেই কর্মসংস্থান নিশ্চিত হচ্ছে না।ডেটা নিয়েও কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে আক্রমণ শানান তিনি। রাহুলের অভিযোগ, সাধারণ মানুষের ডেটা সংগ্রহ করে তা বড় শিল্পগোষ্ঠীর হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছে। একইসঙ্গে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ও বিনোদনমূলক কনটেন্টে তরুণদের ব্যস্ত রাখাকে তিনি একবিংশ শতাব্দীর 'নেশা' বলে মন্তব্য করেন।

তিনি বলেন, তরুণদের হাতে বিপুল সম্ভাবনা ও ডেটা থাকলেও তাঁরা এমন একটি ব্যবস্থার মধ্যে আটকে রয়েছেন, যা তাঁদের সেই শক্তিকে পুরোপুরি কাজে লাগাতে দিচ্ছে না। অনুষ্ঠানে উপস্থিত বেশ কয়েকজন ছাত্রও মঞ্চে উঠে রাহুল গান্ধীর সঙ্গে নিজেদের সমস্যা ও অভিজ্ঞতার কথা তুলে ধরেন। তাঁদের বক্তব্য শোনেন বিরোধী দলনেতা এবং ছাত্রদের বিভিন্ন দাবির প্রতি সমর্থন জানান।

শোকস্তব্ধ নিদয়া

● প্রথম পাতার পর

প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখান থেকে তাকে কাঠালিয়া সামাজিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে রেফার করা হলে চিকিৎসক পরীক্ষা করে মৃত বলে ঘোষণা করেন। ঘটনার খবর পেয়ে যাত্রাপুর থানার সাব-ইন্সপেক্টর বিজয় চক্রবর্তী-সহ পুলিশকর্মীরা ঘটনাস্থলে যান। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। মৃতদেহ ময়নাতদন্তের পর মৃত্যুর সঠিক কারণ সম্পর্কে বিস্তারিত জানা যাবে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গেছে। এদিকে একমাত্র মেয়েকে হারিয়ে কান্নায় ভেঙে পড়েছেন মা পারুল বেগম। স্বামীকে হারানোর পর অন্যের বাড়িতে কাজ করে তিন সন্তানকে মানুষ করার যে লড়াই তিনি চালিয়ে যাচ্ছিলেন, তার মাঝেই এমন মর্মান্তিক ঘটনায় এলাকায় নেমে এসেছে শোকের ছায়া।

সাফল্য অর্জন করা সম্ভব

● আটের পাতার পর

সংস্কৃতি উভয়ই একটি সুস্থ প্রগতিশীল মানবিক সমাজ গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, রাজ্যে এখন সিন্থেটিক টার্ফ ফুটবল মাঠ, সিন্থেটিক হকি মাঠ, উন্নতমানের সুইমিং পুল, সিন্থেটিক অ্যাথলেটিক ট্র্যাক প্রভৃতি পরিকাঠামো গড়ে তোলা হয়েছে। কৈলাসহর ও উদয়পুরে দুটি মাল্টিপারপাস স্পোর্টস ইন্ডোর হল নির্মাণের কাজ চলছে। বাধারঘাটে দশরথ দেব স্পোর্টস কমপ্লেক্সে ২০০ শয্যা বিশিষ্ট স্পোর্টস হোস্টেল নির্মাণের কাজ চলছে। বাধারঘাটস্থিত দশরথ দেব স্টেডিয়ামে ৩০ হাজার দর্শক আসন বিশিষ্ট গ্যালারি নির্মাণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এন.এস.আর.সি.সি.-তে একটি স্পোর্টস হল নির্মাণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী আশা প্রকাশ করেন এই ব্যাডমিন্টন প্রতিযোগিতা থেকে আগামীদিনে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক মানের খেলোয়াড়রা উঠে আসবেন এবং ত্রিপুরার নাম আরও উজ্জ্বল করবেন। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন ত্রিপুরা ব্যাডমিন্টন অ্যাসোসিয়েশনের কার্যকরি সভাপতি রতন সাহা। তিনি বলেন, ব্যাডমিন্টন অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে আয়োজিত ৫৪তম ত্রিপুরা স্টেট ব্যাডমিন্টন চ্যাম্পিয়নশিপ অনূর্ধ ১৯, সিনিয়র ও ভেটারেন বিভাগে ৮ আগস্ট থেকে ১০ আগস্ট পর্যন্ত চলবে। অনুষ্ঠানে তাছাড়া বক্তব্য রাখেন আগরতলা পুরনিগমের সেন্ট্রাল জোনের চেয়ারপার্সন রত্না দত্ত। তিনি বলেন, ত্রিপুরা নতুন দিশায় এখন হাটছে। যার ফলে নতুন নতুন প্রতিভা উঠে আসছে এবং তারা সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে ত্রিপুরার নাম উজ্জ্বল করছে। অনুষ্ঠানে তাছাড়াও উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা ক্রীড়া পর্ষদের সচিব সুকান্ত ঘোষ।

আশঙ্কা, আতঙ্কে পথচারীরা

● আটের পাতার পর

ক্ষয়ক্ষতি দেখা দিয়েছে। বিষয়টি সংবাদমাধ্যমে তুলে ধরার পরও এক মাস পেরিয়ে গেলেও সংশ্লিষ্ট দপ্তরের পক্ষ থেকে কার্যকর কোনও পদক্ষেপ চোখে পড়েনি। ফলে ক্ষোভ বাড়ছে সাধারণ মানুষের মধ্যে। এখন প্রশ্ন উঠছে, বড় কোনও দুর্ঘটনা ঘটার পরই কি নড়েচড়ে বসবে সংশ্লিষ্ট দপ্তর, নাকি তার আগেই ঝুঁকিপূর্ণ এই সেতুটির সংস্কারে নেওয়া হবে কার্যকর পদক্ষেপ? স্থানীয় বাসিন্দা ও পথচারীদের দাবি, দ্রুত সেতুটির পরিদর্শন করে ক্ষতিগ্রস্ত অংশগুলি চিহ্নিত করে সংস্কার করা হোক। পাশাপাশি, সংস্কারের কাজ সম্পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত পথচারীদের নিরাপত্তার জন্য প্রয়োজনীয় সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণেরও দাবি জানিয়েছেন তাঁরা।

বাইপাস পরিদর্শনে আইজি

● আটের পাতার পর

অভিযোগ উঠেছে। তদন্তে সিপাহীজলা জেলার বিভিন্ন এলাকার সঙ্গে নেশা সামগ্রীর নেটওয়ার্কের যোগসূত্রের কথাও সামনে এসেছে বলে জানা গেছে। পুলিশের কাছে একাধিক সন্দেহভাজন নেশা কারবারির নাম রয়েছে বলেও বিভিন্ন সূত্রে দাবি করা হচ্ছে। সূত্রের দাবি, এই চক্রের সঙ্গে যুক্ত কয়েকজন দেশের বাইরে আত্মগোপন করে রয়েছে। তবে এসব দাবির আনুষ্ঠানিক সত্যতা এখনও পুলিশের পক্ষ থেকে নিশ্চিত করা হয়নি। এদিকে, রাজ্যের পুলিশমন্ত্রী বারবার নেশা কারবারি, পাচারকারী এবং অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে জড়িতদের বিরুদ্ধে নিরপেক্ষভাবে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার কথা বলে আসছেন। সেই পরিস্থিতিতে বিশালগড় ও সিপাহীজলা জেলায় একের পর এক অপরাধের ঘটনা এবং কিছু ক্ষেত্রে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে দ্রুত ব্যবস্থা না নেওয়ার অভিযোগ ঘিরে পুলিশের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। বিশালগড় বাইপাসসহ সংবেদনশীল এলাকাগুলিতে অপরাধ দমনে পুলিশের নজরদারি আরও জোরদার করা হবে কি না, আইজি আইনশৃঙ্খলার শনিবারের পরিদর্শনের পর সেই প্রশ্নই এখন সামনে। পাশাপাশি, অপরাধচক্রের সঙ্গে কোনও প্রভাবশালী মহলের যোগ রয়েছে কি না, তা নিয়েও নানা মহলে আলোচনা শুরু হয়েছে।

উদ্বিগ্ন শিক্ষক-শিক্ষিকারা

● আটের পাতার পর

দিনের পর দিন চুরি ও অসামাজিক কার্যকলাপের ঘটনা বেড়েই চলেছে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ভিতরে এমন ঘটনায় স্বাভাবিকভাবেই ছাত্রছাত্রীদের মধ্যেও আতঙ্ক ও বিভ্রান্তি তৈরি হয়েছে। স্কুলের নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করার পাশাপাশি চুরি ও অসামাজিক কার্যকলাপের সঙ্গে জড়িতদের বিরুদ্ধে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি উঠেছে।

তবে স্কুল কর্তৃপক্ষের তোলা মাদক ব্যবসা বা প্রশাসনের নিষ্ক্রিয়তার অভিযোগের স্বাধীন সত্যতা তাৎক্ষণিকভাবে যাচাই করা সম্ভব হয়নি। এখন এই অভিযোগ প্রকাশ্যে আসার পর শিক্ষা দপ্তর ও প্রশাসন কী পদক্ষেপ গ্রহণ করে, সেদিকেই তাকিয়ে রয়েছেন শিক্ষক-শিক্ষিকা, অভিভাবক এবং স্থানীয় বাসিন্দারা।

যুব কংগ্রেসের ডেপুটেশন

● আটের পাতার পর

মাধ্যমে রিচার্জের নামে গ্রাহক হয়রানি বন্ধ, টিএসইসিএল-এর ঠিকাদারদের বকেয়া বিল দ্রুত পরিশোধ এবং বিদ্যুৎ দপ্তরের শূন্যপদে দ্রুত কর্মী নিয়োগ। যুব কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের হুঁশিয়ারি, সাধারণ মানুষের স্বার্থে দ্রুত দাবিগুলি পূরণ না হলে আগামী দিনে বৃহত্তর আন্দোলনে নামবে সংগঠন।

ব্রাউন সুগার বিক্রেতা আটক

● আটের পাতার পর

ব্যক্তির বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট ধারায় মামলা গ্রহণ করেছে পশ্চিম আগরতলা থানার পুলিশ। উদ্ধার হওয়া নেশাজাতীয় সামগ্রীর উৎস এবং এই কারবারের সঙ্গে আরও কেউ জড়িত রয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, রাজধানীসহ রাজ্যের বিভিন্ন এলাকায় নেশা কারবারিদের বিরুদ্ধে এ ধরনের অভিযান আগামী দিনেও অব্যাহত থাকবে।

পরিদর্শন ত্রিপুরা প্রতিনিধিদলের

● আটের পাতার পর

নিয়েও বিস্তারিত আলোচনা হয়। ত্রিপুরার প্রতিনিধিদলের পক্ষ থেকে জানানো হয়, গুয়াহাটির এই পরিদর্শন রাজ্যের চা সরবরাহ ব্যবস্থা আরও শক্তিশালী করা এবং চা উৎপাদকদের বাজারে প্রবেশের সুযোগ বাড়ানোর ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ধারণা দিয়েছে। জানা গেছে, গুয়াহাটি চা নিলাম কেন্দ্রের অনুসৃত বেশ কিছু পদ্ধতি আগরতলায় প্রস্তাবিত চা নিলাম কেন্দ্রে গ্রহণ করা হতে পারে। নতুন কেন্দ্র চালু হলে চায়ের ভালো দাম পাওয়ার সুযোগ বাড়ার পাশাপাশি বিপণন প্রক্রিয়া আরও সুসংগঠিত হবে বলে আশা করা হচ্ছে। আগরতলা চা নিলাম কেন্দ্র চালু হলে ত্রিপুরার চা শিল্প আরও সংগঠিত হওয়ার পাশাপাশি জাতীয় চা বাজারে রাজ্যের অবস্থান শক্তিশালী হবে বলেও মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা।

অঙ্গন

পিতৃহারা লিয়োনেল মেসি! দীর্ঘ দিন অসুস্থ থাকার পর প্রয়াত জর্জ মেসি

বিশ্বকাপ শেষ হওয়ার পর এক মাসও হয়নি। তার আগেই বাবাকে হারালেন লিয়োনেল মেসি। শনিবার এই খবর জানা গিয়েছে। আর্জেন্টিনার রোসারিয়োয় মেসির বাবার মৃত্যু হয়েছে। বয়স হয়েছিল ৬৮ বছর। মেসির পরিবার এখনও কিছু বলেনি। তবে মেসির ছোটবেলার ক্লাব নিউওয়েলস ওল্ড বয়েজ একটি বিবৃতিতে জর্জের প্রয়াণের খবর জানিয়েছে। এ ছাড়া স্পেনের সংবাদমাধ্যম 'মার্কা', ইংল্যান্ডের সংবাদমাধ্যম 'দ্য সান'-এও মেসির বাবার প্রয়াণের সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে।"অত্যন্ত দুঃখ এবং শোকের সঙ্গে ক্লাবের তরফে বিদায় জানানো হচ্ছে জর্জ মেসিকে, যিনি ৬৮ বছর বয়সে রোসারিয়ো শহরে মারা গিয়েছেন। ওল্ড বয়েজের সমর্থক, ব্যবসায়ী এবং লিয়োনেল মেসির বাবা হিসাবেই তিনি বেশি পরিচিত ছিলেন। স্ত্রী সেলিয়া কুচ্চিতিনিকে পাশে নিয়ে দূরদৃষ্টি, যত্ন এবং আবেগ নিয়ে বিশ্বের অন্যতম সেরা ফুটবলারের পাশে ছিলেন। মেসির জীবনের স্তম্ভ ছিলেন তিনি। তাঁর ধারাবাহিক সহযোগিতা, পিছন থেকে সমর্থন মেসিকে প্রতিটা পদক্ষেপে এগিয়ে দিয়েছে। ওঁর জন্যই আর্জেন্টিনার ফুটবল আজ বিশ্বের শীর্ষে পৌঁছতে পেরেছে। মেসিকে আর্জেন্টিনার রং চেনানোর জন্য অনেক ধন্যবাদ।"মেসির জীবনে তাঁর বাবার অবদান অনেক। বিশেষ করে শুরুর দিকের বছরগুলিতে। খুব ছোট বয়সে মেসিকে সই করিয়েছিল বার্সেলোনা। তখনও দেশের বাইরে কোথাও যাননি মেসি। সেই সময় বাবা জর্জই ছেলেকে নিয়ে বার্সেলোনায় পাড়ি দিয়েছিলেন। বাকি পরিবার ছিল রোসারিয়োতেই। সেই সময় সামনে অনেক অনিশ্চয়তা ছিল। তা সবই কাটিয়ে উঠেছিলেন জর্জ। বরাবর মেসির পাশে থেকেছেন। তাঁকে নতুন জীবনের সঙ্গে মানিয়ে নিতে সাহায্য করেছেন।মেসির বড় হয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে জর্জের ভূমিকাও বদলাতে থাকে। তিনি মেসির পেশাদার জীবনের খেয়াল রাখতেন। অনেক দিন কাজ করেছেন তাঁর এজেন্ট হিসাবেও। বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তে তাঁর হাত ছিল। তবে সংবাদমাধ্যমের সামনে কখনও আসতেন না। চাইতেন দূরত্ব বজায় রাখার।বিশ্বকাপের প্রথম ম্যাচে হ্যাটট্রিক করার পর কেঁদে ফেলেছিলেন মেসি। পরে বলেছিলেন, "হ্যাঁ, আমি কেঁদে ফেলেছিলাম। তবে ফুটবলের সঙ্গে তার কোনও সম্পর্ক নেই। গত কয়েকটা দিন খুব কঠিন ছিল। কঠিন সময় কাটিয়েছি। জটিল সময় কাটিয়েছি। সেগুলোই মনে পড়ছিল। ফুটবলের সঙ্গে কোনও সম্পর্ক নেই।"পরে জানা গিয়েছিল, মেসির বাবা অসুস্থ। পরিবারের তরফে 'ইএসপিএন'-কে দেওয়া একটি বিবৃতিতে জানানো হয়েছিল, চিকিৎসকদের পর্যবেক্ষণে রয়েছেন মেসির বাবা জর্জ। ধীরে ধীরে সুস্থ হচ্ছেন। আগের থেকে ভাল আছেন।" জর্জের অসুস্থতা নিয়ে যে ভাবে সংবাদমাধ্যমে ভুয়ো খবর ছড়ানো হচ্ছিল তা নিয়েও একহাত নেওয়া হয়েছিল পরিবারের তরফে। তাঁদের দাবি ছিল, সরকারি ভাবে না জানানো সত্ত্বেও এই জল্পনা একেবারেই কাম্য নয়।এর পরেও জল্পনা থামেনি। বিশ্বকাপের মাঝেই আর্জেন্টিনার এক নামকরা টেলিভিশন চ্যানেলের সাংবাদিক ফ্লোরেন্সিয়া পেনা জানিয়েছিলেন, মেসির বাবা প্রয়াত। তিনি 'লুজু টিভি'তে কাজ করতেন। আলজেরিয়া ম্যাচের পর সরাসরি সম্প্রচার চলাকালীন পেনা বলেছিলেন, "আমি খারাপ খবরটা বলতে চাই না। কিন্তু মেসির বাবা কিছু ক্ষণ আগেই মারা গিয়েছেন। হঠাৎ করেই ঘটনাটি ঘটেছে। ঠিক বিশ্বকাপের মাঝে।" সঙ্গে সঙ্গে সেই খবর ছড়িয়ে পড়েছিল সমাজমাধ্যমে। ব্যাপক শোরগোল শুরু হয়েছিল। পরে পেনা জানিয়েছিলেন, এই খবরটি এখনও নিশ্চিত নয়। পরে মেসির পরিবার বিবৃতি দিয়ে জানিয়েছিল, খবরটি ভুয়ো। তার পরেই কাঁদতে কাঁদতে চাকরি ছেড়েছিলেন পেনা। এক বিবৃতিতে তিনি বলেছিলেন, "মেসির পরিবারের কাছে ক্ষমা চাইছি। এত বড় ভুল কথা বলার জন্য নিজের কাছেই লজ্জিত।"

পাঁচ গোলে জিতল ইস্টবেঙ্গল! ডুরান্ড কাপে সাউথ ইউনাইটেডকে হারিয়ে কোয়ার্টার ফাইনাল প্রায় নিশ্চিত লাল-হলুদের

মোহনবাগানের মতো আট গোল হল না। তবে পাঁচ গোল হল। শুক্রবার যুবভারতীতে বেঙ্গালুরুর সাউথ ইউনাইটেডকে ৫-০ গোলে হারিয়ে কোয়ার্টার ফাইনাল প্রায় নিশ্চিত করে ফেলল ইস্টবেঙ্গল। গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন হওয়া হচ্ছে না। তবে সেরা দুই দ্বিতীয় স্থানাধিকারী দলের একজন হয়ে শেষ আটে যাওয়ার সুযোগ রয়েছে ইস্টবেঙ্গলের সামনে। গোলপার্থক্যে এগিয়ে থাকায় অ্যাডভান্টেজ তাদেরই।মোহনবাগানের বিরুদ্ধে সাউথ ইউনাইটেড কোনও প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারেনি। ইস্টবেঙ্গলের বিরুদ্ধেও পারল না। গোটা ম্যাচে দাপট দেখা গিয়েছে লাল-হলুদ ফুটবলারদেরই। আরও একটু তাগিদ নিয়ে খেললে ব্যবধান আরও বাড়তে পারত। মরসুমের প্রথম গোল করতে মহম্মদ রশিদ। ইস্টবেঙ্গলের জার্সি গায়ে অভিষেক হয়েছে অস্ট্রেলীয় স্ট্রাইকার ক্রিস ইকনোমিডিসেরও।ম্যাচের শুরুতেই ইস্টবেঙ্গলের কাছে সুযোগ এসেছিল। জেসিন বক্সে ঢুকে পড়েছিলেন। কিন্তু সঠিক শট মারতে পারেননি। তবে ৬ মিনিটের মাথায় অসাধারণ গোল করেন দানি। ডান প্রান্তে রশিদের থেকে বল পেয়েছিলেন। একটু ভেতরে বক্সের বাইরে থেকে বাঁ পায়ে নিখুঁত শট মারেন। বারে লেগে গোলে ঢুকে যায় বল। বিপক্ষের গোলকিপারের কিছুই করার ছিল। সঙ্গে সঙ্গে রামিরেজকে এসে জড়িয়ে ধরেন রশিদ।কয়েক মিনিট পরে রামিরেজ একটি ফ্রিকিক নিয়েছিলেন। তা বাঁচিয়ে দেন সাউথ ইউনাইটেড গোলকিপার। ম্যাচ যত এগোতে থাকে, তত ইস্টবেঙ্গলের দাপট বাড়তে থাকে। নাচো মনসালভেসের একটি প্রয়াস ব্যর্থ হয়। ২৪ মিনিটে ইস্টবেঙ্গলের দ্বিতীয় গোল করেন রশিদ। কর্নার থেকে ইস্টবেঙ্গলের এক ফুটবলার পিছনে হেড করেছিলেন। সেখান থেকে নিজে হেড করে বল জালে জড়ান রশিদ।কিছু ক্ষণ পরেই পর পর দু'টি সুযোগ নষ্ট করে ইস্টবেঙ্গল। প্রথমে রামিরেজের ডান পায়ের শট বিপক্ষ গোলকিপার বাঁচান। ফিরতি বলে রামিরেজের বাঁ পায়ের শট লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়। দু'মিনিট পরে রামিরেজ বল সাজিয়ে দিয়েছিলেন পি ভি বিষ্ণুর উদ্দেশে। বিষ্ণু গোলকিপারের মাথার উপর দিয়ে গোল করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু সেটি গোল পেরিয়ে জালের উপর পড়ে।দ্বিতীয়ার্ধে শুরুতে বিপিন সিংহকে নামান কোচ আন্তোনিয়ো হাবাস। বাঁ প্রান্ত অনেক সচল হয়ে ওঠে। ইস্টবেঙ্গলের আক্রমণের সামনে কড়া রক্ষণের দিকেই মন দিয়েছিল সাউথ ইউনাইটেড। তবু সামাল দিতে পারছিল না। ৬১ মিনিটে খেলার বিপরীতেই একটি সুযোগ পেয়েছিল তারা। মাঝমাঠে দানিয়াল বল ধরে সামনে একা পেয়েছিলেন ইস্টবেঙ্গলের গোলকিপার গৌরবকে। কিন্তু তাঁর শট লক্ষ্যের বাইরে যায়।ইস্টবেঙ্গল জেগে উঠে ব্যবধান আরও বাড়ানোর দিকে মন দেয়। ৭৩ মিনিটে তৃতীয় গোল করেন হার্দিক ভট্ট। দূর থেকে শট নিয়েছিলেন তিনি। গোলকিপার বাঁচানোর চেষ্টা করলেও তাঁর হাতে লেগে বল গোলে ঢুকে যায়। ৮১ মিনিটে ৪-০ করেন বিপিন। বাঁ প্রান্ত থেকে ভেসে আসা ক্রস কাজে লাগিয়ে গোল করেন তিনি।খেলার একদম শেষ কিকে গোল করেন ডেভিড লালানসাঙ্গা। বক্সের মধ্যে বলের নিয়ন্ত্রণ হারিয়েছিলেন সাউথ ইউনাইটেডের ফুটবলারেরা। ডেভিড বল ধরে নিয়ন্ত্রণ করে বাঁ পায়ের শটে গোল করেন।

বাংলাদেশে ফিরতে চান শাকিব, চাইছেন বিশ্বকাপ খেলতেও দেশের জার্সি পরার সম্ভাবনাই নেই, জানাল সে দেশের সরকার

সম্প্রতি এক সাংবাদিক বৈঠকে বাংলাদেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশে ফেরার ইচ্ছাপ্রকাশ করেছেন। একই কথা জানালেন বাংলাদেশের ক্রিকেটার শাকিব আল হাসানও, যিনি হাসিনা সরকারের ঘনিষ্ঠ বলেই পরিচিত। শাকিবের ইচ্ছা আবার দেশের জার্সি গায়ে বিশ্বকাপ খেলারও। তবে বাংলাদেশ সরকারের এক মন্ত্রী জানিয়েছেন, তেমন সম্ভাবনাই নেই।হাসিনার সাংবাদিক বৈঠকে ভার্চুয়ালি হাজির থাকতে দেখা গিয়েছিল শাকিবকে। সে দিন রাতেই তাঁর মাগুরার বাড়িতে আগুন ধরিয়ে দেয় জনতা। এ বার সংবাদসংস্থা 'রয়টার্স'কে দেওয়া সাক্ষাৎকারে শাকিব বলেছেন, "যদি সরকারের থেকে নিরাপত্তার ব্যাপারে পূর্ণ নিশ্চয়তা পাই, তা হলে খুশি মনে দেশে ফিরতে রাজি। আদালতে যাবতীয় মামলাতেও হাজিরা দিতে এবং সব রকম সহযোগিতা করতে রাজি আছি। আমি জানি কিছু করিনি।" শাকিবের বিরুদ্ধে নিজের দেশে খুনের অভিযোগ রয়েছে। দেশে ফিরলেই তাঁকে গ্রেফতার করা হতে পারে। সেটা জেনেও স্বদেশে ফেরার কথা শোনা গিয়েছে তাঁর মুখে। তিনি কি হাসিনার সঙ্গেই ডিসেম্বরে দেশে ফিরতে পারেন? শাকিবের জবাব, "অধিনায়ক যেটা বলবেন আমরা সেটাই অনুসরণ করব। আমার ধারণা, ওঁরা বিষয়টা ভাল বোঝেন। যা নির্দেশ দেবেন সেটাই পালন করব।""রয়টার্স"-এর প্রতিবেদন অনুযায়ী, হাসিনার সঙ্গে ভার্চুয়াল সাংবাদিক বৈঠকে হাজির হয়ে কোনও ভুল করেছেন বলে মনে করেন না শাকিব। তাঁর দাবি, স্রেফ শান্তি এবং বাংলাদেশের উন্নতি চেয়ে হাজির হয়েছিলেন। কোনও আক্ষেপ নেই। শাকিবের দাবি, আগের সরকারের অভ্যন্তরীণ, আইন, পুলিশ এবং ক্রীড়ামন্ত্রীকে চিঠি লিখে অনুরোধ করেছিলেন যাতে তাঁর বিরুদ্ধে সাজানো মামলাগুলি তুলে নেওয়া হয়। কোনও উত্তর পাননি। এমনকি প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের সঙ্গেও যোগাযোগের চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছেন।শাকিব জানিয়েছেন, অবসরের জন্য আর বেশি দিন অপেক্ষা করবেন না। তাঁর কথায়, "এখন বিভিন্ন দেশে ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগে খেলছি। বেশ ভাল লাগছে। খেলাটা উপভোগ করছি এবং ভাল খেলছিও। কিন্তু এখন বয়স আমার পাশে নেই। তাই বেশিদিন অপেক্ষা করা যাবে না।"শাকিবের বিশ্বকাপ খেলার প্রসঙ্গে বাংলাদেশের যুব ও ক্রীড়ামন্ত্রী আমিনুল হক জানিয়েছেন, আগে শাকিবকে নিয়ে নরম মনোভাব নেওয়া হলেও, হাসিনার সঙ্গে সাংবাদিক বৈঠকে হাজির হওয়ার পর পরিস্থিতি বদলে গিয়েছে। আমিনুলের কথায়, "আমরা বেশ নমনীয়তা এবং সহনশীলতার সঙ্গেই শাকিবের বিষয়টি দেখছিলাম। কিন্তু ক'দিন আগে যে ঘটনা ঘটেছে, তার পর আর ও ভাবে দেখার কোনও প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় না।"বাংলাদেশে তাঁর যাবতীয় ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ করে রাখা নিয়েও সরব হয়েছেন শাকিব। বলেছেন, "গত ১০ বছরে দেশে সবচেয়ে বেশি টাকা কর দিয়েছি আমি। তার পরেও দেড় বছর ধরে সেই ব্যক্তির অ্যাকাউন্ট বন্ধ করে রাখা হয়েছে তদন্তের স্বার্থে। যা তথ্য চাইবেন সব দিয়ে দেব। কিছু না পেলে দয়া করে ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট খুলে দিন।"

AFFIDAVIT

Dipa Majumdar (old name) W/o Mr. Bidyut Bikash Dhar, D/O Lt. Bijoy Krishna Majumdar, resident of Town Bardowali south side of Gangail Road, Agt, P.O - Agartala, P/S- West Agartala, District West Tripura 799001 do hereby declare that I have changed my name from Dipa Majumdar (old name) to Dipa Majumder (New/correct name) and henceforth I shall know as Dipa Majumder (New/Correct name) in all purpose vide affidavit no Agt/47/Jul/Date 16/July/2026. Dipa Majumder (New/correct name) and Dipa Majumdar (old name) both are same and one identical person.

ইংল্যান্ডের ফুটবল দলেও পাওয়া গেল 'বেন স্টোকস'-কে!

একাধিক বার পানশালায় গিয়ে মারপিটের ঘটনায় নাম জড়িয়েছে বেন স্টোকসের। সাম্প্রতিক একটি ঘটনার জেরে তাঁর ক্রিকেটজীবনই শেষ হয়ে গিয়েছে। স্টোকসের মতো আচরণ করার অভিযোগ উঠেছে ইংল্যান্ডের ফুটবল দলের এক খেলোয়াড়ের বিরুদ্ধে। তিনিও পানশালায় গিয়ে মারামারি করে পুলিশের খাতায় নাম তুলেছেন। এ বার তাঁকে আদালতে হাজিরা দিতে হবে।সেই ফুটবলারের নাম ইভান টনি। তিনি ইংল্যান্ডের হয়ে বিশ্বকাপেও খেলেছেন। ক্লাব ফুটবল খেলেন সৌদি আরবের আল আহলিতে। ৩০ বছরের স্ট্রাইকার গত বছরের ৬ ডিসেম্বর লন্ডনের সোহোর ওয়ার্ডুর স্ট্রিটের একটি পানশালায় গিয়ে মারামারি করেছিলেন অন্যদের সঙ্গে। শারীরিক আঘাতও করেছিলেন। তদন্তের পর পুলিশ টনিকে দোষী সাব্যস্ত করেছে। আগামী ২৪ সেপ্টেম্বর টনিকে ওয়েস্টমিনস্টার ম্যাজিস্ট্রেটস কোর্টে হাজিরা দিতে হবে। সূত্রের খবর, টনি আইনি লড়াই লড়বেন। তাঁর বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগের আইনি ভাবেই জবাব দিতে চান। টনির আইনজীবী বলেছেন, "ইভান পুলিশি তদন্ত মেনে নিয়েছে। কিন্তু যে ভাবে ওকে দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছে তাতে ও অবাক। আদালতের সামনে ও নিজের বক্তব্য রাখতে চায়।"বিশ্বকাপে ইংল্যান্ডের দলে ছিলেন টনি। তিনি ফ্রান্সের বিরুদ্ধে ব্রোঞ্জ পদকের ম্যাচে খেলেও ছিলেন। নর্দ্যাম্পটন ক্লাব থেকে উত্থান শুরু। সেখান থেকে ২০১৫-য় নিউক্যাসলে যোগ দেন। তবে পিটারবরো ইউনাইটেডে থাকাকালীন তিনি সকলের নজরে আসেন। প্রচুর গোল করার সুবাদে একের পর এক প্রস্তাব পান। ২০২০-তে যোগ দেন ব্রেন্টফোর্ডে। ইংল্যান্ড দলেও সুযোগ পেয়ে যান। ২০২৩-এ অভিষেক হয়।

জাতীয় ট্রায়াথলন চ্যাম্পিয়নশিপে অংশ নিতে রাজ্য দল ঘোষণা, তুলে দেওয়া হলো জার্সি

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ আগস্ট।। আগামী ১৫ ও ১৬ আগস্ট অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে 'আইটিএফ অনূর্ধ-২৩ এবং সিনিয়র জাতীয় ট্রায়াথলন চ্যাম্পিয়নশিপ ২০২৬'। এই মর্যাদাপূর্ণ জাতীয় প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে যাচ্ছে ত্রিপুরা রাজ্য ট্রায়াথলন দল। আসন্ন এই প্রতিযোগিতার জন্য সম্প্রতি রাজ্য দল চূড়ান্ত করা হয়েছে। ঘোষিত দলে সিনিয়র পুরুষ বিভাগে প্রতিনিধিত্ব করবেন শুভজিৎ দে। অন্যদিকে, অনূর্ধ-২৩ পুরুষ বিভাগে স্থান পেয়েছেন হৃদয় বর্মন, দুলাশীষ মজুমদার ও আমার মেসেন এবং অনূর্ধ-২৩ নারী বিভাগে মনোনীত হয়েছেন অনুষা ভৌমিক ও অনন্যা দেব। জাতীয় মঞ্চে রাজ্যের নাম উজ্জ্বল করার লক্ষ্যে আগামীকাল সকালেই রাজ্য দলটি প্রতিযোগিতাস্থলের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হবে।আসন্ন জাতীয় আসরে অংশগ্রহণের পূর্বে আজ, শনিবার বিকেলে ত্রিপুরা ট্রায়াথলন অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে আয়োজিত এক বিশেষ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে রাজ্য দলের খেলোয়াড়দের হাতে আনুষ্ঠানিকভাবে অফিসিয়াল জার্সি তুলে দেওয়া হয়। উক্ত জার্সি প্রদান অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে খেলোয়াড়দের উৎসাহিত করেন ত্রিপুরা অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি পদ্মশ্রী ড. দীপা কর্মকার এবং সাধারণ সম্পাদক সুজিত রায়। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা ট্রায়াথলন অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি অমিয় কুমার দাস, সম্পাদক হিমাদ্রী দেবরায় সহ অন্যান্য শীর্ষ কর্মকর্তারা। অনুষ্ঠানে আগত অতিথিবৃন্দ রাজ্য দলের সাফল্য কামনা করে খেলোয়াড়দের শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানান।

নিয়ম রক্ষার ম্যাচে পুলিশ রিক্রিয়েশনকে হারিয়ে বীরেন্দ্র ক্লাবের টানা দ্বিতীয় জয়

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ আগস্ট।। ত্রিপুরা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে আয়োজিত সোনার তরী বি-ডিভিশন ফুটবল লিগ টুর্নামেন্টের ৩২তম ম্যাচে বড় জয় পেয়েছে বীরেন্দ্র ক্লাব। শনিবার উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে নৈশালোকে অনুষ্ঠিত এই নিয়ম রক্ষার ম্যাচে পুলিশ রিক্রিয়েশন ক্লাবকে ৫-১ গোলের বিশাল ব্যবধানে হারিয়ে মাঠ ছাড়ে তারা। ম্যাচের ৩ মিনিটের মাথায় প্রীতম সরকার গোল করে বীরেন্দ্র ক্লাবকে এগিয়ে দেন। এরপর ৪২ মিনিটে সঞ্জয় জমাতিয়া ও ৪৯ মিনিটে রবিউল হাসান গোল করে জয়ের পথ সহজ করেন। ম্যাচের ৭৫ মিনিটে পুলিশ রিক্রিয়েশনের পক্ষে পাপু রিয়াং একটি গোল শোধ করলেও, শেষ মুহূর্তে প্রীতম সরকার ৮৩ ও ৮৫ মিনিটে পরপর দুটি গোল করে নিজের হ্যাটট্রিক সম্পূর্ণ করেন। ম্যাচ পরিচালনায় ছিলেন রেফারি আদিত্য দেববর্মা, বিশ্বজিৎ নাথ, বিশ্বজিৎ পাল ও প্রণয় পাল। ম্যাচে কড়া ফুটবলের জেরে পুলিশ রিক্রিয়েশনের বাদল দেববর্মা (১৩ মি.) এবং বীরেন্দ্র ক্লাবের প্রীতম সরকার (৩২ মি.) ও সঞ্জয় জমাতিয়া (৫৯ মি.) হলুদ কার্ড দেখেন। উল্লেখ্য, প্রথম চারটি ম্যাচে হারের পর সরোজ সংঘের সঙ্গে গোলশূন্য ড্র করে পয়েন্টের খাতা খুলেছিল বীরেন্দ্র ক্লাব। এরপর ষষ্ঠ ম্যাচে নবোদয় সংঘকে ৫-০ গোলে হারানোর পর সপ্তম ম্যাচে এটি তাদের টানা দ্বিতীয় জয়। অন্যদিকে, এই টুর্নামেন্টে নবোদয় সংঘকে ২-০ গোলে পরাজিত করা এবং চারটি ম্যাচ ড্র করা পুলিশ রিক্রিয়েশন ক্লাবের জন্য এটিই ছিল বি-ডিভিশন লিগের অন্তিম ম্যাচ।

মহিলা ফুটবল : রামকৃষ্ণ সেবা আশ্রমকে হারিয়ে টানা দ্বিতীয় জয় জম্পুইজলার

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ আগস্ট।। ত্রিপুরা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন পরিচালিত বৈকুণ্ঠ নাথ স্মৃতি মহিলা ফুটবল লিগের সপ্তম ম্যাচে সহজ জয় তুলে নিয়েছে জম্পুইজলা প্লে সেন্টার। শনিবার বেলা তিনটায় আয়োজিত উভয় দলের দ্বিতীয় এই খেলায় রামকৃষ্ণ সেবা আশ্রম সংঘকে ৩-০ গোলের ব্যবধানে পরাজিত করে জম্পুইজলা। ম্যাচের শুরু থেকেই আক্রমণাত্মক মেজাজে থাকা জম্পুইজলা ৮ মিনিটের মাথায় সীমা দেববর্মার গোলে লিড নেয়। ১৭ মিনিটের মাথায় নেকে কে গোল করে দলের ব্যবধান দ্বিগুণ করেন। এরপর ৬৫ মিনিটে সম্পালি রিয়াং দলের হয়ে তৃতীয় গোলটি করে জম্পুইজলার টানা দ্বিতীয় জয় সুনিশ্চিত করেন। অসামান্য নৈপুণ্য দেখিয়ে ম্যাচের সেরা খেলোয়াড় হন নেকে কে। ম্যাচ পরিচালনায় ছিলেন রেফারি বিশ্বজিৎ নাথ, বিশ্বজিৎ পাল, প্রনয় পাল ও উজ্জ্বল দাস। উল্লেখ্য, নিজেদের প্রথম ম্যাচে ত্রিপুরা পুলিশ রিক্রিয়েশন ক্লাবকে ১-০ ব্যবধানে পরাজিত করেছিল জম্পুইজলা প্লে সেন্টার। অন্যদিকে, রামকৃষ্ণ সেবা আশ্রম সংঘ নিজেদের প্রথম ম্যাচে ডিয়ার ক্লাবকে ৫-১ গোলে হারিয়ে শুভসূচনা করলেও এই ম্যাচে জয়ের ধারা বজায় রাখতে পারেনি। প্রতিযোগিতার পরবর্তী ম্যাচে আগামীকাল রবিবার সন্ধ্যা ছয়টায় নৈশালোকে মুখোমুখি হবে ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুল এবং ডিয়ার ক্লাব।

শ্রীলঙ্কার দ্বিতীয় সারির দলের কাছেই বেরিয়ে পড়ল ভারতীয় বোলারদের হতশ্রী দশা, প্রস্তুতি ম্যাচে খুঁজেই পাওয়া গেল না সিরাজদের

আসল সিরিজ এখনও শুরু হয়নি। কিন্তু প্রস্তুতি ম্যাচের প্রথম দিনই বুঝিয়ে দিল ভারতীয়দের কাছে শ্রীলঙ্কা সফর কেমন যেতে চলেছে। যশপ্রীত বুমরাহ-হীন ভারতীয় দলের যে প্রচুর কাজ বাকি তা বোঝা গিয়েছে প্রথম দিনেই। পেসার থেকে স্পিনার, শ্রীলঙ্কার দ্বিতীয় সারির ব্যাটারদের সামনে কেউই পাত্তা পেলেন না। অনায়াসে রান তুলল শ্রীলঙ্কা। প্রথম দিনের শেষে ৯০ ওভারে তারা ৮ উইকেটে ৩৬৩ রান তুলেছে।যে হেতু এই ম্যাচকে প্রথম শ্রেণির ম্যাচের মর্যাদা দেওয়া হচ্ছে না, তাই দুই দল প্রথম দু'দিন ৯০ ওভার করে ব্যাট করবে। তৃতীয় দিন ৪৫ ওভার করে ব্যাট করবে। অর্থাৎ শনিবার ভারতীয় দল ব্যাট করবে।প্রথম দিনের শেষে গৌতম গম্ভীর এবং শুভমন গিলকে অনেক কিছু নিয়ে ভাবতে হবে। এই ম্যাচে খেলানো হয়েছে সারাংশ জৈনকে। প্রথম দিন ১১ ওভারে ৫৪ রান দিয়ে একটিও উইকেট পাননি। কুলদীপ যাদব (২/৭৬) এবং মানব সুতারকে (১/৩০) পেরিয়ে তাঁর প্রথম একাদশে ঢোকা কঠিন। রবীন্দ্র জাডেজাকেও (২/৬৪) খুব একটা আহামরি লাগেনি।পাঁচ সপ্তাহ পর লাল বলের ক্রিকেট খেলতে নেমে পেসারেরাও দাগ কাটতে পারেননি। বিপক্ষ ব্যাটারদের বুকে ভয় ধরাতে তাঁরা ব্যর্থ। কুলদীপ শেষ দিকে নিজের ছন্দ ফিরে না পেলে আরও রান করত শ্রীলঙ্কা।প্রথম দিনে শ্রীলঙ্কার তরুণে প্রজন্মের দাপটই দেখা গিয়েছে। তাঁদের কয়েক জন সবে টেস্টজীবন শুরু করেছেন। ননডেসক্রিপ্টস ক্রিকেট ক্লাবের মাঠে বোলারদের জন্য তেমন কিছু ছিল না। শ্রীলঙ্কার অনভিজ্ঞরাও অনায়াসে ভারতীয় বোলারদের খেলে দিয়েছেন।দু'জন শ্রীলঙ্কা ব্যাটারের কথা বলতেই হবে। প্রথম জন ওপেনার নিশান ফার্নান্ডো (৬৬)। তিনি মহম্মদ সিরাজ (০/৪৪) এবং প্রসিদ্ধ কৃষ্ণের (০/৩২) অনায়াসে খেলে দেন। একটু হলেও সমস্যায় ফেলেন গুরনুর ব্রার (১/৪৯)। কিন্তু রান দিয়েছেন তিনি। ফার্নান্ডো সম্প্রতি ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফরে গিয়ে টেস্ট খেলেছেন।ওপেনিং জুটি নিশান ১১০ রান তুলে দেন রাবিন্দু রাসান্তার (৭১) সঙ্গে। এতটাই দ্রুতগতিতে রান তুলেছেন যে ভারতীয় বোলারদের দিশেহারা দেখিয়েছে। ফার্নান্ডো রান-আউট না হলে আরও বেশি রান তুলতে পারতেন।দ্বিতীয় উল্লেখযোগ্য ব্যাটার হলেন সোনাল দিনুশা (৫২)। তাঁর টেকনিক ছিল অসাধারণ। তিনিই একমাত্র ব্যাটার যিনি কুলদীপের বল একদম ঠিকঠাক খেলছিলেন। একটি ছয়ও মেরেছেন। যদিও ভারতীয় বোলারদের মধ্যে কুলদীপকেও একমাত্র ভাল দেখিয়েছে।

ইংল্যান্ডের ফুটবল দলেও পাওয়া গেল 'বেন স্টোকস'-কে! পানশালায় মারামারি করে পুলিশের খাতায় নাম তুললেন বিশ্বকাপ খেলা তারকা

একাধিক বার পানশালায় গিয়ে মারপিটের ঘটনায় নাম জড়িয়েছে বেন স্টোকসের। সাম্প্রতিক একটি ঘটনার জেরে তাঁর ক্রিকেটজীবনই শেষ হয়ে গিয়েছে। স্টোকসের মতো আচরণ করার অভিযোগ উঠেছে ইংল্যান্ডের ফুটবল দলের এক খেলোয়াড়ের বিরুদ্ধে। তিনিও পানশালায় গিয়ে মারামারি করে পুলিশের খাতায় নাম তুলেছেন। এ বার তাঁকে আদালতে হাজিরা দিতে হবে।সেই ফুটবলারের নাম ইভান টনি। তিনি ইংল্যান্ডের হয়ে বিশ্বকাপেও খেলেছেন। ক্লাব ফুটবল খেলেন সৌদি আরবের আল আহলিতে। ৩০ বছরের স্ট্রাইকার গত বছরের ৬ ডিসেম্বর লন্ডনের সোহোর ওয়ার্ডুর স্ট্রিটের একটি পানশালায় গিয়ে মারামারি করেছিলেন অন্যদের সঙ্গে। শারীরিক আঘাতও করেছিলেন। তদন্তের পর পুলিশ টনিকে দোষী সাব্যস্ত করেছে। আগামী ২৪ সেপ্টেম্বর টনিকে ওয়েস্টমিনস্টার ম্যাজিস্ট্রেটস কোর্টে হাজিরা দিতে হবে। সূত্রের খবর, টনি আইনি লড়াই লড়বেন। তাঁর বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগের আইনি ভাবেই জবাব দিতে চান। টনির আইনজীবী বলেছেন, "ইভান পুলিশি তদন্ত মেনে নিয়েছে। কিন্তু যে ভাবে ওকে দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছে তাতে ও অবাক। আদালতের সামনে ও নিজের বক্তব্য রাখতে চায়।"বিশ্বকাপে ইংল্যান্ডের দলে ছিলেন টনি। তিনি ফ্রান্সের বিরুদ্ধে ব্রোঞ্জ পদকের ম্যাচে খেলেও ছিলেন। নর্দ্যাম্পটন ক্লাব থেকে উত্থান শুরু। সেখান থেকে ২০১৫-য় নিউক্যাসলে যোগ দেন। তবে পিটারবরো ইউনাইটেডে থাকাকালীন তিনি সকলের নজরে আসেন। প্রচুর গোল করার সুবাদে একের পর এক প্রস্তাব পান। ২০২০-তে যোগ দেন ব্রেন্টফোর্ডে। ইংল্যান্ড দলেও সুযোগ পেয়ে যান। ২০২৩-এ অভিষেক হয়।

ধাক্কা শুভমনদের শিবিরে, ভারতীয় দল থেকে ছিটকে গেলেন ব্যাটার, শিকে ছিঁড়তে পারে বিদ্রোহী ক্রিকেটারের

সত্যি হল আশঙ্কা। শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজ থেকে ছিটকে গেলেন সাই সুদর্শন। গোড়ালির চোটে ভুগছেন বাঁ হাতি ব্যাটার। চোটের জন্য গত ৪ অগস্ট দলের সঙ্গে তিনি শ্রীলঙ্কায় যাননি। বেঙ্গালুরুতে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিসিআই) সেন্টার অফ এক্সেলেন্সেই (সিওই) ছিলেন। পরিবর্ত হিসাবে শোনা যাচ্ছে দুই ব্যাটারের নাম।শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজের আগে ধাক্কা ভারতীয় শিবিরে। জসপ্রীত বুমরাহের পর ছিটকে গেলেন সুদর্শনও। ফিটনেস পরীক্ষা দিয়ে প্রথম টেস্টের আগে তাঁর শ্রীলঙ্কায় যাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু চোট সম্পূর্ণ ঠিক না হওয়ায় তাঁর খেলার সম্ভাবনা নেই। শনিবার বিসিসিআই সরকারি ভাবে সুদর্শনের ছিটকে যাওয়ার কথা জানিয়েছে।সুদর্শন ছিটকে যাওয়ায় ব্যাটিং অর্ডার নিয়ে নতুন করে পরিকল্পনা করতে হবে গৌতম গম্ভীর, শুভমন গিলদের। কারণ টেস্টে সুদর্শনকে তিন নম্বরে খেলান গম্ভীর। তাঁর পরিবর্ত হিসাবে শ্রীলঙ্কায় কাউকে পাঠানো হবে কি না, তা জানায়নি বিসিসিআই। পরিবর্ত হিসাবে দু'জনের নাম শোনা যাচ্ছে। সরফরাজ খান অথবা শেখ রশিদকে শ্রীলঙ্কায় পাঠানো হতে পারে। সরফরাজ গত এক সপ্তাহ ধরে সিওইতে রয়েছেন। বার বার দলে সুযোগ না পেয়ে শনিবারই তিনি হতাশা প্রকাশ করেছেন। ভারত 'এ' দলের হয়ে শ্রীলঙ্কা সফরে যাওয়া রশিদকেও ডেকে পাঠানো হয়েছে সিওইতে।সুদর্শনের অনুপস্থিতিতে প্রথম একাদশে ঢুকতে পারেন দেবদত্ত পড়িক্কল। শ্রীলঙ্কা ক্রিকেট একাদশের বিরুদ্ধে প্রস্তুতি ম্যাচে শনিবার শতরান করেছেন তিনি। ১০৩ রান করার পর মাঠ ছাড়েন অন্যদের ব্যাট করার সুযোগ করে দিতে।

■ Phone : 9862797843/9436123720, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2021-2023

শহরে নিগমের উচ্ছেদ অভিযান ভাঙ্গা হল অস্থায়ী দোকানপাট

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ আগস্ট: শহরের ফুটপাত দখলমুক্ত করতে পুরনিগমের অভিযান অব্যাহত রয়েছে। আজ দুপুরে প্যারাডাইস চৌমুহনী থেকে পোস্ট অফিস পর্যন্ত এলাকায় অভিযান চালায় পুরনিগমের কর্মীরা। অভিযানে রাস্তার পাশে দিনভর ও রাতের বেলা বসানো একাধিক ভেন্ডার সরিয়ে দেওয়া হয়। বিশেষ করে ফাস্ট ফুডের বেশ কয়েকটি ভেন্ডার দীর্ঘ সময় রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে থাকার কারণে ফুটপাত ও পথ চলাচলের জায়গা দখল করে রেখেছিল। সেগুলিও উচ্ছেদ করে পুরনিগমের কর্মীরা। এদিন সিটি সেন্টারের সামনে বেআইনিভাবে গড়ে ওঠা একটি অস্থায়ী ফুলের দোকানও বুলডোজার দিয়ে ভেঙে দেওয়া হয়। ওই দোকানটি দীর্ঘদিন ধরে ফুটপাতের একটি অংশ দখল করে ছিল। পুরনিগমের কর্মীদের বক্তব্য, শহরের ফুটপাত সাধারণ মানুষের চলাচলের জন্য। ফুটপাত দখল করে ব্যবসা করার কারণে পথচারীদের চলাচলে সমস্যা তৈরি হচ্ছে। পাশাপাশি ব্যস্ত রাস্তায় যানজট ও দুর্ঘটনার আশঙ্কাও বাড়ছে। তাই নিয়ম মেনেই দখলমুক্ত করার অভিযান চালানো হচ্ছে। আগামী দিনগুলিতেও শহরের বিভিন্ন এলাকায় এই ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে। ফুটপাত ও রাস্তার অংশ দখল করে ব্যবসা করা হলে নিয়ম অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

আচমকা বিশালগড় বাইপাস পরিদর্শনে আইজি

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিশালগড়, ৮ আগস্ট: নেশা সামগ্রী পাচার, অপহরণ, গুলি-কাণ্ডসহ একের পর এক ঘটনায় গত কয়েক মাস ধরে সংবাদের শিরোনামে বিশালগড়। আজ আচমকাই বিশালগড় বাইপাসে পরিদর্শনে গেলেন আইজি আইনশৃঙ্খলা মনচাক ইপ্পার। তাঁর সঙ্গে ছিলেন জেলা পুলিশ সুপারসহ পুলিশের অন্যান্য আধিকারিকরা। এদিন আইজি পুলিশ আধিকারিকদের সঙ্গে নিয়ে বাইপাসসহ বিশালগড়ের বিভিন্ন এলাকা পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনের সময় সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের সঙ্গে একাধিক বিষয়ে আলোচনা এবং নির্দেশ দিতে দেখা যায়। তবে সংবাদমাধ্যমের সামনে এদিন কোনও বক্তব্য দেননি আইজি আইনশৃঙ্খলা।

কী কারণে আচমকা তাঁর এই পরিদর্শন, তা নিয়ে বিভিন্ন মহলে জল্পনা তৈরি হয়েছে। কোনও সাম্প্রতিক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার তদন্তের সূত্র ধরেই এই পরিদর্শন কি না, তা অবশ্য পুলিশ প্রশাসনের পক্ষ থেকে স্পষ্ট করা হয়নি। উল্লেখ্য, আগরতলা রেলস্টেশনে কোটি কোটি টাকা মূল্যের নেশা সামগ্রী উদ্ধারের পরও এই চক্রের মূল অভিযুক্তদের অনেকের নাগাল এখনও পাওয়া যায়নি বলে

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

অবহেলায় বেহাল ঝুলন্ত স্টিল ফুটব্রিজ বাড়ছে দুর্ঘটনার আশঙ্কা, আতঙ্কে পথচারীরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ আগস্ট: অবহেলা ও দীর্ঘদিনের সংস্কারের অভাবে ক্রমেই বিপজ্জনক হয়ে উঠছে মেলাঘর থেকে তেলকাজলা যাওয়ার ঝুলন্ত স্টিল ফুটব্রিজ। সেতুর বিভিন্ন অংশের স্টিলের পাত ক্ষয়ে গিয়ে তৈরি হয়েছে বড় বড় গর্ত। আর সেই গর্তের উপর দিয়েই প্রতিদিন জীবনের ঝুঁকি নিয়ে যাতায়াত করতে বাধ্য হচ্ছেন সাধারণ মানুষ। গোমতী নদীর দক্ষিণ পাড়ের পাঁচটি পঞ্চায়েত এলাকার মানুষের যাতায়াতের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম এই সেতুটি বর্তমানে কার্যত আতঙ্কের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। সামান্য অসাবধানতা কিংবা পা পিছলে গেলেই ঘটতে পারে বড় ধরনের দুর্ঘটনা। স্থানীয়দের দাবি, ইতিমধ্যেই সেতুটিতে ছোটখাটো দুর্ঘটনাও ঘটেছে। সবচেয়ে বড় প্রশ্ন উঠছে, প্রায় এক মাস আগে বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে সেতুটির বেহাল দশার চিত্র তুলে ধরা হলেও এখনও কেন সংস্কারের কার্যকর উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে না? দিনের পর দিন সময় গড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে আরও বিপজ্জনক হয়ে উঠছে সেতুটির পরিস্থিতি।

জানা যায়, ২০১৩ সালে তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার তেলকাজলা যাওয়ার এই ঝুলন্ত সেতুটির উদ্বোধন করেছিলেন। দীর্ঘ সময় ধরে ব্যবহারের ফলে সেতুটির বিভিন্ন অংশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। কিন্তু নিয়মিত সংস্কার ও রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে বর্তমানে সেতুটির বেশ কিছু অংশ অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে উঠেছে। স্থানীয়দের অভিযোগ, সমস্যাটি নতুন নয়। দীর্ঘদিন ধরেই সেতুর বিভিন্ন অংশে

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

শিক্ষার পীঠস্থানেই একের পর এক চুরি নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বিগ্ন শিক্ষক-শিক্ষিকারা

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিশালগড়, ৮ আগস্ট: শিক্ষার পীঠস্থান হিসেবে পরিচিত বিশালগড় হায়ার সেকেন্ডারি স্কুলে একের পর এক চুরির ঘটনায় উদ্বেগ ছড়িয়েছে। অভিযোগ, বেশ কয়েক মাস ধরে স্কুল চত্বরে চোরের উপদ্রব বেড়েই চলেছে। স্কুল ছুটি হওয়ার পর দুষ্কৃতীরা স্কুল চত্বরে ঢুকে বিভিন্ন সামগ্রী চুরি করে নিয়ে যাচ্ছে বলে অভিযোগ স্কুল কর্তৃপক্ষের। শনিবার সকালে স্কুলে এসে শিক্ষক-শিক্ষিকারা দেখতে পান, ফের স্কুলের বৈদ্যুতিক তার, বৈদ্যুতিক ফ্যানসহ বিভিন্ন সামগ্রী চুরি হয়ে গেছে। এর আগেও স্কুল থেকে বৈদ্যুতিক তার, ব্ল্যাকবোর্ডসহ একাধিক সামগ্রী চুরি হয়েছে বলে অভিযোগ। বিষয়টি নিয়ে স্কুল কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে একাধিকবার থানাসহ সংশ্লিষ্ট দপ্তরে লিখিতভাবে জানানো হলেও কার্যকর ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি বলে দাবি করা হয়েছে। স্কুলের এক শিক্ষক সংবাদমাধ্যমের কাছে অভিযোগ করে বলেন, দীর্ঘদিন ধরেই স্কুল চত্বরে বহিরাগতদের আনাগোনা এবং অসামাজিক কার্যকলাপের অভিযোগ রয়েছে। তাঁর দাবি, নেশাগ্রস্ত ব্যক্তিদের একটি অংশ স্কুল চত্বরকে নেশার আড্ডা হিসেবে ব্যবহার করছে। এমনকি স্কুলের ভিতরে মাদক কেনাবেচার অভিযোগও উঠেছে। স্কুল কর্তৃপক্ষের অভিযোগ, প্রশাসনকে বিষয়টি একাধিকবার জানানো হলেও এখনও পর্যন্ত সমস্যার স্থায়ী সমাধান হয়নি। ফলে

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

কবিগুরুর প্রয়াণ দিবসে শ্রদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠান

বিশ্বে মানবতার চর্চা যতদিন হবে ততদিন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রাসঙ্গিক হয়ে থাকবেন : উচ্চশিক্ষামন্ত্রী

আগরতলা, ৮ আগস্ট: বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর শুধু কবিই ছিলেন না, তিনি ছিলেন একাধারে সাহিত্যিক, সমাজচিন্তক, চিত্র শিল্পী এবং সর্বোপরি বিশ্ব মানবতার পূজারি। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর সাহিত্য সৃষ্টির মাধ্যমে বিশ্বকে মুগ্ধ করেছেন। আজ মুক্তধারা অডিটোরিয়ামে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রয়াণ দিবসে শ্রদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির ভাষণে উচ্চশিক্ষামন্ত্রী কিশোর বর্মন একথা বলেন। আজ ২২ শ্রাবণ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রয়াণ দিবস। এ উপলক্ষ্যে তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের উদ্যোগে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে তিনি বলেন, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মৃত্যু নেই। তিনি আমাদের মধ্যে ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি, শিল্প ও জাতীয় চেতনায় এখনও বিরাজমান। তাঁর চিন্তা, আদর্শ, সৃষ্টি এখনও সমান প্রাসঙ্গিক। বিশ্বে মানবতার চর্চা যতদিন হবে ততদিন তিনি প্রাসঙ্গিক হয়ে থাকবেন। উচ্চশিক্ষামন্ত্রী বলেন, কবিগুরু এমন এক ভারতবর্ষ চেয়েছিলেন যেখানে সবাই মাথা উঁচু করে বাঁচতে পারবেন এবং সংস্কৃতিই হবে আমাদের আত্মবিশ্বাসের প্রতীক। ভারতবর্ষের জ্ঞান চিন্তাকে বিশ্বের মাঝে আদান প্রদান করাও ছিল তাঁর অন্যতম আদর্শ। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর শহরের পাশাপাশি গ্রামীণ সংস্কৃতির বিকাশেও সচেষ্ট ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের এই চিন্তা ভাবনা নিয়েই বর্তমান ভারতবর্ষ বিকশিত ভারতবর্ষে উন্নীত হওয়ার পথে এগিয়ে চলছে। উচ্চশিক্ষামন্ত্রী বলেন, ত্রিপুরার সঙ্গেও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গভীর সম্পর্ক ছিল। ত্রিপুরার রাজ পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে তাঁর ছিল আন্তরিক সম্পর্ক। তাঁর রচিত রাজর্ষি, বিসর্জন ইত্যাদি উপন্যাসে ত্রিপুরার ইতিহাস জড়িয়ে রয়েছে। এভাবেই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর সৃষ্টির মাধ্যমে ত্রিপুরাকে বিশ্বের কাছে তুলে ধরেছিলেন। উচ্চশিক্ষামন্ত্রী উপস্থিত ছাত্রছাত্রীদের উদ্দেশ্যে বলেন, বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থায় শুধুমাত্র ডিগ্রি অর্জন করলেই হবে না, নতুন নতুন বিষয়ে দক্ষতা এবং প্রযুক্তি বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করতে হবে। পাশাপাশি একজন দায়িত্বশীল নাগরিক হতে হবে। তবেই দেশ বা রাজ্য শিক্ষা, সংস্কৃতি ও সাহিত্যে আরও এগিয়ে যাবে।

অনুষ্ঠানে রাজ্যভিত্তিক সাংস্কৃতিক উপদেষ্টা কমিটির ভাইস চেয়ারম্যান সুব্রত চক্রবর্তী বলেন, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সৃষ্টি সব ক্ষেত্রেই ছড়িয়ে রয়েছে। কবিতা, নাটক, নৃত্যনাট্য, চিত্রাঙ্কন, অভিনয়, আবৃত্তি, সাহিত্য ইত্যাদির সর্বক্ষেত্রেই কবিগুরুর অবাধ বিচরণ ছিল। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সৃষ্টিতে মানবতা ও স্বদেশ প্রেমের ভাবনা ফুটে উঠেছিল। অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট সাহিত্যিক মিনাক্ষী ভট্টাচার্য বলেন, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের দর্শন ছিল আলোর পথে এগিয়ে চলা। তিনি ছিলেন একজন মহান প্রকৃতিপ্রেমী। কবিগুরুর সৃষ্টির কোনও শেষ নেই। এছাড়াও তিনি তার ভাষণে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সাহিত্য, শিল্পচর্চা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাষণে তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের অধিকর্তা বিম্বিসার ভট্টাচার্য বলেন, কবিগুরু ছিলেন বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী। তাঁর জীবন ও কর্মদর্শন আজও সমান প্রাসঙ্গিক। সর্বোপরি তিনি ছিলেন দেশপ্রেম ও মানবতার পূজারি। অনুষ্ঠানের শুরুতে উচ্চশিক্ষামন্ত্রী সহ অন্যান্য অতিথিগণ কবিগুরুর প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণের মাধ্যমে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রয়াণ দিবস উপলক্ষ্যে আয়োজিত শ্রদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠানে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক সংস্থার শিল্পীদের দ্বারা পরিবেশিত হয় রবীন্দ্র সঙ্গীত ও রবীন্দ্র নৃত্য।

ব্যাডমিন্টন প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করে মুখ্যমন্ত্রী

যথাযথ প্রশিক্ষণ, নিষ্ঠা ও অধ্যবসায় থাকলে আন্তর্জাতিক অঙ্গনেও সাফল্য অর্জন করা সম্ভব

আগরতলা, ৮ আগস্ট: রাজ্যে এখন খেলাধুলার সুস্থ পরিবেশ তৈরি হয়েছে। রাজ্য সরকার ক্রীড়া পরিকাঠামোর উন্নয়নে বিভিন্ন পরিকল্পনা রূপায়ণ করছে। পরিকল্পনা রূপায়ণের ফলে ইতিমধ্যেই বিভিন্ন ক্ষেত্রে সাফল্যও এসেছে। বর্তমানে আমাদের রাজ্য থেকেই জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক স্তরের খেলোয়াড় তৈরি হচ্ছে। আজ এন.এস.আর.সি.সি.-র ব্যাডমিন্টন ইন্ডোর হলে ৫৪তম ত্রিপুরা স্টেট ব্যাডমিন্টন চ্যাম্পিয়নশিপ ২০২৬-এর উদ্বোধন করে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা একথা বলেন। প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ত্রিপুরা ব্যাডমিন্টন অ্যাসোসিয়েশন রাজ্যে ব্যাডমিন্টন খেলার প্রসার ও নতুন প্রতিভা অন্বেষণ এবং দক্ষ খেলোয়াড় গড়ে তোলার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। এ ধরনের প্রতিযোগিতা শুধু খেলোয়াড়দের প্রতিভা বিকাশের সুযোগই সৃষ্টি করে না বরং ক্রীড়াপ্রেমীদের মধ্যে নতুন উদ্দীপনা ও উৎসাহের সঞ্চার করে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, খেলাধুলা মানুষের শারীরিক ও মানসিক বিকাশের অন্যতম প্রধান মাধ্যম। নিয়মিত খেলাধুলা আমাদের সুস্থ, সুশৃঙ্খল, আত্মবিশ্বাসী এবং কর্মক্ষম করে তোলে। একই সঙ্গে খেলাধুলা আমাদের শৃঙ্খলা, অধ্যবসায়, দলগত চেতনা এবং জয় পরাজয়কে সমানভাবে গ্রহণ করার মানসিকতা এবং প্রতিকূল পরিস্থিতিতে দৃঢ় থাকার শিক্ষা দেয়। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ত্রিপুরার ক্রীড়াবিদগণ ইতিমধ্যেই বিভিন্ন ক্ষেত্রে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরে নিজেদের প্রতিভার স্বাক্ষর রেখে চলেছেন। অলিম্পিয়ান পদ্মশ্রী দীপা কর্মকার সহ রাজ্যের স্বনামধন্য খেলোয়াড়গণ আমাদের নতুন প্রজন্মের কাছে অনুপ্রেরণা। সম্প্রতি স্কটল্যান্ডের গ্লাসগোতে অনুষ্ঠিত কমনওয়েলথ গেমসে জুডোতে রাজ্যের কৃতী সন্তান অস্মিতা দে স্বর্ণপদক লাভ করেছে। কমনওয়েলথ গেমসের ইতিহাসে প্রথম ভারতীয় জুডো ক্রীড়াবিদ হিসেবে স্বর্ণপদক অর্জন করে অস্মিতা শুধু ত্রিপুরা নয়, সারা দেশকেই গর্বিত করেছেন। তার এই সাফল্য প্রমাণ করে যে যথাযথ প্রশিক্ষণ, নিষ্ঠা ও অধ্যবসায় থাকলে আন্তর্জাতিক অঙ্গনেও সাফল্য অর্জন করা সম্ভব।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ক্রীড়া পরিকাঠামোর উন্নয়ন ও প্রশিক্ষণ ব্যবস্থার সম্প্রসারণে বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। খেলাধুলা ও

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

পণ্যবাহী গাড়ির ধাক্কায় অটো ক্ষতিগ্রস্ত, আহত চালক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ আগস্ট: আমতলী বাইপাসের ডুকলি রোডে পণ্যবাহী গাড়ির সঙ্গে অটোর সংঘর্ষকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়াল। আজ সকালে ওই দুর্ঘটনায় অটোচালক অল্পবিস্তর আহত হয়েছেন। জানা যায়, পণ্যবাহী গাড়িটি দ্রুতগতিতে এসে অটোটিকে ধাক্কা দেয়। সংঘর্ষের পর গাড়িটি ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। ঘটনার পর স্থানীয়রা দ্রুত ঘটনাস্থলে জড়ো হন। কয়েকজন স্থানীয় গাড়িটিকে পেছন থেকে ধাওয়া করলেও শেষ পর্যন্ত সেটিকে আটক করা সম্ভব হয়নি বলে জানা গেছে। দুর্ঘটনায় অটোচালক আহত হন। স্থানীয়দের দাবি, বেপরোয়া গতির কারণেই দুর্ঘটনাটি ঘটেছে। ঘটনায় সংশ্লিষ্ট পণ্যবাহী গাড়ির চালকের বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ জানানো হবে বলে স্থানীয়রা জানিয়েছেন। ঘটনার পর এলাকায় কিছু সময়ের জন্য উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। পুলিশ ঘটনার তদন্ত করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবে বলে জানা গেছে।

অসহায়কে আশ্রয় দিয়ে আক্রান্ত বাড়ির মালিক, কোদাল দিয়ে আঘাতের অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিশালগড়, ৮ আগস্ট: অসহায় এক ব্যক্তিকে মাথা গোঁজার ঠাঁই দিতে গিয়ে এবার নিজেই অসহায় হয়ে থানার দ্বারস্থ হলেন বাড়ির মালিক। ঘটনাটি ঘটেছে বিশালগড় থানাধীন মধ্য ব্রজপুর এলাকায়। আক্রান্ত বাড়ির মালিকের নাম দীপক দত্ত। জানা গেছে, প্রায় এক বছর আগে লিটন দেবনাথ নামে এক অসহায় ব্যক্তিকে মানবিকতার কারণে নিজের বাড়িতে থাকার সুযোগ দিয়েছিলেন দীপক দত্ত। অন্য কোনও ব্যবস্থা না হওয়া পর্যন্ত লিটনকে তাঁর স্ত্রীকে নিয়ে বাড়িতে থাকতে দেওয়া হয়েছিল বলে দাবি দীপকের পরিবারের।অভিযোগ, সময়ের সঙ্গে পরিস্থিতি বদলে যায়। আশ্রয়প্রাপ্ত লিটন দেবনাথ ওই বাড়ির উপর নিজের অধিকার প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করছেন বলে অভিযোগ ওঠে। এমনকি জায়গাটি দখলের উদ্দেশ্যেই বিভিন্নভাবে চাপ সৃষ্টি করা হচ্ছে বলেও দাবি দীপক দত্তের। শনিবার বাড়ির সামনে লিটন গাছ কাটছিলেন বলে অভিযোগ। দীপক দত্ত গাছ কাটতে বাধা দিলে তাঁকে আক্রমণ করা হয় বলে অভিযোগ। হামলায় তাঁর পায়ে কোদাল দিয়ে গুরুতর আঘাত করা হয়েছে বলে দাবি করা হয়েছে। পরিস্থিতি বেগতিক দেখে শেষ পর্যন্ত বিশালগড় থানায় গিয়ে আশ্রয় নিতে বাধ্য হন তিনি।আক্রান্ত দীপক দত্তের আরও অভিযোগ, এর আগেও একদিন বাজারে তাঁকে মারধর করা হয়েছিল। বর্তমানে বাড়ির জায়গা নিয়ে বিরোধকে কেন্দ্র করে তিনি নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন বলে জানা গেছে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। একজন অসহায় ব্যক্তিকে আশ্রয় দেওয়ার পর সেই ব্যক্তির বিরুদ্ধেই বাড়ি দখলের চেষ্টা ও হামলার অভিযোগ ওঠায় বিষয়টি নিয়ে নানা প্রশ্ন তৈরি হয়েছে। ঘটনার প্রকৃত কারণ এবং জমি-বাড়ি সংক্রান্ত বিরোধের বিষয়টি খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানিয়েছেন দীপক দত্ত।

বটতলা হাওড়া ব্রিজ সংলগ্ন এলাকা থেকে ব্রাউন সুগার বিক্রেতা আটক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ আগস্ট: স্বাধীনতা দিবসকে সামনে রেখে রাজধানী আগরতলা শহরে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে নেশা কারবারিদের বিরুদ্ধে অভিযান আরও জোরদার করেছে পুলিশ। এরই ধারাবাহিকতায় বটতলা হাওড়া ব্রিজ সংলগ্ন এলাকা থেকে এক ব্রাউন সুগার বিক্রেতাকে আটক করেছে পশ্চিম আগরতলা থানার পুলিশ। জানা গেছে, গোপন সূত্রের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে ওই ব্যক্তিকে আটক করা হয়। তল্লাশি চালিয়ে তার কাছ থেকে বেশ কিছু পরিমাণ ব্রাউন সুগার উদ্ধার হয়েছে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গেছে। রাজধানী আগরতলা শহরসহ রাজ্যের বিভিন্ন এলাকায় নেশা কারবারি ও নেশাসক্তদের দৌরাত্ম্য রুখতে পুলিশের পক্ষ থেকে নিয়মিত অভিযান চালানো হচ্ছে। গতকালের পর আজও নেশার বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়ে বেশ কয়েকজনকে আটক করেছে পুলিশ। বটতলা হাওড়া ব্রিজ সংলগ্ন এলাকা থেকে আটক

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

ত্রিপুরায় চালু হচ্ছে আরও ৬টি একলব্য মডেল আবাসিক বিদ্যালয়, কেন্দ্রের সহযোগিতায় জোরদার হবে উপজাতি শিক্ষাব্যবস্থা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ আগস্ট: ত্রিপুরায় আরও ছয়টি একলব্য মডেল আবাসিক বিদ্যালয় চালুর উদ্যোগে কেন্দ্রীয় সরকারের সহযোগিতার জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলেন রাজ্যের উপজাতি কল্যাণমন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা। তিনি কেন্দ্রীয় উপজাতি বিষয়ক মন্ত্রী জুয়াল ওরামের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে এই সহযোগিতার জন্য ধন্যবাদ জানান।

বৈঠক প্রসঙ্গে বিকাশ দেববর্মা বলেন, ত্রিপুরায় নতুন ছয়টি একলব্য মডেল আবাসিক বিদ্যালয়ের সুষ্ঠু পরিচালনা নিশ্চিত করতে কেন্দ্রীয় উপজাতি বিষয়ক মন্ত্রকের অনুমোদন একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। এর ফলে রাজ্যের উপজাতি অধ্যুষিত এলাকাগুলিতে শিক্ষার পরিকাঠামো আরও শক্তিশালী হবে। মন্ত্রী জানান, ইএমআরএস পরিধি সম্প্রসারিত হলে উপজাতি সম্প্রদায়ের ছাত্রছাত্রীদের জন্য মানসম্মত শিক্ষা ও উন্নত আবাসিক সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করা সম্ভব হবে। একইসঙ্গে প্রত্যন্ত অঞ্চলের শিক্ষার্থীদের কাছে উচ্চমানের শিক্ষার সুযোগ আরও সহজলভ্য হবে। বিকাশ দেববর্মা বলেন, কেন্দ্রীয় উপজাতি বিষয়ক মন্ত্রী জুয়াল ওরামজির সঙ্গে সাক্ষাৎ করে ত্রিপুরায় ছয়টি নতুন একলব্য মডেল আবাসিক বিদ্যালয়ের কার্যক্রম চালুর ক্ষেত্রে মন্ত্রকের সহযোগিতার জন্য আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাতে পেরে আমি সম্মানিত।" তিনি আরও বলেন, কেন্দ্রের এই অনুমোদন ত্রিপুরায় ইএমআরএস নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণের পাশাপাশি উপজাতি শিক্ষার্থীদের মানসম্মত শিক্ষার সুযোগ বৃদ্ধি এবং রাজ্যের শিক্ষা পরিকাঠামোকে আরও শক্তিশালী করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। বৈঠকে উপজাতি কল্যাণমন্ত্রীর সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার রেসিডেনশিয়াল এডুকেশনাল ইনস্টিটিউশনস সোসাইটি-এর এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার তাপস রঞ্জন ভৌমিক এবং ত্রিপুরা হাউজিং বোর্ডের ডেপুটি এক্সিকিউটিভ অফিসার মদন গোপাল মোদক।

আগরতলায় চা নিলাম কেন্দ্র চালুর প্রস্তুতি, গুয়াহাটি চা নিলাম কেন্দ্র পরিদর্শন ত্রিপুরা প্রতিনিধিদলের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ আগস্ট: আগরতলায় প্রস্তাবিত চা নিলাম কেন্দ্র চালুর আগে গুয়াহাটি চা নিলাম কেন্দ্র পরিদর্শন করল ত্রিপুরার একটি প্রতিনিধিদল। ইলেকট্রনিক নিলাম ব্যবস্থা এবং কেন্দ্রটির পরিচালন পদ্ধতি সম্পর্কে সরেজমিনে ধারণা নিতেই এই পরিদর্শন বলে জানা গেছে। আগরতলা চা নিলাম কেন্দ্রটি আগামী সেপ্টেম্বরের শেষ নাগাদ চালু হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এই কেন্দ্র চালু হলে ত্রিপুরার চা চাষি ও উৎপাদকরা তাঁদের উৎপাদিত চা বাজারজাত করার জন্য একটি স্বচ্ছ ও নির্দিষ্ট প্ল্যাটফর্ম পাবেন বলে আশা করা হচ্ছে। ত্রিপুরা প্রতিনিধিদলে ছিলেন ত্রিপুরা টি ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান সমীর রঞ্জন ঘোষ এবং ম্যানেজিং ডিরেক্টর তথা আইএএস রাজেশ কুমার দাস। তাঁদের সঙ্গে ছিলেন টি বোর্ড ইন্ডিয়ার এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর অরুণিতা ফুকন। গুয়াহাটি চা নিলাম কেন্দ্র এবং অসম টি অ্যাসোসিয়েশনের একাধিক আধিকারিকও আলোচনায় অংশ নেন। সচিব প্রিয়ানুজ দত্ত প্রতিনিধিদলকে চা নিলামের সম্পূর্ণ প্রক্রিয়া সম্পর্কে বিস্তারিত অবহিত করেন। চা গ্রহণ ও ক্যাটালগ তৈরি থেকে শুরু করে গুণমান নির্ধারণ, ইলেকট্রনিক বিডিং, ক্রেতাদের অংশগ্রহণ, পরিবহণ ব্যবস্থা এবং অর্থের নিষ্পত্তি পর্যন্ত বিভিন্ন ধাপ সম্পর্কে প্রতিনিধিদলকে জানানো হয়।নিলাম প্রক্রিয়ায় প্রযুক্তির ব্যবহার কীভাবে স্বচ্ছতা, দক্ষতা এবং চায়ের সঠিক বাজারমূল্য নির্ধারণে সহায়তা করতে পারে, তা

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিদ্যুৎ বিল বৃদ্ধি ও স্মার্ট মিটার নিয়ে ক্ষোভ গোমতী জেলা যুব কংগ্রেসের ডেপুটেশন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ আগস্ট: গত কয়েক মাস ধরে বিদ্যুৎ বিলের অস্বাভাবিক বৃদ্ধি এবং স্মার্ট মিটার সংক্রান্ত নানা সমস্যাকে কেন্দ্র করে সাধারণ মানুষের মধ্যে ক্ষোভ বাড়ছে। এই পরিস্থিতিতে বিদ্যুৎ বিলের মাশুল বৃদ্ধি ও গ্রাহকদের বিভিন্ন হয়রানির অভিযোগ তুলে সরব হয়েছে গোমতী জেলা যুব কংগ্রেস। সংগঠনের অভিযোগ, গত তিন মাস ধরে তারা এই বিষয়গুলি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে আসছে। যুব কংগ্রেসের দাবি, ত্রিপুরার মতো রাজ্যে পালাটানা বিদ্যুৎ প্রকল্প থাকা সত্ত্বেও সাধারণ গ্রাহকদের বিদ্যুৎ বিল অস্বাভাবিক হারে বেড়ে চলেছে। তাদের বক্তব্য, যে পরিবারগুলির মাসিক বিদ্যুৎ বিল দীর্ঘদিন ধরে ৫০০ থেকে ৬০০ টাকার মধ্যে ছিল, বর্তমানে একই ধরনের ব্যবহারের ক্ষেত্রে সেই বিল বেড়ে ১৫০০ থেকে ২০০০ টাকা পর্যন্ত পৌঁছে যাচ্ছে। নতুন কোনো বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম ব্যবহার না করেও কেন বিল এতটা বাড়ছে, তার স্পষ্ট ব্যাখ্যা বিদ্যুৎ দপ্তরের কাছে দাবি করেছে যুব কংগ্রেস। পাশাপাশি স্মার্ট মিটার বসানো নিয়েও আপত্তি জানিয়েছে সংগঠনটি। তাদের অভিযোগ, স্মার্ট মিটার বসানোর ক্ষেত্রে গ্রাহকদের ওপর চাপ সৃষ্টি করা হচ্ছে। এছাড়া প্রিপেইড কার্ডের মাধ্যমে বিদ্যুৎ রিচার্জ করতে গিয়েও সাধারণ মানুষকে নানা সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছে বলে অভিযোগ যুব কংগ্রেসের। এইসব দাবিকে সামনে রেখে ৩১ রাধাকিশোরপুর ব্লক যুব কংগ্রেসের উদ্যোগে বিদ্যুৎ বিলের মাশুল বৃদ্ধি, মিটার চার্জ এবং প্রিপেইড রিচার্জ ব্যবস্থায় গ্রাহক হয়রানির প্রতিবাদে ডেপুটেশন প্রদান করা হয়। ত্রিপুরা স্টেট ইলেকট্রিসিটি কর্পোরেশন লিমিটেডের বন্ধুয়ার ইলেকট্রিক্যাল উদয়পুর ডিভিশন কার্যালয়ে গিয়ে ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার আনন্দ সরকারের হাতে ডেপুটেশন তুলে দেন সংগঠনের প্রতিনিধিরা। পাঁচ সদস্যের প্রতিনিধি দলে উপস্থিত ছিলেন ৩১ রাধাকিশোরপুর ব্লক যুব কংগ্রেস সভাপতি প্রসেনজিৎ ব্যানার্জি, গোমতী জেলা যুব কংগ্রেস সভাপতি ইন্দ্রজিৎ দাস, সাধারণ সম্পাদক প্রীতম বৈদ্যসহ জেলা ও ব্লক স্তরের অন্যান্য নেতৃত্ব। ডেপুটেশনে মোট ছয় দফা দাবি জানানো হয়। দাবিগুলির মধ্যে রয়েছে বিদ্যুৎ বিলের মাশুল কমানো, মিটার চার্জ হ্রাস, স্মার্ট মিটার বাতিল, প্রিপেইড কার্ডের

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপ বিশ্বাস কর্তৃক রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস, আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল. এন. বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক - সন্দীপ বিশ্বাস।
Printed by the Owner, Publisher and Printer Sandeep Biswas from Rainbow Printing Works, Agartala and Published from Jagaran Office, L.N. Bari Road. Agartala, Tripura. Editor- Sandeep Biswas

8th-6th page -2022 darpan print.pmd 2 09-08-2026, 01:59